আধুনিক সভ্যতা—১

মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ

[নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ, এস, এ]

"Let me advise any one who believes in the near approach of the social millennium to go to any great American or European city and note what the majority of men and women do with their new-found prosperity and leisure." —Aldous Huxley

প্রকাশক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ, পি-এইচ, বি

[শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ, এস, এ]

১৩৩৩

১০।১ ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা
হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ পি-এইচ, বি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান:—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ বুক এজেন্সি,
১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য,
মাসপয়লা প্রেস,
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকার শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর Industrial Civilization in some of its Sociological Aspects নামক ধারাবাহিক বক্তৃতার কিয়দংশ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এক্সটেনশন-লেকচার রূপে উক্ত বক্তৃতা কলিকাতা বেঙ্গল-মন্দিরে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই পুস্তকের অধিকাংশ বিষয় ঐ বক্তৃতার "আধুনিক সভ্যতার খরচা" (Costs of Modern Civilization) শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্গত ছিল। শ্রীযুত চৌধুরী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ঐ দেশে আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বাধিক বিকাশ ঘটায় তথায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, পৃথিবীর অন্যান্য আধুনিক দেশেও প্রায় তদ্রূপ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে। আধুনিকতার সহিত বস্তুতান্ত্রিকতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, সুতরাং আধুনিক সভ্যতার সমস্যাগুলিকে বস্তুতান্ত্রিকতার সমস্যা রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুহীন ভারতের পক্ষে বস্তুতন্ত্র একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই বস্তুতন্ত্রের সমস্যা ও গ্লানিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথোচিত আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতি নিরূপণ করা ভারতের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। গ্রন্থকারের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত, তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বলিতে পারি, 'আমাদের সমাজে গলদ খুবই আছে, বিদেশ হইতে নূতন আমদানী দ্বারা বোঝা ভারী করায় লাভ নাই।' আধুনিক বা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সমস্যা ও গ্লানিগুলির প্রতি বাঙ্গালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই পুস্তকের প্রকাশ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

আমাদের অনেকে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের সমাজের প্রায় সকল বিষয়েই কুসংস্কারের গন্ধ পাইতেছেন। এরূপ একদল লোক সমাজে সর্ব্বদা থাকিবে, হয়ত তাঁহাদের থাকার কিছু আবশ্যকতাও আছে। কিন্তু তাঁহারা যে সকল পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শের কুহকে সম্মোহিত হইয়াছেন, সে সকল ভাব ও আদর্শের অনেকগুলিই যে আজ পাশ্চাত্য-সমাজে ধিক্কৃত হইতেছে পাঠক এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাইবেন। ভারতের এই জাতীয় জাগরণের দিনে স্বদেশ-হিতৈষী সমাজ-সংস্কারকদিগের চিন্তার প্রচুর উপাদান এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাশ্চাত্য সমাজের সমস্যা ও গ্লানিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার আবশ্যকতা কি? উত্তরে আমরা বলিতে চাই, বর্ত্তমানে ঐ আবশ্যকতা খুবই বেশী। পাশ্চাত্য সমাজে দোষ ও গুণ উভয়ই আছে। আমাদের জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় মঙ্গলের জন্য পাশ্চাত্য সমাজের কৃতিত্বের প্রতি যেরূপ মনোযোগ প্রদান আবশ্যক, তদ্রূপ ঐ সমাজের গ্লানিগুলি যেন আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের সমাজকে ধ্বংসপথে পরিচালিত না করে তজ্জন্যও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। যে সকল ভাব ও আদর্শ প্রচারিত হওয়ার ফলে প্রতীচ্য সমাজের গ্লানি বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে, সেই সকল ভাব ও আদর্শের প্রবর্ত্তন দ্বারা আমাদের সমাজ উপকৃত হইবে, আমরা ইহা মনে করিতে পারিনা। বলা বাহুল্য যুক্তরাষ্ট্রের অথবা প্রতীচ্য সভ্যতার নিন্দা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। রোগ হইতে মুক্ত থাকিতে হইলে রোগের কারণ ও রোগের পরিচয় জানার আবশ্যকতা আছে, এ কথা হয়ত কেহ অস্বীকার করিবেন না।

জাতীয় উন্নতির সহিত সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই জটিলতার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য বিধানই উন্নতিশীল সমাজের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধানের অভাবে সমাজে নানাপ্রকার গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই গ্লানিগুলি বিদূরিত করাও সমাজের পক্ষে অন্যতম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-গঠনের আবশ্যকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং যথোচিত প্রতিকারের চেষ্টা না হইলে একটি গ্লানির স্থানে দশটি গ্লানির উদ্ভব ঘটে। এইরূপে উন্নতিশীল সমাজে সমস্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি এবং গুরুতর সমস্যাবলীর উদ্ভব সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। এতদ্দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের সজীবতা ও শক্তিই সূচিত হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও সমাজ-সংস্কারকগণ গ্লানি দূরীকরণের ও সমস্যা-সমাধানের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু চেষ্টা প্রকৃত পথে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করিনা। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির আদর্শের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে এবং আর্থিক কার্য্যকারিতার উদ্দাম গতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা না হইলে ঐ দেশের সমস্যাবলী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের আর্থিক কার্য্যকারিতা ও সামাজিক জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং ভারতবাসীদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ কর্ত্তব্য।

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে,গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের সংগৃহীত তথ্য, উক্তি ও অভিমত দ্বারাই তাঁহাদের সমাজের সমস্যাবলীর পরিচয় দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। গ্রন্থকার যে যে স্থলে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠক বিচারপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করিতে পারেন।

ভারতবাসীদের সামাজিক গ্লানির জন্য তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনের অনুপযুক্ত,—প্রতীচীর ভূঁইফোড় বিশ্বহিতৈষীদের ঐ উক্তি যে নিতান্তই ঈর্ষামূলক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাঠক এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন, উন্নতিশীল স্বাধীন পাশ্চাত্য জাতির সামাজিক গ্লানি পরাধীন প্রাচ্য দেশের সামাজিক গ্লানি অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ; কিন্তু ঐ ভীষণ সামাজিক গ্লানির জন্য পাশ্চাত্য সমাজের লোকেরা আপনাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন না।

আজ জাগ্রত ভারতের পক্ষে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল বিষয় দেখিবার ও বুঝিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। প্রতীচীর উপদেশাবলী বিনা বিচারে ও অবনত মস্তকে বেদবাক্যের মত গ্রহণ করিবার দিন অতীত হইয়াছে। ভারতবাসীরা নিখিল মানব-সমাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক সমস্যাবলীর সমাধানে যত্নবান হইবেন, ভারতের জাতীয় জাগরণের ইহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া আমরা মনে করিতেছি।

এই গ্রন্থের লেখক বহুদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান এবং য়ুরোপ ও এশিয়ার অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অভিজ্ঞতার বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে করি। আমরা যুক্তরাষ্ট্রে একই সময়ে অবস্থান করিতেছিলাম।

সামাজিক ঘটনাবলীর পারম্পারিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা হেতু এই পুস্তকের কোন কোন স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে ছাপার ভুলও রহিয়া গিয়াছে। এজন্য পাঠকবর্গের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ব্যাপক সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) বিভিন্ন বিভাগ হইতে এই পুস্তক খানার উপর দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। ব্যবহারিক সমাজ-

নীতি ও অর্থনীতি, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, অপরাধ-বিজ্ঞান এবং সামাজিক ইতিহাসের ছাত্রগণ এই পুস্তকে আধুনিক সমাজের বহু সমস্যা পুঞ্জীভূত দেখিতে পাইবেন।

এই পুস্তকপাঠে স্বদেশের উন্নতি ও সমাজ-মঙ্গলের প্রতি বাঙ্গালীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইতি---

শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ

ভূমিকা

প্রাণি-জগতে অন্যান্য প্রাণীর মত মানবও একটি প্রাণী। কিন্তু মানব ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য নানা দিক দিয়া নানাভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। তবে একটি অতি সাধারণ পার্থক্য এই যে মানবেতর প্রাণীদিগের অবস্থা স্মরণাতীত যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় একরূপ রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ তাহার অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। মানুষের ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে বানর, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কোন প্রাণী আত্মকৃত বা সামাজিক চেষ্টা দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না, কিন্তু মানব তাহার ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মানব সভ্যতার সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে; মানবেতর প্রাণী তাহা পারে নাই। এক কথায়, মানব উন্নতিশীল; মানবেতর প্রাণী স্থিতিশীল। মানুষ চিরদিনই উন্নতিশীলতার পরিচয় দিয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। মানুষের মধ্যে চিরদিনই উন্নতিশীলতার বীজ নিহিত আছে, এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি মানুষের এমন একদিন গিয়াছে যখন সে প্রায় বন্য পশুর মতই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। মানুষের উন্নতির ইতিহাস বেশী দিনের নহে। অধ্যাপক রবিন্‌সন্ তাঁহার 'The New History' গ্রন্থের ৩৮—৪০ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন,—মনে করা যাউক, সমগ্র মানব ইতিহাসকে দ্বাদশ ঘণ্টায় বিভক্ত করা হইয়াছে এবং আমরা এই ঘড়ির ঠিক ১২টার

সময় ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছি। আরও ধরা যাউক, মানুষ ২ লক্ষ ৪০ হাজার বৎসর যাবৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহা হইলে এই কাল্পনিক ইতিহাস ঘড়ির প্রত্যেক ঘণ্টা ২০ সহস্র বৎসরের এবং প্রত্যেক মিনিট ৩ শত ৩৩ বৎসর ৪ মাসের সমান হইবে। এই ঘড়ির সাড়ে ১১ ঘণ্টা কাল ঘোর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ছিল। ঐ যুগ সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে মানুষ ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিল। কারণ, ঐ যুগের পাথরের যন্ত্রপাতি, মাটির বাসন, পশুর চিত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই ইতিহাস-ঘটিকায় ১২টা বাজিবার মাত্র ২০ মিনিট বাকী থাকিতে মিশরীয় ও বাবিলনীয় সভ্যতার প্রাচীনতম ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, ৭ মিনিট বাকী থাকিতে গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য দর্শনাদি রচিত হয়। এই ঘড়িতে ১২টা বাজিবার মাত্র এক মিনিট বাকী থাকিতে বেকন তাহার Advancement of Learning গ্রন্থ রচনা করেন। মানুষের বাষ্পীয় এঞ্জিন নির্ম্মিত হওয়ার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত এই ইতিহাস-ঘটিকায় অর্দ্ধ মিনিট কালও অতিবাহিত হয় নাই। পাইথোগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টোটল এমন কি বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনদিগকে এই হিসাবে আমাদেরই সমসাময়িক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন সমাজ-তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক এ, জে, টড মানব অভিব্যক্তির ইতিহাসকে ২৪ ঘণ্টায় পরিণত করিয়া এক ইতিহাস-ঘটিকা অঙ্কিত করিয়াছেন। Osborn প্রণীত "প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ" (Men of the Old Stone Age) নামক গ্রন্থে মানব

ভূমিকা

অভিব্যক্তি-কালের যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, অধ্যাপক টড সেই হিসাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার কল্পিত ঘড়ির প্রত্যেক ঘণ্টাকে ২৫ হাজার বৎসরের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইহা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে মানব অভিব্যক্তির সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শনরূপে যবদ্বীপে পিথিকান থ্রপস নামক যে প্রাণীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঐ ঘড়ির ২০ঘণ্টা অর্থাৎ ৫লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, আর ঐ ঘড়ির অনধিক অর্দ্ধ মিনিটকাল যাবৎ আধুনিক মানুষ (নব প্রস্তর-যুগের মানুষ ধরিয়া) ইতিহাস-নাট্যে তাহার অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। আধুনিক মানুষের কাল দশ সহস্র বৎসরের অধিক নহে ; এই দশ সহস্র বৎসরের মধ্যেই মানুষের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রায় ৬ লক্ষ বৎসর যাবৎ মানুষ ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু ৫ লক্ষ ৯০ হাজার বৎসর তাহার ঘোরতর অসভ্য অবস্থা গিয়াছে। এক সময়ে মানুষের এমন অবস্থা ছিল যে, যষ্টি হস্তে হিংস্র পশু পরিপূর্ণ জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং নিয়ত উহাদের আক্রমণ হইতে তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইত। তখন তাহার বাসগৃহ ছিল না, দেহের কোন আবরণ ছিল না। তখন সে কথা কহিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না বা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে জানিত না। তাহার সহচর ছিল বন্য পশু এবং সে নিজেও বন্যভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

সেই প্রাচীনতম যুগের মানুষের সহিত আধুনিক মানুষের কত প্রভেদ! আজও অষ্ট্রেলিয়ার বা পশ্চিম আফ্রিকার অসভ্যদের সহিত আধুনিক জাতিসমূহের কত পার্থক্য! আজ এত পার্থক্য কেন? সোজা

কথায়, মানব-জাতির একাংশ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, অপরাপর শাখাগুলি সমর্থ হয় নাই। মানব-সভ্যতার বিকাশের মূলে অনেক কারণ বিদ্যমান্ সন্দেহ নাই; কিন্তু একটি প্রধান কারণ এই যে মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত উন্নতি লাভে যত্নবান্ হইয়া আপন চেষ্টাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত সে প্রকৃতপক্ষে উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদের এবং য়ুরোপীয়দের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অসভ্যগণ উন্নতির মূলসূত্র ধরিয়া আপনাদের কার্য্য নিয়মিত করার চেষ্টা পাইতেছে না, য়ুরোপীয়গণ অল্পাধিক পরিমাণে তদ্রূপ চেষ্টা পাইতেছেন। স্মরণাতীত যুগের মানুষের সহিত আধুনিক মানুষের পার্থক্যও এইখানেই। মানুষের আধুনিকতার কাল দশ সহস্র বৎসর বলিতে প্রধানতঃ ইহা বুঝায় যে, মানুষ দশ সহস্র বৎসর যাবৎ উন্নতি লাভে যত্নবান্ হইয়াছে। কিন্তু মানুষ এই দশ সহস্র বৎসর কাল ক্রমাগত উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। প্রাচীন চীন ও ভারতের উন্নতি স্রোত বাধা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যযুগে য়ুরোপ উন্নতির পরিবর্ত্তে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিল। উন্নতির প্রকৃত পথ নির্দ্দেশে ভুল হইলে ভুলের দণ্ড অনিবার্য্য। মানুষ বহুকাল উন্নতির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। এই অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন যুগে মানুষের উপর দিয়া যত বিপদের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে সে কি করিয়া যে অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ৫ লক্ষ ৯০ হাজার বৎসরকে মানবসমাজ-অভিব্যক্তির অভিশপ্ত কাল বলা যাইতে পারে।

ভূমিকা

আজ আধুনিক মানব উন্নতির ও সভ্যতার গর্ব্ব করিতেছে, কিন্তু একটুকু অসতর্ক হইয়া সে পদে পদে ভ্রম করিয়া বসিবে না এবং তাহার পক্ষে আবার যে অভিশপ্ত যুগ উপস্থিত হইবে না, তাহা কে বলিবে!

এক দিকে প্রতিকূল নৈসর্গিক অবস্থা, অপর দিকে মানুষের নিজ অজ্ঞানতা—এই দুইটি চিরদিনই মানুষের উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। মানুষকে একটু একটু করিয়া নৈসর্গিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে হইয়াছে। এ কার্য্যে মানুষ প্রকৃতির অনেক গুহ্য রহস্য আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান ও শিল্পের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

মানুষ অদৃশ্য ও অপার্থিব পৈশাচিক শক্তির ক্রীড়া পুত্তলি—বহুদিন মানুষের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। য়ুরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্যুদয় যুগের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দিরের পাণ্ডারা প্রকৃত ধর্ম্ম ও সত্যকে য়ুরোপের চতুঃসীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কাল্পনিক ভূত প্রেতের বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। বিচারকগণ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রেতের অনুচর মনে করিয়া, জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করিতেছিলেন। বিচারালয়ের পরোয়ানা ও দণ্ড হইতে পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি ছিল না। অপরাধের জন্য য়ুরোপে শূকর, ভেড়া প্রভৃতি পশু ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেছিল, শস্যনাশকারী পঙ্গপালের উপর আদালতের পরোয়ানা জারী হইতেছিল। *

* Evans প্রণীত "Criminal Prosecution and Trial of Animals in the Middle Ages"

ঐ যুগে মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ছিল না, পদে পদে সে আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িত। ঐ যুগে য়ুরোপে গ্রীসীয় ও রোমীয় সভ্যতার শেষ রশ্মিটুকু নিভিয়া যাইতেছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে তথায় ঘোরতর কুসংস্কার বিরাজ করিতেছিল। ইহাই য়ুরোপের আঁধার যুগ (Dark Ages); এই যুগে মানুষ বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানকে বরণ করিয়া স্বীয় উন্নতির পথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল।

ক্রমশঃ য়ুরোপের মনোযোগ সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কাল্পনিক ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য ক্রমশঃ লোকের মনে আগ্রহ ও স্পৃহা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ নব্য বিজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধান ও গবেষণা আরম্ভ হইল। একদিকে জড়জগতের আবিষ্কৃত সত্য দ্বারা যেমন য়ুরোপের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, অপরদিকে তেমনই সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক নূতন গবেষণার ফলে তথাকার রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থ-নীতি প্রভৃতির গ্লানি বিদূরিত হইতে লাগিল। য়ুরোপ প্রাণে নূতন স্পন্দন অনুভব করিল।

সভ্যতার আদর্শ সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, আজ সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, য়ুরোপ পার্থিব জগতে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই পার্থিব উন্নতির গোড়ায় মানবতার বিকাশ বা অল্পাধিক আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্যমান। চিত্ত-সংযম, সংস্কার-শূন্যতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, একাগ্রতা, গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রভৃতি গুণাবলী প্রত্যক্ষে বৈজ্ঞানিক অভ্যুদয়ের সহিত এবং

পরোক্ষে পার্থিব উন্নতির সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। বিজ্ঞান সঙ্গত চিন্তা-প্রণালী বা চিন্তার বিশুদ্ধতা ভিন্ন মানবের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটিতে পারে না, মানব অভিব্যক্তির ইতিহাস আজ এ তত্ত্বই আমাদিগকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতেছে।

যেখানে চিন্তার বিশুদ্ধতা নাই, সেখানে পার্থিব বা আধ্যাত্মিক উন্নতিও নাই। বিশুদ্ধ চিন্তাধারার অভাব বশতঃই আজ পৃথিবীর অনেক জাতি অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। বিশুদ্ধ চিন্তাধারা অর্থে বিজ্ঞান-সম্মত চিন্তাপ্রণালী বুঝায়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—সত্য আবিষ্কার করা; চিন্তার বিশুদ্ধতা ভিন্ন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, সে সত্য পার্থিব বা পারমার্থিক যাহাই হউক না কেন। মানবের উন্নতি সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা বা কাল্পনিক ভিত্তির উপর উন্নতির স্থায়ী সৌধ রচিত হইতে পারে না। উন্নতিকামী জাতির উন্নতির চেষ্টাকে বিশুদ্ধ বা বৈজ্ঞানিক চিন্তালব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক।

(২)

আজ আমাদের প্রাণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা নূতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা আমরা আর নিরাপদ মনে করিতেছি না। আমাদের ভবিষ্যৎ যে সম্পূর্ণ

রূপে আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে, আমরা যে আমাদের ভাগ্য-চক্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, আজ তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি যে, আমাদের উন্নতির চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে, উহাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে হইবে; সমাজিক উন্নতির মূল নিয়মগুলির সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। চেষ্টা বিপথে চালিত হইলে উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। এমন একদিন ছিল, যখন ভারতীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর অপর কোন জাতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াও দেশের ও সমাজের পরম উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আশা আমরা আজ করিতে পারি না। পৃথিবীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের উন্নতির সমস্যাটা এমন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন আমরা আর সম্পূর্ণ প্রাচীনপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আজ আমাদের উন্নতির আদর্শকে কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইতেছে। আধ্যাত্মিকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিহিত পন্থা নির্দ্দেশ করিতে হইতেছে। প্রাচীনতার সহিত আধুনিকতার সংযোগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিকতা পাশ্চাত্যসভ্যতার সৃষ্টি, উহার মাঝে বস্তুতন্ত্রের স্থান অনেক অধিক। আজ চরম বস্তুতান্ত্রিক সমাজগুলিই ধনে, মানে, বিজ্ঞানে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। আমরা বস্তুহীন, তাই ধনহীন। বস্তুর দিক দিয়া বিবেচনা করিলে পৃথিবীর সভ্য জাতিগুলির মধ্যে আমাদের স্থান অনেক নিম্নে; তাই বস্তুলাভের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে,

উন্নতিশীল জাতিগুলি কি ভাবে ধনে ও বিজ্ঞানে বড় হইয়াছে, সে দিকে নজর পড়িয়াছে। চরম বস্তুতান্ত্রিকতার পরিণামস্বরূপ পাশ্চাত্য সমাজে যে কত অশুভের সৃষ্টি হইয়াছে, সে দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইতেছে।

ফলে দেখিতে পাইতেছি, বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাত-মোহকর সৌন্দর্য্যের সহিত কুৎসিৎ দৃশ্যও ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এ বিষয়টা আমাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, যেন উন্নতির চেষ্টার গোড়ায়ই ভুল না হয়। আমরা বলিতে চাহি না যে, পাশ্চাত্য জগৎ যে পথে চলিতেছে, আমরা সে পথে যাইব না। বরং ইহাই আমাদের বক্তব্য যে, বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে অবশ্য উন্নতির পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। তবে আমাদিগকে বিশেষরূপে সাবধান হইতে হইবে যে, জড়-জগৎ ও বস্তুতন্ত্রের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য জাতি সমাজে যে গলদের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া আমরা যেন আমাদের সমাজে সেরূপ গলদের সৃষ্টি না করি। পাশ্চাত্য সমাজ-তত্ত্ব-বিশারদগণ নিজেদের সমাজের দোষগুলি সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। কেহ কেহ দোষগুলিকে অবশ্যম্ভাবী 'সভ্যতার খরচ' বা আনুসঙ্গিক অঙ্গ * রূপে ধরিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু অনেকে আবার বিবেচনা করেন যে, ঐ দোষগুলি প্রকৃত সমাজ-গঠন-বিজ্ঞান ও তন্নির্দ্ধারিত

* 'Costs of civilization.'

উপায় অবলম্বনের অভাবে ঘটিয়াছে, সুতরাং ঐগুলির নিরাকরণ এখনও সম্ভবপর। শেষোক্ত পণ্ডিতগণ বলেন, মানুষের সভ্যতা নিয়মের বশবর্ত্তী। মানুষ যতদিন উন্নতির নিয়ম অনুধাবন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে না পারিয়াছে, ততদিন উন্নতির গতি মন্দীভূত ছিল। বিগত ১০ হাজার বৎসরের মানব-সমাজ বিকাশের ভিতর দিয়া যে নিয়মটি বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা এই,—মানুষ উন্নতির জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া যখনই প্রকৃতভাবে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই সে উন্নতিলাভ করিয়াছে। মানব-সভ্যতা কৃত্রিম, উহা প্রাকৃতিক নহে। প্রকৃতির উপর উন্নতির ভার রাখিয়া দিলে সুদীর্ঘকাল নৈরাশ্যে কাটাইতে হয়। উন্নতির জন্য চাই, সদিচ্ছা, একাগ্রতা, যত্ন ও চেষ্টা; চাই উন্নতির গুহ্য নিয়ম নির্দ্দেশ ও একান্তমনে তদনুবর্ত্তিতা। চেষ্টা সুপথে চালিত হইলে ফল শুভ না হইয়া পারে না। আধুনিক সামাজিক জটিলতার মধ্যে চেষ্টাকে কোন্ পথে পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন, এ জন্য সদিচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় উন্নতির পরিবর্ত্তে বিষময় ফল লাভ হয়। কিন্তু নিরাশ হইলে চলিবে না। সামাজিক জটিলতার বৃদ্ধির সহিত সমাজ-গঠন-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। মানুষ বিজ্ঞান-সম্মত চেষ্টা দ্বারা সামাজিক গলদগুলিকে দূর করিয়া উন্নতির মধুময় ফল লাভ করিবার অধিকার রাখে, ভবিষ্যতের সমাজকে সে উন্নতির অনুকূল করিয়া, দোষমুক্ত রাখিয়া, গঠিত করিতে পারে।

আমাদেরও দেখিতে হইবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে

যাইয়া আমরা যেন উহার অমঙ্গলটাকে বরণ করিয়া না লই। আমাদের সমাজে দোষ খুবই আছে, আর নূতন আমদানী করিয়া বোঝা ভারী করিলে চলিবে না। উন্নতির অন্তরায় সামাজিক ত্রুটিগুলি দূর করিবার জন্য একদিকে যেরূপ আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে, অপর দিকে তেমনই বস্তুতান্ত্রিকতার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গলদ হইতে সমাজকে মুক্ত রাখিতে হইবে। পার্থিব লাভের আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া পরলোকের উপর বেশী আস্থা স্থাপন করিলে কিরূপ অধঃপতিত অবস্থায় পৃথিবীতে কাল কাটাইতে হয়, তাহা যেমন এক দিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই উক্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিকে পরম কাম্য স্থির করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া গেলে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক জীবনে যে কতদূর অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে হইবে। একদিকের উদাহরণ আমাদের সমাজ, অপর দিকের উদাহরণ পাশ্চাত্য সমাজ। বস্তুতন্ত্রের ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য-সমাজে যে ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে, এ প্রসঙ্গে আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। আজ বস্তুতন্ত্রের চরম বিকাশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে; সমাজ-শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যাধির প্রকোপ তথায় বেশী। তাই আজ মার্কিণ মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন। তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন, কি করিতে কি হইল! আরও যে কি ঘটিবে, কে জানে! নানা ব্যাধি আসিয়া জুটিয়াছে, যথাশাস্ত্র চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু কই, ফল ত দেখা যাইতেছে না। তবে

মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা

আমার সভ্যতাটা কি একটা বিরাট ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা মাত্র ? *

আমরা মার্কিণের এই সমস্যাটাই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইব।

---

* "We have created a vast machine which proves to be a Frankenstein which is devouring us. This monster has bound us to the wheel of labour, deceived us with the lure of wealth, degraded us to the base uses of materialism and levelled to the ground our standards of moral and spiritual idealism." John Haynes Holmes (Minister of the Community Church, New York.)

যুক্তরাষ্ট্রের ধন-দৌলৎ

(১)

যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ-সমস্যার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উহার আর্থিক উন্নতির একটু বিবরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সাধনা, অধ্যবসায়, স্বাধীনতা প্রভাবে মানুষ যে অতি সামান্য অবস্থা হইতে এক শতাব্দীর মধ্যে আর্থিক উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারে, তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির ইতিহাস পাঠে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অনেক। ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত সুসভ্য যুক্তরাষ্ট্রের এখন যে সকল নগরের রাজপথসমূহ সুরম্য সৌধরাজি দ্বারা সুশোভিত, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সেগুলির অধিকাংশই কতকগুলি ক্ষুদ্র বসতবাটীর সমষ্টি মাত্র ছিল। বাটীগুলিতে সৌন্দর্য্যরুচির পরিচয় ছিল না। ঘরগুলির বেশীভাগই কাঠে প্রস্তুত হইত। ঘরের জানালাগুলিতে চর্ব্বি-জমান একরকম কাগজ বসান হইত। ঘরের আসবাব পত্রের প্রায় সমস্তই গৃহস্থগণকে নিজ হাতে প্রস্তুত করিতে হইত। বাসনাদি দেখিতে সুন্দর ছিল না।

ধনীদিগের বাটীতেও বিলাসিতার উপকরণ বিশেষ কিছু ছিল না। শীতকালে ঘর গরম করিবার উপযোগী চুল্লীর ব্যবহার কম দেখা যাইত। যানবাহনাদির প্রচলনও খুব কম ছিল।

রাজপথগুলির অধিকাংশই অপ্রশস্ত ও কাঁচা ছিল। উহাতে

রাত্রিকালে আলো জ্বলিত না। নগরের শাসনপদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল না। নগরের শাসনকর্ত্তা মেয়রের উপরই বিচার বিভাগের ভার ছিল। রাত্রিতে চৌকীদারেরা লণ্ঠন জ্বালিয়া ও এক রকম ঝুনঝুনি বাজাইয়া পথে পথে পাহারা দিত। আইন অনুসারে নগরবাসীদিগকেও সময় সময় পথে পাহারা দিতে হইত। তাহাদের প্রত্যেককেই একটি করিয়া চামড়ার জলপাত্র রাখিতে হইত। কোন প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগিলে আইন অনুসারে উহা লইয়া আগুন নিবাইতে ছুটিতে হইত। পিপাসা নিবৃত্তির জন্য কূপোদক ব্যবহৃত হইত। রাজপথে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ীতে জ্বলন্ত অগ্নি লইতে দেওয়া হইত না। রাত্রি দশটার পর রাস্তায় বাহির হওয়া অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। নগরে নগরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। বালটিমোর ফিয়াডেলফিয়া এবং নিউ ইয়র্ক সহরে পীতজ্বর আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিল।

জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কমই ছিল। পাদ্রীগিরি ওকালতি ও ডাক্তারি—মাত্র এই তিনটি পেশা সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কর্ম্মের অভাবে লোকে সময়কে মূল্যবান বলিয়া মনে করিত না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে লোকের মনোযোগ ছিল না। কিরূপে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় তাহা লোকে বুঝিত না। স্বদেশের জন্য জনসাধারণের যে খুব একটা অনুরাগ ছিল তাহা নহে। দেশের কোথা কি হইতেছে তাহা জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসর সারা যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র

দুইশত সংবাদ-পত্রের প্রচলন ছিল। কোন সংবাদ-পত্রেরই গ্রাহকের সংখ্যা বেশী ছিল না। দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতের বা মালপত্র প্রেরণের বিস্তর অসুবিধা ছিল। আধুনিক পথঘাটের অস্তিত্ব ছিল না। মাল পাঠাইতে হইলে উচ্চ হারে মাশুল দিতে হইত। পিটস্‌বার্গ নগর হইতে ফিয়াডেলফিয়া নগরে এক টন মাল পাঠাইতে হইলে মাশুল দিতে হইত এক শত পঁচিশ ডলার বা প্রায় তিনশত পঁচাত্তর টাকা। কাগজে লিখিয়া উহার উপর ... ছড়াইয়া লেখা শুকাইতে হইত। চিঠির জন্য লেপাফার প্রচলন ছিল না। ডাক টিকিট ছিল না। রাস্তায় চিঠির বাক্স ছিল না, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক বিলি হইত না। একখানা চিঠি লিখিয়া উত্তর পাইতে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইত। বষ্টন সহর হইতে একখানা চিঠি ওয়াসিংটন সহরে পাঠাইতে ডাকমাশুল দিতে হইত পঁচিশ সেণ্ট বা প্রায় বার আনা। আজ সেই চিঠির মাশুল দিতে হয় মাত্র দুই সেণ্ট।

বড় বড় কল-কারখানা, যৌথ-প্রতিষ্ঠান, রেলপথ, বাষ্পযান, তারের খবর প্রভৃতি কাহাকে বলে লোকে জানিত না। কোন কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কোন পেশার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন হইত না।

মজুরদের মজুরী ছিল অতি সামান্য। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপকরণগুলি ছিল নিতান্ত সাদাসিধা। অনেক স্থানে বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে ক্রীতদাসেরাই মজুরের কাজ করিত।

উত্তর প্রদেশগুলিতে মজুরের সংখ্যা বেশী ছিল না। সুতরাং তথায় শ্বেতকায় স্ত্রী-পুরুষেরা মজুরের কাজ করিত। এই শ্বেতকায় মজুরদের অবস্থা যে সর্ব্বাংশে কৃষ্ণকায় ক্রীত-দাসদের অবস্থা অপেক্ষা ভাল ছিল তাহা নহে। উহাদের মধ্যে অনেকেই নবাগত য়ুরোপীয় মজুর ছিল। পাথেয় অভাবে উহাদের অনেকে কোন জাহাজের কাপ্তেনের নিকট তিন, পাঁচ বা সাত বৎসরের 'জন্য গোলামীর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া আমেরিকায় আসিত। কাপ্তেন অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তিকে তাহার শারীরিক পরিশ্রমের জন্য খাদ্য, পানীয়, পোষাক এবং কখন কখন ছয় মাসের জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইতেন। চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইবার কালে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কেহ কেহ দুইটি সম্পূর্ণ পোষাক লাভের অধিকারী হইত। তাহার নূতন পোষাকটি মুক্তি-বস্ত্র নামে অভিহিত হইত। জাহাজ অঙ্গীকারে আবদ্ধ মজুরদিগকে লইয়া কোন বন্দরে উপস্থিত হইলে উহাদের আগমন বার্ত্তা সহরে ঘোষণা করা হইত। যাহাদের মজুরের প্রয়োজন হইত তাঁহারা কাপ্তান হইতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তি-দিগকে তাহাদের প্রতিশ্রুত কালের জন্য কিনিয়া লইতেন। মজুরদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম ছিল। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিত তাহারা মাসিক চারি ডলার বা বার টাকা বেতন পাইত। শিল্পকর্ম্মে অনিপুণ মজুরেরা দৈনিক বার ঘণ্টা কাজ করিয়া মাত্র পনর সেণ্ট বা কিঞ্চিদধিক

সাত আনা রোজগার করিত; আজ ঐরূপ মজুরেরা ৮।৯ ঘণ্টা কাজ করিয়া ১০।১৫ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সাধারণ সৈনিকদের বেতন ছিল মাসিক তিন ডলার বা নয় টাকা। মজুরদের বাসস্থানগুলিতে স্বচ্ছন্দতার চিহ্ন ছিল না, তাহারা উত্তম আহার্য্য বস্তু ভোজন করিতে পাইত না। সঞ্চয় করিবার সুবিধা তাহাদের ছিল না। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় উহাদের অনেকেই ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িত। যাহাদের ধার মিলিত না তাহারা উপযুক্ত অন্নবস্ত্রের অভাবে পীড়িত হইয়া পড়িত। অনেকে ঋণ শোধে অসমর্থ হইয়া কারাগারে দণ্ডিত হইত।

সমাজ-হিতৈষিতার ভাব তখন পর্য্যন্ত দেশে পরিস্ফুট হয় নাই। অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। দুঃস্থ ও পীড়িত লোকদের রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। সমাজে সহানুভূতি, পরোপকারিতা বা ত্যাগের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ লক্ষিত হইত।

অপরাধীদের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা বড় সহজ ছিল না। বহুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। বেতমারা, দণ্ডকাষ্ঠের ছিদ্রের ভিতর দিয়া মস্তক ও বাহুদ্বয় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, জ্বলন্ত লৌহদ্বারা শরীরের চর্ম্ম দগ্ধ করা এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রের ব্যবহার তৎকালীন মার্কিণ সমাজে প্রচলিত ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত চিত্র হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থা মোটামুটি বুঝা যায়। কিন্তু এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

এক শতাব্দীর মধ্যে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে সম্বন্ধচ্যুতি যে অবস্থা পরিবর্ত্তনের মূল কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যান্য কারণও বর্ত্তমান ছিল। স্বাধীনতা লাভমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির সকল বাধা দূর হইয়া যায় নাই, বরং পুঞ্জীকৃত বিপদ আসিয়া তরুণ জাতিকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল। ১৭৮৩ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃসময়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইতিহাস লেখক জন্ ফিস্ক ঐ সময়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"চরম দুঃসময়ের মাত্র আরম্ভ হইল। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধির পরবর্ত্তী পাঁচটি বৎসরকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাসের মাঝে অতীব সঙ্কটাপন্ন সময় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আমরা যে বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম তাহা আমাদের ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের বিপদ-রাশি হইতে অধিকতর ভয়াবহ ছিল। শেষোক্ত বিপদের সময় সম্মিলিত রাষ্ট্রের ভাব লোকের প্রাণে এমনি প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, হাজার হাজার লোক সানন্দে ও সগৌরবে প্রাণ বির্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত রাষ্ট্রের ভাব ও আদর্শ তৎকালীন সমাজে জাগিয়া উঠে নাই।" জাতীয়তার পরিবর্ত্তে বিদ্রোহের ভাব স্থানে স্থানে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে 'সে'র বিদ্রোহ একটি উদাহরণ।

বিভিন্ন ষ্টেটের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগুলির কোন কাজে সাহস ছিল

না, ব্যবস্থাপক সভা এবং ধর্ম্মাধিকরণগুলির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। দেশের আর্থিক অবস্থাও এ সময়ে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জাতীয় সরকারকে এত অধিক পরিমাণে কাগজের মুদ্রা দেশে প্রচলন করিতে হইয়াছিল যে, তাহার ফলে জিনিষপত্রের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণকে দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, এবং যুদ্ধের ব্যয়ও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ষ্টেট সরকারগুলিও কাগজের মুদ্রা প্রচলনে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। সুতরাং দেশের সমগ্র আর্থিক অবস্থা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এতই অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, দেশব্যাপী দারুণ হাহাকার উঠিয়াছিল।

কোন পারিব্রাজক এই সময়কার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা এই—

"যুদ্ধ শেষে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পথঘাট জনহীন, কেবল মাঝে মাঝে রাস্তার কোণে কতকগুলি বেকার লোক অলসভাবে এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘর-বাড়ীগুলি খসিয়া পড়িতেছে, দোকানগুলিতে দু'চার ঝুড়ি আপেল ফল বা স্বল্প মূল্যের কিছু কিছু মোটা জিনিষ ছাড়া অন্য পণ্য দ্রব্য নাই। বিচারালয়ের সম্মুখস্থ উদ্যান ভূমিতে বড় বড় ঘাস গজাইতেছে। ঘরের জানালার পরদাগুলি শতচ্ছিন্ন, ক্লেশের তাড়নায় স্ত্রীলোকদের মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ও স্ফূর্ত্তিহীন দুর্ব্বল বালক-বালিকাদের পরিধান-বস্ত্র শতগ্রন্থিযুক্ত।"

নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইয়াঙ্কি সমাজে সেই সময়ে গৃহবিবাদ

সংঘটিত হইয়াছিল। ষ্টেট-গভর্ণমেণ্টসমূহ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের স্বার্থ অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন এবং কখন কখন জানিয়া শুনিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে আইন জারী করিতে লাগিলেন। এ দিকে হয় ত পেনসিলভেনিয়ার সরকার বিদেশী মালের উপর শুল্ক স্থাপন করিলেন, অপর দিকে নিউ জার্সির সরকার বিদেশী মালের উপর কর ধার্য্য করিলেন না কিম্বা স্বেচ্ছায় কর উঠাইয়া লইলেন। এইরূপে ষ্টেটগুলির মধ্যে ঈর্ষাও শত্রুতার ভাব প্রকাশ পাইয়া জাতীয় উন্নতির প্রতিকূলে কাজ করিতেছিল।

এরূপ অবস্থায় পড়িয়া জাতীয় সরকার নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান কাজ হইল, দেশকে জাতীয় ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলা এবং উন্নতির প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে দূরীভূত করিয়া অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। দেশের কর্ত্তৃপক্ষ উন্নতি সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া কাজ আরম্ভ করিলে প্রতিকূল অবস্থাগুলি বেশীদিন বজায় থাকিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে বিপদরাশি নবীন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেল। দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ স্বচ্ছল হইয়া আসিল। বিভিন্ন শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে ঈর্ষার লাঘব হইয়া একতা ও জাতীয়তার সৃষ্টি হইল। স্বাধীনতা লাভের ফল উপভোগের জন্য দেশ লোলুপ হইল। চতুর্দ্দিকে উন্নতির সাড়া পড়িয়া গেল, ছোটখাট অনেক শিল্প কারখানার উদ্ভব হইল। অর্থাগমের নূতন নূতন উপায়ের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বনাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে নগর ও প্রদেশের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ধন-দৌলৎ

মিসিসিপি নদীর কূলভূমিতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পর পাঁচ বৎসরে পাঁচটি প্রদেশের সৃষ্টি হইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আটলাণ্টিক উপকূলবর্ত্তী পূর্ব্ব প্রদেশগুলিতে বহু রাস্তা প্রস্তুত হইল। প্রদেশগুলির মধ্যস্থ ব্যবধান দূর হইল। নদী ও হ্রদবক্ষে বাষ্প-চালিত জাহাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। এক স্থান হইতে অপর স্থানে মাল পাঠাইবার ভাড়া কমিয়া গেল। আর্থিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইল। ব্যবসায়ীদের অর্থলিপ্সা উদ্দামভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহাদের ব্যবসায়ক্ষেত্র দিগন্তপ্রসারিত হইতে চলিল। পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য বহু ব্যবসায়ী আসিয়া জুটিলেন। নবীন ইয়াঙ্কি সমাজ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া দ্রুত আর্থিক উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বপ্রথম দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়া বাজারে দেখা দিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নানাপ্রকার তীক্ষ্ণধার হাতিয়ার কারখানায় প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম লিথোগ্রাফের প্রচলন হইল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কাঠ রেন্দা করিবার কল প্রস্তুত হইল এবং খড়কুটা হইতে কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ভাবিত হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লৌহকে কলাই করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক সহরের পথে সর্ব্বপ্রথম অগ্নিবাস শকট দেখা দিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ক্লোরোফরম প্রস্তুত হইল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সহরের পথে ট্রামগাড়ী চলিতে লাগিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কারখানায় রিভলভার প্রস্তুত হইল; মার্কিণ জাহাজ ১৫ দিনে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইতে লাগিল এবং দেশে

ভারতীয় রবারের প্রচলন হইল। এই সময়ে রেলগাড়ীর জন্য রাস্তা নির্ম্মিত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ড্রিলযন্ত্র প্রস্তুত হইল, অশ্বচালিত যন্ত্রে শস্য কর্ত্তিত ও সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হইল। এইরূপে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসার এবং কল-কারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া মার্কিণ সমাজ দিনের দিন উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল।

(২)

এক শতাব্দীর অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বাস্তব জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ১৯২২ অব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ধনের পরিমাণ ৩২ হাজার ৮০ কোটি ডলার বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছিল। ঐ ধন যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইলে প্রত্যেক লোক ২ হাজার ৯ শত ডলার করিয়া প্রাপ্ত হইত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ধনের পরিমাণ ছিল কিঞ্চিদধিক ৭ শত সাড়ে তের কোটি ডলার, এবং মাথাপ্রতি ধনের পরিমাণ ছিল কিঞ্চিদধিক ৩০৭ ডলার। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিগত ৭২ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩১ হাজার ৩ শত ৬৬ কোটি ডলার ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ প্রতি বৎসর গড়ে ৪ শত ৩৫ কোটি ডলারের অধিক ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে মাথাপ্রতি ধন ২ হাজার ৬

শত ১০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ ক্রমাগত প্রতি বৎসর গড়ে ৩৬ ডলারের অধিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৯২৮-২৯ অব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ধন এবং মাথা প্রতি ধনের পরিমাণ ১৯২২ অব্দের ধন অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯২২ অব্দে প্রায় ৬৮ লক্ষ যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মোট আয় হইয়াছিল প্রায় ২ হাজার ১ শত ৩৪ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার লোকের বার্ষিক আয় ছিল ৫ হাজার হইতে ১০ লক্ষ ডলারের মধ্যে। যাহারা ঐ সালে ১০ লক্ষ ডলারের অধিক আয় করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা ছিল ৬৭। প্রায় ৬৮ লক্ষ উপার্জ্জনশীল লোকের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ লোকের আয় ১ হাজার ডলারের কম ছিল।

১৯২৩ অব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সেভিংস ব্যাঙ্কগুলিতে প্রায় ৭ শত ৯০ কোটি ডলার আমানত জমা ছিল। ১৯০০ অব্দে ঐ জমার পরিমাণ ছিল মাত্র ২ শত ৩৯ কোটি ডলার। মাত্র ২৩ বৎসরে আমানত জমার পরিমাণ ৩ গুণেরও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৯২২ অব্দে বিল্ডিং ও লোন কোম্পানীগুলির সম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছিল ৩ শত ৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ ডলারের উপর। ১৯০০ অব্দে ঐ সম্পত্তির পরিমাণ ছিল মাত্র ৬১ কোটি ৪১ লক্ষ ডলার।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এবং উহার অব্যবহিত পরে যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা পৃথিবীর প্রায় ২০টা দেশকে ঋণ দান করিয়াছিলেন। ১৯২৩ অব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ হাজার ৫৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯ হাজার ৩ শত ৪০ ডলার। উক্ত

তারিখে ঐ ঋণের বকেয়া সুদ হইয়াছিল ১২২ কোটি ১৫ লক্ষ ৯ শত ৪ ডলার। গ্রেটবিটেন একাই ৪ শত ৬০ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রান্সের ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৩৪ কোটি ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৩ শত ৭৭ ডলার। ১৯২৭ অব্দের শেষ ভাগে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ শতাধিক কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণে ও ব্যবসায়ে খাটিতেছিল।

১৯২০ অব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যের (আমদানী ও রপ্তানী একুনে) পণ্যের মূল্য ছিল ১ হাজার ৩ শত ৫০ কোটি ডলার।

মার্কিণ ধনী কেবল মাত্র সঞ্চয় বিষয়েই জগতে শীর্ষস্থানীয় নহেন, তাঁহার বদান্যতাও অসাধারণ। মার্কিণ ধনীদের বদান্যতার ফলে কেবল মাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নহে, পৃথিবীর বহু দেশের বহু প্রতিষ্ঠান উপকৃত হইতেছে। জন ডি, রকিফেলার এক জীবনে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি ৮০ কোটি ডলারের (২৪০ কোটি টাকার) অধিক স্বদেশের ও বিদেশের কল্যাণে দান করিয়াছেন। মানব জাতির ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত অপর কোন ব্যক্তি এত অধিক দান করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হয় নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের অতুল ধন-সম্পদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের আর্থিক উন্নতি লাভের সুযোগও অসাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্ধন ফোর্ড মাত্র ২৫ বৎসরে পৃথিবীর অদ্বিতীয় ধনশালী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য সাধারণতঃ ৪ হাজার মিলিয়ন ডলার বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। এই বিপুল অর্থ

আমাদের ধারণার অতীত। উহা স্বয়ং ফোর্ডের ধারণার অতীত কিনা তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ফোর্ড কখনও স্বচক্ষে তাঁহার অতুল ধনরাশি এক সঙ্গে নিরীক্ষণ করেন নাই।

একটা ঘুষির খেলায় (Boxing) যুক্তরাষ্ট্রে কখন কখন ২৫ লক্ষ ডলারের (৭৫ লক্ষ টাকা) টিকেট বিক্রয় হয়। যুক্তরাষ্ট্র-বাসীরা প্রতি বৎসর বিদেশ ভ্রমণে প্রায় বিশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

১৯২৮ অব্দে সমগ্র পৃথিবীর ২ কোটি ৫০ লক্ষ মোটর গাড়ীর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ২ কোটি ২০ লক্ষ মোটরগাড়ী ব্যবহৃত হইতেছিল।

পৃথিবীর যাবতীয় টেলিফোন ও রেডিও সেটগুলির শতকরা ৬৫ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র বেল টেলিফোন কোম্পানীই ঐ দেশে ২ কোটি ৮০ লক্ষ মাইলের অধিক টেলি-ফোনের তার ব্যবহার করিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তহবিলে বাৎসরিক খরচের জন্য যত রাজস্ব সংগৃহীত হইত তাহা হইতে প্রতি বৎসর বহু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত। ১৯২৭ অব্দে ৬৩৫ মিলিয়ন ডলার (১৯০ কোটি টাকার উপর) উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র উদ্বৃত্ত ধনের (Social surplus) পরিমাণ হইয়াছিল ১০ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই অর্থ করদাতাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া

হউক এবং কর হ্রাস করা হউক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা ঐ ধনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

তাঁহারা বলিয়াছিলেন :—

Ten billions to this country are not much more important than one of those dimes that John D. Rockefeller gives away. অর্থাৎ জন ডি রকিফেলার এক ডলারের দশমাংশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যেরূপ অক্লেশে উহা দান করেন, যুক্তরাষ্ট্রবাসীরাও তদ্রূপ ১০ বিলিয়ন ডলারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।*

উল্লিখিত বিবরণ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের অতুল ধনদৌলতের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না, মাত্র আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

আজ ধন-দেবতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সুপ্রসন্ন। কিন্তু ধন-দেবতার প্রসাদ লাভের জন্য তাহার যূপকাষ্ঠে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সমাজ-মঙ্গল কতদূর বলি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, আমরা তৎসম্বন্ধে ক্রমশঃ আভাস পাইতে চেষ্টা করিব।

* যুক্তরাষ্ট্রে ডলারের দশমাংশকে ডাইম বলে। উহা দেখিতে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র রূপার সিকির মত। রকিফেলার এক দিকে যেমন কোটি কোটি টাকা দান করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই তিনি মাঝে মাঝে ডাইম দান করিয়া থাকেন। এই প্রকার ডাইম যুক্তরাষ্ট্রে Rockefeller's dime নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যৌবন-সমস্যা

শিকাগো সহরে যুবক-যুবতীরা সাধারণতঃ কি ভাবে নৈশ জীবন অতিবাহিত করে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য শিকাগো ও কুক্‌কাউন্টির সম্মিলিত মহিলা সমিতির সভ্যা মিসেস ফিলিপ সোয়ার্জ্জ এবং মিস জে, সি, বিনফোর্ড প্রায় ছয় মাস কাল গোপনে অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী 'হেরাল্ড এণ্ড এক্সামিনার' পত্রিকায় যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—

উচ্চ বিদ্যালয়ের যুবতী ছাত্রীরা সারারাত্রি অপরিচিত যুবকদের সহিত নৃত্য করে। অধিক বয়স্ক যুবতীদের ত কথাই নাই, এমন কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকারা পর্য্যন্ত বাজি রাখিয়া মদ্যপান করে; নাচের ঘরে কলেজের ছাত্ররা যুবতী সঙ্গিনী অধিকারের জন্য দস্যু তস্করাদির সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। যুবতীরা এমনভাবে মুখমণ্ডল চিত্রিত করে যে, দেখিয়া না হাসিয়া পারা যায় না। অন্যান্য যুবক অপেক্ষা কলেজের ছাত্রকে নাচের সাথীরূপে পাইবার জন্য যুবতীদের আকাঙ্ক্ষা বেশী। যুবক-যুবতীরা নাচিবার সময় শ্লীলতার ধার ধারে না, নাচঘরের নিয়ম (যাহা নামে মাত্র) পালন করে না এবং মদ্যপান যে দেশের আইনের বিরুদ্ধ, তাহা মনে করে না। প্রমত্ত যুবক-যুবতীরা অবাধ প্রেমের পথকে কিরূপে নিষ্কণ্টক করিতে পারা যায়, কি করিয়া বিবাহ-বন্ধন সহজে ছিন্ন

করিতে পারা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্র অবস্থান করিয়া পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যে একান্ত আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে। সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীরা অধঃ-পতিত যুবক-যুবতীদের সহিত নাচিতে সঙ্কুচিত হয় না। মিসেস সোয়ার্জ্জ উপসংহারে বলেন, কর্ত্তৃপক্ষ নাচঘরগুলিকে শাসিত না করিলে শিকাগো সহরের মঙ্গল নাই।

আমেরিকার সুবিখ্যাত বিদুষী ও সমাজহিতৈষিণী শ্রীমতী জেন, আডামস্ তাঁহার একখানি গ্রন্থে উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীদের আলো-চনা করিতে যাইয়া একস্থলে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই—

বড় বড় নাচের ঘর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শত শত যুবক-যুবতী ইহাদের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। উহারা পথের কোন দৃশ্যের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না, লক্ষ্য কেবল নাচঘরের দিকে। নৃত্যের স্থান দড়ি দিয়া ঘেরা। যাহারা পয়সা খরচ করে, কেবল তাহারাই ভিতরে যাইবার অধিকারী। পাঁচ মিনিটকাল নৃত্যামোদের জন্য পাঁচ সেণ্ট করিয়া খরচ করিতে হয়। যাহাদের খরচ করিবার সামর্থ্য আছে তাহারা ভিতরে ঢুকিয়া যায়, যাহাদের পয়সা নাই, তাহারা সীমার বাহিরে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নাচ-ঘরের পানে চাহিয়া থাকে।

অনেক নাচের ঘরে ইচ্ছা পূর্ব্বক অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কোন কোন নৃত্যে প্রমত্ত যুবক-যুবতী অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের অঙ্গে ভর করিয়া এত মন্থর গতিতে অগ্রসর হয় যে, তাহারা

নড়িতেছে বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল নৃত্যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দ্বারাই উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর আমোদ ও সুখ-স্বপ্নের চরিতার্থতা হইয়া থাকে। সুতরাং সহরের স্থানে স্থানে এমন অনেক অলস যুবক-যুবতীদের দল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের সংযমের শক্তি অশ্লীল চিন্তাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছে।†

শ্রীমতী আডাম্‌সের মতে নগর যুবক-যুবতীদের অধঃপতনের জন্য দায়ী। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হাজার হাজার যুবক-যুবতী সহরে বিগড়াইয়া যাইতেছে ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছে, অথচ সহরের কর্তৃপক্ষ এ দিকে দৃকপাতও করিতেছে না, ইহা কি অতীব বিস্ময়ের বিষয় নহে? *

এখন, এই চির-নৃত্যাকাঙ্ক্ষিণী, আপ্রভাত-নিশা-বিহারিণী, দিবা-নিদ্রাগত-প্রাণা যুবতীদিগের বিলাসিতা ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পাঠক কিছু জানিতে চাহেন কি? মার্কিণ নারী-সমাজের যে অংশ কিছুকাল যাবৎ ফ্ল্যাপার নামে অভিহিত হইতেছে, তন্মধ্যে প্রাগুক্ত যুবতীদের

† The Spirit of Youth and the City Street
পৃঃ, ৭—১১।

* "Is it not astounding that a city allows thousands of its youth to fill their impressionable minds with these absurdities which certainly will become the foundation for their working moral codes and the data from which they will judge the properties of life?"

সংখ্যাই অধিক। ইহারা বিলাসিনী ও বিচিত্র পরিচ্ছদ ধারিণী। ইহাদের বেশভূষা ও হাবভাবের পরিবর্ত্তন নিত্যই ঘটিতেছে। লেখকের স্মরণ হইতেছে, শিকাগো সহরের কোন দৈনিক সংবাদ-পত্রের প্রদর্শনী-প্রকোষ্ঠে জনৈক ব্যঙ্গ-চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি ছবি প্রদর্শিত হইতেছিল। ছবিখানার ভাব ছিল এই,—মার্কিণ নারীর বহিরাবরণ স্কার্ট যেরূপ দ্রুত ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে উহার ঔর্দ্ধদৈহিক গতি লাভের বড় বেশী বিলম্ব নাই। যাহা হউক, আধুনিক ফ্ল্যাপার ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বেকার ফ্ল্যাপার হইতে কতকটা তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের 'জুনিয়র লিগ ম্যাগাজিন' কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্যঙ্গচ্ছলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফ্ল্যাপারের সহিত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফ্ল্যাপারের তুলনা করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ভাব এই—

ফ্ল্যাপার তৈয়ারী করিতে হইলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি লইয়া একত্রে মিশাইতে হইবে :—নগ্ন হাটু ২ খানা ; গুটানো মোজা ২ ; পাদুকাবরণ ২ ; কটাক্ষ-ভ্রূ ২, খাটো স্কার্ট ১, ওষ্ঠরঞ্জন কাঠি ১, মুখমণ্ডলে পাউডার লাগাইবার সরঞ্জাম ১, বাবরী-কাটা চুল ১০০০ ; সিগারেট ৩২, ধুরন্ধর যুবক-বন্ধু ১। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমানের বিলাসিনীর সম্পূর্ণ উপাদান নাই। আজিকার বিলাসিনী যুবতীকে পাইতে হইলে, আরও কিছু করিতে হইবে। তাহা এই,—উপরি উক্ত মিশ্রিত পদার্থটাকে উত্তপ্ত উনানে দুই কি তিন বৎসর পর্য্যন্ত সেকিতে হইবে, তাহাতে পাওয়া যাইবে "হট-বেবি" (hot baby.)। এই শেষোক্ত পদার্থটাকে এক বৎসর কাল ঠাণ্ডা

করিয়া লইলেই 'নবীনা রঙ্গিণী' প্রস্তুত হইবে। ইহাতে কি কি উপাদান থাকিবে ?

"Two bare knees, 2 thinner stockings, 1 shorter skirt, 1000 shorter hairs, 2 lip sticks, 3 powder puffs, 132 cigarettes and 3 'boy friends' and last but not the least an expression of utter boredom." অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিলাসিনীরা আজ কাল হাটু দুখানা অনাবৃত রাখিয়া চলাফেরা করে। তাহাদের মোজা দুটি পূর্ব্বাপেক্ষা পাতলা। পরিধানের স্কার্ট পূর্ব্বাপেক্ষা খাটো হইয়া হাটুর উপর উঠিয়াছে। চুল আরও বেশী ছাটিয়া খাটো করা হইয়াছে। এখন তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ওষ্ঠ রঞ্জিত করে, মুখমণ্ডলে পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ বেশী পাউডার ঘসে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক শত সিগারেট বেশী সঙ্গে রাখে এবং একটির স্থলে তিনটি নৃত্যা-মোদপ্রিয় বন্ধু লইয়া বেড়ায়। কথাগুলি ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিত হইলেও খাঁটি।

আমেরিকার বড় বড় সহরে বিলাসিতা-বহ্নির প্রাণোন্মাদিনী শক্তি এতই অধিক যে, ছোট খাটো সহর হইতে যুবতীরা পতঙ্গের ন্যায় এই বহ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য ছুটিয়া আসে। ইহাদের অনেকের সঙ্গেই অর্থ থাকে না, থাকিলেও শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে অনেকেই ক্রমশঃ অধঃ-পতনের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ পথিক সাহায্য সমিতির সহায়তায় রক্ষা পায়। শিকাগো সহরের

পথিক সাহায্য সমিতির কার্য্য-পরিচালিকা মিস ম্যাক্‌মাষ্টার বলেন, যুবতীদের অধিকাংশই বাড়ী হইতে পলাইয়া আসে। উহাদের অনেকেই সম্ভ্রান্ত পরিবারসম্ভূতা, নেতৃস্থানীয় লোকের সন্তান। কিন্তু সকলেই ক্ষুদ্র সহরের একঘেয়ে জীবনে অসন্তুষ্ট। পলাতকা যুবতীদের মধ্যে বিবাহিতার সংখ্যাও অল্প নহে। পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, বহুদিন ঘরকন্না করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। *

মার্কিণ যুবক-যুবতীদের অনেকে নৃত্যামোদকেই জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নাচিয়া ইহারা কখনও ক্লান্ত হয় বলিয়া বোধ হয় না। অবিবাহিত যুবক এবং অবিবাহিতা যুবতীদের প্রায় প্রত্যেকেরই এক বা ততোধিক সঙ্গিনী বা সঙ্গী থাকে। যুবকেরা সঙ্গিনীকে বালিকা এবং যুবতীরা সঙ্গীকে বালক বলিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে 'বালক-বালিকার' অর্থের সঙ্গে বয়সের কোন সম্পর্ক নাই। প্রেম-প্রার্থিনী বৃদ্ধা তাহার ভালবাসার বৃদ্ধ পাত্রকেও 'বালক' বলে, বৃদ্ধও তাহার ভালবাসার পাত্রীকে 'বালিকা' নামে অভিহিত করে। অনেক যুবতী তাহার 'বালকের' সংখ্যাবৃদ্ধিকে গৌরবের বিষয় মনে করে; কিন্তু এই সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাপারটা যাহাতে তাহার কোন 'বালক'

* "Most of them are runaways. Many are from good families—the mainstays of their communities—but all are dissatisfied with the monotony of small-town exitsence."

জানিতে না পারে, এ বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্ক থাকে। যুবতী তাহার প্রত্যেক বালককেই বুঝাইয়া দেয় যে, সে একমাত্র তাহারই প্রেম-প্রার্থিনী। তাহাকে প্রত্যেক বালকেরই মন যোগাইতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাকে অনেক সময় বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। 'বালকদিগের' মন যোগাইয়া যোগাইয়া তাহার আর অবসর থাকে না। কিন্তু তবু তাহার ক্লান্তি নাই। রাত্রির পর রাত্রি সে কোন না কোন বালক বন্ধুর সহিত নাচিয়া যাইতেছে। শনিবার অপরাহ্ন হইতে রাত্রি-ভোর পর্য্যন্ত তাহার সপ্তাহ-শেষ মহোৎসবের পালা। এই সময়টায় তাহাকে অনেক প্রেমিককেই সঙ্গদান করিতে হয়। একই শরীরে এতগুলি 'বালকের' সঙ্গে বিভিন্নভাবে অভিনয় করায় কিছু বাহাদুরী আছে। আধুনিক যুবতীর পক্ষে ইহা কিছুই নহে। যে সামাজিক আবহাওয়ায় তাহার জন্ম ও বৃদ্ধি, তাহাতে সে বিভিন্ন যুবককে বিভিন্ন ভাবে মজাইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে যুবতীর লাভ একমাত্র ইন্দ্রিয় লালসার পরিতৃপ্তি নহে, অর্থের দিক দিয়াও তাহার বেশ সুবিধা হয়। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে সে কাহাকেও সঙ্গদান করে না। এরূপ যুবতীর প্রেম-বিতরণজাত অর্থলাভই জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়, সুতরাং সে তাহার পেশার রক্ষণ ও প্রসারের জন্য গোপনে যথাসম্ভব চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রেমদাত্রী যুবতীদের সকলেই সমান চতুরা নহে। কোন কোন যুবতীর অবাধ প্রেম-লীলার বিষয় প্রেমপ্রার্থী বন্ধুমহলে প্রকাশ পাইয়া যায়। তখন কোন কোন বন্ধুর সহিত বা সকল বন্ধুর সহিত তাহার বিচ্ছেদ

ঘটে। যুবতী আবার নবীন উদ্যমে নূতন বন্ধুর অন্বেষণে বহির্গত হয়। এ সময় তাহাকে পরিচ্ছদের পারিপাট্য সাধন করিতে হয়, ওষ্ঠাধরে বহু পরিমাণ 'রুজ' লাগাইতে হয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাউডার দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিতে হয়। পুরাতন বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদকালে কখন কখন যে লোমহর্ষণ নাট্যের অভিনয় না হয়, এরূপ নহে।

একদা শিকাগোর সংবাদপত্রগুলিতে কোন এক যুবতী কর্ত্তৃক একটি যুবকের হত্যার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। যুবকটি যুবতীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাহার প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছিল। যুবতী ইহাতে ক্রুদ্ধা হয় এবং একদিন বিভলভার সমভিব্যহারে যুবকটির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করে। যুবক উত্তর করে, আমি তোমার সহিত আর সম্বন্ধ রাখিব না। যুবতী অমনি যুবকটিকে গুলি করে। এরূপ হত্যাকাণ্ড আমেরিকায় বিরল নহে এবং বিচারে যুবতী নরহন্ত্রীর মুক্তি-লাভ (বিশেষতঃ নরহন্ত্রী সুন্দরী হইলে) একেবারেই অপ্রত্যাশিত নহে। এ সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। যাহা হউক, অবাধ প্রেম-লীলা, ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ ও অতিরিক্ত ধূম ও মদ্যপান বা কোকেন সেবন প্রভৃতি কারণে যুবতীদের অনেকের শরীরই কিছুকাল পরে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন যুবক বন্ধুরা তাহাদের কাছে ঘেসে না ; অর্থাভাবে ও নানাপ্রকার ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হয়। অবশেষে তাহারা সরকার-স্থাপিত হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই

কথাগুলি লিখিবার সময় লেখকের চোখের সম্মুখে অধঃপতিত মার্কিণ যুবতীদের হাসপাতালে চিকিৎসার একখানা ছবি রহিয়াছে। ছবিখানার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "The Price of Folly" অর্থাৎ খেয়ালের মূল্য বা পরিণাম; ছোট অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "Picture of sanitorium with patients given as a warning to the 'flaming youth' of to-day. Too much 'high life' may mean a break down, is warning." চিত্রটী বাস্তব দৃশ্যের প্রতিকৃতি।

অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের ফলে অনেক যুবতী নারীর রুচি এমন বিগড়াইয়া যায় যে, অনেক সময়ে উহাদের কাণ্ডাকাণ্ড বোধ থাকে না। চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি কার্য্য যে উহাদের অসাধ্য নহে, তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে। লোকের সহিত সাধারণ ব্যবহারে উহারা কিরূপ গহিত রুচির পরিচয় দেয়, তৎসম্বন্ধে এই স্থলে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

কুমারী মিলড্রেড মরগ্যান মধুমক্ষিকার মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আহরণ করিতে করিতে নিউইয়র্ক সহর হইতে শিকাগো সহরে আসিয়া হাজির। যুবতী দ্বাবিংশ বর্ষীয়া, সুতরাং উৎসাহ ও উদ্যমের একটুও ত্রুটি নাই। নাট্‌ হল্যাণ্ডার একদিন তাহার ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ী চালাইয়া যুবতীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। যুবতী মোটর-চালককে ডাকিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মোটর-চালক যুবতীর আদেশ মত গাড়ী চালাইতে লাগিল; কিছুকাল পরে কুমারী গাড়ী থামাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। মোটর

চালক হল্যাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিল, "ভাড়া?" কুমারী মরগ্যান অমনই দুই হাতে মোটর-চালকের গলা জড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিলে হল্যাণ্ডার জোর করিয়া নিজের মুখ সরাইয়া কহিল,"সুন্দরী, আগে ভাড়াটি দাও, তারপর একটি না হয় দশটি চুমো খাইও, আপত্তি করিব না। এই দেখ আট ডলার ভাড়া হইয়াছে, গাড়ীর মালিককে এই আট ডলার দিতেই হইবে। আমি ত তোমার মত মালিকের মুখে একটি চুমো খাইয়া বলিতে পারিব না, হে মালিক, তোমার পাওনা শোধ হইয়া গেল!" কুমারী মরগ্যান কহিল, "আহাম্মক! নিউইয়র্ক সহরে ত আমরা এইরূপেই......।" হল্যাণ্ডার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "তুমি নিউইয়র্কের কথা কহিতেছ, কিন্তু আমরা এই শিকাগো সহরে অনেক দেখিয়াছি;—আচ্ছা।" এই বলিয়া মোটর-চালক পার্শ্বগামী ডিটেক্‌টিভ বিভাগের গাড়ীখানাকে ডাকিল। গাড়ী থামিলে পর সুপুরুষ ডিটেক্‌টিভ নিক্ রিডি উহা হইতে দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু রিডি তাহার বাঁশী বাজাইয়া অথবা হস্তসঙ্কেত দ্বারা পুলিসকে নিকটে আসিবার জন্য আহ্বান করিবার পূর্ব্বেই কুমারী মরগ্যান জোর করিয়া তাঁহার মুখে চুমো খাইল। সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দিয়া তাহার মুখে চুমো খাওয়ার অপরাধে কুমারীকে গ্রেপ্তার করা হইল। কিছুকাল হাজতে রাখার পর উহাকে আদালতে জজের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। প্রহরীরা দেখিল, কুমারী বড়ই সতৃষ্ণ নয়নে বিচারকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। কি জানি, আদালতে আবার কি একটা অঘটন ঘটে, এই আশঙ্কায় প্রহরীরা কুমারীর অতি

নিকটেই রহিল। বিচারক সকল ব্যাপার অবগত হইয়া কুমারী মরগ্যানকে বলিলেন, "যাহা করিবার তাহা করিয়াছ, এখন গাড়ী ভাড়াটা দাও দেখি।" কুমারী আট ডলার আদালতে দাখিল করিল—বিচারক কহিলেন, "খালাস।"

মোটর-চালক আদালত হইতে বাহির হইবার সময় কোন প্রহরীকে বলিয়া গেল, যখনই হউক, কুমারী মরগ্যান জজের মুখে একটী চুমো না বসাইয়া নিউইয়র্কে ফিরিবে না। *

এই ত গেল মার্কিণ নারী-চরিত্রের এক অংশের খবর। এবম্বিধ নারী-রত্ন মার্কিণ সভ্যতার সৃষ্টি, ইহার উপমা য়ুরোপে এখনও বড় একটা দেখা যায় না। চুম্বন সম্মতিসূচক হইলে পাশ্চাত্য জগতে উহা বিশেষ দূষণীয় বিবেচিত হয় না। কিন্তু জোর জবরদস্তি করিয়া চুমো খাওয়া এখন পর্য্যন্ত সকল স্থানেই অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়, হয় ত ভবিষ্যতেও হইবে; কেন না, উহা চৌর্য্য-দস্যুতারই নামান্তর। অধঃপতিতা নারীর মত হীন-চরিত্র পুরুষও জোর করিয়া চুমো খায়, মাঝে মাঝে এরূপ দেখা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ষ্টান্‌লি রোগাস উনবিংশ বর্ষীয় যুবক, চৌর্য্য-বৃত্তি তাহার উপজীবিকা। তাহার নিজের স্বীকার-উক্তিতে প্রকাশ যে, এ পর্য্যন্ত সে বিশটি ডাকাতি ও দেড়শত বাড়ীতে চুরি করিয়াছে। কিন্তু ষ্টান্‌লির চৌর্য্য-দস্যুতার এই একটা বিশেষত্ব ছিল যে, কোন যুবতী স্ত্রীলোককে অগ্রে প্রীতি-চুম্বন দান না করিয়া

---

* হেরাল্ড এণ্ড এক্সামিনার, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৭।

সে তাহার জিনিষ স্পর্শ করিত না। যুবতী নারীর প্রতি তাহার অগাধ প্রীতির পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্তে শিকাগোর উত্তরাংশের ভদ্রমহিলা সমাজ ও পুলিশ কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধৃত হওয়ার পর ষ্টান্‌লি বলিল, "আমাকে মিছা মিছি ধরা হইয়াছে।" অর্থাৎ, আমার অপরাধ নাই। "যে সব নারীর বয়স উনিশ ও ত্রিশের মাঝে, আমি তাহাদিগকেই কেবল চুম্বন করিয়াছি, আর কাহাকেও উত্যক্ত করি নাই।" ষ্টান্‌লির বিশ্বাস ছিল, উনবিংশ বর্ষীয়া হইতে ত্রিংশ বর্ষীয়া যুবতীদিগকে জোর করিয়া চুমো খাইলেও অপরাধ হয় না। কিরূপ শিক্ষা-দীক্ষার ফলে বিশ্বাস ও রুচির এত অধঃপতন হইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়।*

মার্কিণ নারীর উচ্ছৃঙ্খলতার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ক্ল্যারা হার্ক শিকাগোর মেয়ে। অনেক দিন 'ফ্ল্যাপারি' ও 'নষ্টামি দুষ্টামি' করিবার পর একদিন সে নিজের জননীকে হত্যা করে। পুলিশ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃহত্যা-অপরাধে তাহাকে অভিযুক্ত করে। ক্ল্যারা আদালতে বসিয়া অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া, অনেক হাব-ভাব দেখাইয়া জুরীর ও বিচারকের নিকট স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিল। মুক্তিলাভের পর ক্ল্যারার নষ্টামি আরও বাড়িয়া গেল। সে ফ্ল্যাপারির চরম সীমায় উঠিল। পূর্ব্বে সে খাটো হইলেও স্কার্ট পরিধান করিত,

* হেরাল্ড এণ্ড এক্সামিনার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৭।

এখন সে তাহাও ছাড়িয়া দিল। প্রতিবেশীরা আপত্তি করিল, ক্ল্যারা গ্রাহ্য করিল না। কেবল মাত্র 'নাইট্-গাউন' তাহার পরিধান হইল। প্রতিবেশীরা পুলিসে খবর দিল, পুলিস আসিয়া দেখিল, ক্ল্যারা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় এক যুবক 'বঁধু'র সহিত বাড়ীর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র মাঠে টেনিস খেলা করিতেছে। পুলিস কহিল "ক্ল্যারা, কাপড় পরিয়া খেলা কর।" ক্ল্যারা কহিল,—"আমি পুলিসের লোককে ঘৃণা করি, তোমরা কোন কাজের নও, দূর হও।" এ সম্ভাষণের পর পুলিস ক্ল্যারাকে ধরিয়া লইয়া গেল। বিচারে তাহার পাঁচ ডলার জরিমানা হইল। যে বাড়ীতে সে বাস করিত, তথায় ক্ল্যারার আর স্থান হইল না, সে অন্যত্র উঠিয়া গেল। এই ঘটনার পর ক্ল্যারার কাজ হইল, লোকের বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট অভিযোগ করা। পুলিস মনে করিত, ক্ল্যারার অভিযোগের কোন মূল্য নাই,—যাহা হউক, পুলিসকে অভিযোগ গ্রহণ করিতে হইত। ক্ল্যারা এখন স্কার্ট পরিয়াই ক্ল্যাপারি করে, তাহার মুখ ও নাসা-বিবর হইতে অবিরত মদিরার গন্ধ বাহির হয়। এই অবস্থায় একদিন সে শিকাগো-এভেনিউ'র পুলিসষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া কহিল, "একটা নালিশ আছে, লোকে আমার পিছনে ছুটিয়া টিটকারী দিতেছে, আমাকে অপমান করিতেছে, লিখিয়া রাখ।" সার্জ্জেণ্ট হাউসার লিখিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মদের গন্ধ পাইয়া ক্ল্যারার মুখের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, "তোমার অভিযোগের সঙ্গত কারণ দেখিতেছি না।" ক্ল্যারা পদ দ্বারা মেঝেয় আঘাত করিয়া ও বাহু আন্দোলিত করিয়া হাউসারকে

কহিল,—"তোমরা কোন কাজের লোক নও, আমি পুলিসের লোককে ঘৃণা করি।" সার্জ্জেণ্ট হাউসার এতক্ষণ ক্ল্যারাকে চিনিতে পারেন নাই,—এখন ক্ল্যারার কথা শুনিয়া তাহার মুখমণ্ডল বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—"হাঁ, হাঁ, বাছা ক্ল্যারা এসেছেন, চিনেছি। বাছা, ভাল চাও ত এখনি দূর হও, নতুবা তোমাকে হাজতে নিয়ে যাচ্ছি।" ক্ল্যারা উত্তর দিল, "ভারি ভয় দেখাচ্ছ, মরে গেলাম আর কি! যাব হাজতে, কি ভয়! আচ্ছা, একটা কথা বল্‌চি, রাখবে ত? আমাকে একটা বন্দুক দিতে পার? লোক মেরে আমি আজ উজাড় করে দেব।" হাউসার বা অন্য কোন পুলিশ কর্ম্মচারী ক্ল্যারার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। হয় ত সে কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কি একটা অনর্থ ঘটাইবে, এই ভাবিয়া, হাউসার, ক্ল্যারার হাজত-বাসের বন্দোবস্ত করিলেন। পুলিসের স্মরণ ছিল, ক্ল্যারা একবার একটা ট্যাক্সিকারের জানালা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল,—কেন না, গাড়ীর চালক তাহার গাড়ীখানা ক্ল্যারাকে কিছু কালের জন্য সঁপিয়া দিতে স্বীকার পায় নাই।*

বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের যুব-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার কতক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে আমরা একজন সুবিখ্যাত মার্কিণ সমালোচকের মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সমালোচকের নাম বেন লিণ্ডসে। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের

* শিকাগো আমেরিকান, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৭।

কলোরাডো ষ্টেটের ডেনভার নগরে অপরিণামদর্শী ও অপরিণামদর্শিনী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের ইন্দ্রিয়-লালসাজনিত অপরাধের বিচারে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত "The Revolt of Modern Youth" পুস্তকের এক স্থলে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া মার্কিণ কিশোরীর উক্তি নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে :—"পনর বৎসরের মেয়ে অপরিচিত পুরুষের সহিত মোটর গাড়ীতে বেড়াইতে গেলে কোন দোষ হইতে পারে না। মেয়ের বয়স আঠার বৎসর হইলে তাহার পক্ষে যথেষ্ট মদ্যপান দূষণীয় নহে। পুরুষের সহিত প্রেম আরম্ভ করার কোন নির্দ্ধারিত বয়স নাই, যে কোন বয়সেই উহা আরব্ধ হইতে পারে। প্রেমের আনুসঙ্গিক চুম্বনাদি কার্য্য মেয়ের পক্ষে আঠার বৎরের পূর্ব্বেই স্বাভাবিক, তবে মেয়েকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে, সে যেন ধরা পড়িয়া না যায়।" মন্তব্যে বিচারক লিণ্ডসে বলিতেছেন, "মেয়েরা এত সতর্ক যে, ধরা পড়াটাই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। উহারা দশবার কুকার্য্য করিয়া একবারও ধরা পড়ে না। মোটামুটি হিসাবে বলিতে গেলে, পঞ্চাশটির ভিতর একটি মাত্র ধরা পড়ে।

"ইন্দ্রিয়-লালসাই যে যুবক-যুবতীদের একমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ তাহা নহে; মদ্যপান স্পৃহাও আর একটি কারণ। মদ ছাড়া উহাদের আমোদ-প্রমোদ জমিয়া উঠে না। ছেলে ও মেয়েরা যে সব ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া বসে, তথায় মদ থাকিবেই। নৃত্যামোদপ্রিয় যুবক-যুবতীদের শতকরা নব্বই জন

যে পরস্পর চুমো খায় ও ঘনিষ্ঠ গাত্র-সংস্পর্শে আইসে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যাহারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ গাত্র-সংস্পর্শে আসে ও চুম্বনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের শতকরা ৫০ জনের কার্য্য ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় লালসার চরিতার্থতায় পর্য্যবসিত হয়।" বিচারক লিণ্ডসে তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "এমন সব ব্যাপার যে ঘটিয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার মনে হয়, ঐ গুলি আমাদের সামাজিক জীবনের চরম গ্লানিকর ঘটনা সমূহের অন্যতম।" বিচারক লিণ্ডসে আরও বলেন, "দ্বাদশ বর্ষীয় বালক-বালিকাদের কুকার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রীরাই ছাত্রদিগকে লাম্পট্যের প্রথম শিক্ষা দান করে। ছাত্রেরা ছাত্রীদের বংশী-ধ্বনিতে নৃত্য করিয়া থাকে।"

আইন দ্বারা বেশ্যাবৃত্তি উঠাইয়া দেওয়ার ফলে সমাজে লাম্পট্যের মাত্রা কিছুই কমে নাই, বরং উহাতে সমাজের গ্লানি আরও বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। "পূর্ব্বে ভদ্র-সমাজের গণ্ডীর বাহিরে কুকার্য্যের অভিনয় চলিত, এখন ভদ্র-সমাজের ভিতরেই উহা চলিতেছে। পূর্ব্বে ডেন্‌ভার নগরে শতকরা পঞ্চাশ জনের উপর বিদ্যালয়ের ছাত্র গণিকালয়ে গমন করিত, এখনও সম-সংখ্যক ছাত্র সমাজের ভিতরেই তাহাদের পাশব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করে। ডেনভারের বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দশ হইতে সপ্তদশ বর্ষীয়া ছাত্রীদের মধ্যে খুব কম করিয়া ধরিলেও শতকরা ১০ জন

ইন্দ্রিয়-পরায়ণা। অধিক বয়স্কা ছাত্রীদের মধ্যে দুর্নীতির ও ব্যভিচারের মাত্রা অনেক বেশী।"*

শিকাগো সহরের সুবিখ্যাত মহিলা-পুলিস শ্রীমতী আন্না ব্রুকস্ আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুনুন :—

"আজকাল মেয়েদের স্বাধীনতা অপরিসীম, আগেকার মেয়েদের তাহা ছিল না। আজকাল স্বাধীনা মেয়েদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সমস্যার ভিতর দিয়া চলিতে হয়, কিন্তু তাহারা আগেকার মেয়েদের তুলনায় সমস্যার সমাধানে অর্দ্ধেকও উপযুক্ত নহে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা আজ উচ্ছৃঙ্খল নরনারী পরিপূর্ণ নাচঘরে এবং সহরের বাহিরের প্রমোদশালায় মদ্যপান করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এই সকল স্থানে কর্ত্তৃপক্ষের কড়া শাসন না থাকায় ইন্দ্রিয়-লালসা উদ্দীপক নৃত্যামোদ ও গর্হিত অভিনয়াদি পূর্ণ মাত্রায় চলিতে থাকে।

"আজকাল সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মেয়েরা অবস্থার অনুরূপ ভাবেই গঠিত হইতেছে। এই সকল মেয়েরা যে থানা, বিচারালয় ও কারাগারগুলিতে স্থানাভাব ঘটাইবে তাহা বিচিত্র নহে। মেয়েদের অনেকের বয়সই চৌদ্দ বৎসরের বেশী নহে। অবাধ-প্রেম, পরীক্ষা-বিবাহ, বিবাহ-বন্ধন-ছেদন প্রভৃতি সম্বন্ধেই কেবল আধুনিক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আলাপ ও আলোচনা হইয়া থাকে।

---

* The Revolt of Modern Youth.

"বাড়ী হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকাই আজকালকার মেয়েদের অভিরুচি। তাহারা আর রান্নাঘরের ধারে যাইতে চাহে না। পরিবারের কাহারও সঙ্গে দেখা-শুনা আবশ্যক হইলে তাহা নাচঘরে কিম্বা অন্য কোন প্রমোদ-শালায় হইলেই যেন মেয়ের পক্ষে ভাল হয়। পিতা-মাতা যদি নিতান্ত সেকেলে ধরণের হয়, তবে মেয়ে তাহার যুবক-বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করে না, সেকেলে বাপ-মা আধুনিক সভ্যতার কি বুঝিবেন! তাঁহাদের না আছে কাপড়ের ফ্যাসান, না আছে নব্য ভদ্রতা ও ব্যবহার!

"অনেক মা-বাপই সাদাসিধা। মেয়েরা যাহা বলে, তাহাই বিশ্বাস করেন। মেয়ে হয়ত নাচ-ঘর হইতে টেলিফোন করিয়া মাকে জানাইল যে, সে তাহার সমবয়স্কা এক সতীর্থার সহিত সারারাত্রি লেখাপড়া করিবে, সুতরাং তাহার আর রাত্রিতে বাড়ী যাওয়া হইবে না। মা তাহাই বিশ্বাস করিলেন! পনর বৎসর পূর্ব্বেও মেয়েরা এত রসাতলে যায় নাই! আজ মেয়েরা এমন বিগড়াইয়া যাওয়ায় পুলিসের কার্য্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে!"

উপসংহারে মিসেস লুক্‌স্ বলিতেছেন, সমাজে যদি সেকেলে রীতি, নীতি ফিরিয়া আসে, তবেই উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান হইতে পারে, নতুবা নহে। "আজ মার্কিণ ভবন শিথিল ভিত্তির উপর বড়ই শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আন্দোলিত হইতেছে।"*

---

* শিকাগো হেরাল্ড এণ্ড এক্সামিনার, ডিসেম্বর ১০, ১৯২৭।

যৌবন-সমস্যা

আমেরিকার খৃষ্টান সমাজের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নেতা রেভারেণ্ড ডব্লিউ, এ, সান্ডে আধুনিক মার্কিণ নারীদের চরিত্রের সমালোচনা করিয়া 'হেরাল্ড এণ্ড এক্সামিনার' সংবাদপত্রে কিছুকাল পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"সমাজে পার্থিবতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার উপাসনা এমন উদ্দামভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তাহাতে আজকাল মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল না হইয়া পারে না। মেয়েদের আধ্যাত্মিকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সংঘর্ষ উপস্থিত, এই সংঘর্ষে মেয়েরা পরাজিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। মেয়েরা আজ যাহা বলে ও করে, তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ মেয়েরা বেশী চালাক হইয়াছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু এই চালাকী অশ্লীলতা ও কুরুচির দিক দিয়াই বেশী দেখা যায়। উহারা ভীতি-সঙ্কুল পথে বিচরণ করিতেছে।

"মেয়েদের আদর্শ নীচ হইলে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না। আধুনিক ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত নীতিহীন। এই নীতিহীনতার ন্যায়সঙ্গত কারণ উহাদের স্বপক্ষে পাওয়া যায় না। উহারা আজ যে ভাবে নাচে, তাহা নিতান্ত কুরুচিপূর্ণ ও বিরক্তিকর।

"যাহারা মনে করে পোষাক পরিচ্ছদের সহিত নৈতিক চরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই, তাহারা মূর্খ। অনেক মেয়ে যথাসম্ভব অল্প পরিচ্ছদে লজ্জা নিবারণ করিয়া রাস্তায় বাহির হইতে একটুকু সঙ্কুচিত হয় না। পরিচিতা এইরূপ কোন নারীর

সহিত রাস্তায় দেখা হইলে আমাকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

"জাতীয় চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার আধিপত্য ঘটিলে জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। বাবিলন এবং রোমের অবস্থা কি ঘটিয়াছিল তাহা কি জানা নাই?

"ছাত্র-ছাত্রীদের কুরুচির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পরিমাণে দায়ী। বস্তুতান্ত্রিক ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন শিক্ষকদের শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা অধঃপাতে যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন ও সংস্কার অপেক্ষা সংহারের কার্য্যই বেশী চলিতেছে।"*

সমাজ-নেতাদের কেহ কেহ যে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় না দিতেছেন, তাহা নহে। এ সম্বন্ধে আমরা রেভারেণ্ড ই, বি, বুরল্যাণ্ড "Plain Talk" বা স্পষ্ট কথা নামক মাসিকের ১৯২৮ এর জানুয়ারী সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দিতেছি,—

মেয়েরা তামাক খায়, শপথ করে, মদ্য পান করে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, ইহাতে কি দোষ? পুরুষেরা যদি ঐরূপ করিতে পারে, তবে মেয়েরা করিবে না কেন? মেয়েদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার কোন অধিকার পুরুষের নাই। কে বলে মেয়েরা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে? কথা এই, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্বাভাবিকভাবে এখন চলা-ফেরা করিতে শিখিয়াছে।" ইত্যাদি।

*'হেরাল্ড এণ্ড্ এক্সামিনার, জানুয়ারী, ৯, ১৯২৮।'

যে, বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবন হইতেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকলপ্রকার উচ্চ নীতি ও আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে। আবার পাশ্চাত্য সমাজের অন্য এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনই যত অনর্থের মূল ; বিবাহিত জীবনের ফলেই মানুষের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ইঁহারা চরমপন্থী বা বিপ্লববাদী। উক্ত দুই শ্রেণীর লোক ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা দাম্পত্য জীবনের আলোচনায় মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমাজতত্ত্বের ছাত্র। ইঁহারা বলেন, পারিবারিক জীবনের ফলে মানব-সমাজ একদিকে যেরূপ উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উন্নতির দিক্ দর্শাইতে যাইয়া ইঁহারা বলেন, পরিবার আছে বলিয়াই মানব-শিশুর জীবন রক্ষা পাইতেছে, শিশু সুদীর্ঘ শৈশবকাল পিতা মাতার নিকট অবস্থান করিয়া সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহার শিক্ষার ও মানসিক উৎকর্ষের সুযোগ লাভ করিতেছে। পিতামাতাকেও নানা ভাবে সংযম অবলম্বন করিতে হইতেছে। পারিবারিক জীবনের ফলেই স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্ধারিত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ সাধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভোগ ও সঞ্চয় সম্বন্ধেও মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রথা আছে বলিয়াই মানুষের জন্মের হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে ও পরিবারের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে, যদিও পরিবারকে রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ

বিদ্যমান নাই। মানুষের নৈতিক উৎকর্ষের পক্ষে পরিবার অনেক সহায়তা দান করিয়াছে। পারিবারিক জীবন হইতেই দয়া, সহানুভূতি, ধৈর্য্য, স্নেহ, প্রেম আত্মত্যাগ, বাধ্যতা, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, সাহস প্রভৃতি গুণাবলীর উৎপত্তি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু পরিবারই সমাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য্য করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করিতেছে।

পরিবারিক জীবনের ফলে মানুষের উন্নতি যে ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বের ছাত্রগণ বলেন যে, পারিবারিক জীবনের ফলে মানুষ রক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল প্রাচীন আদর্শ, ভাব, প্রথা ও সংস্কারের কোন মূল্য নাই, মানুষের পারিবারিক জীবনের ফলে সেগুলি সমাজে বিদ্যমান থাকিয়া মানুষের নূতন ভাব ও আদর্শ গ্রহণের পথে বাধা উপস্থিত করিতেছে। আবার পরিবারের রক্ষণশীলতার জন্যই চিরপ্রচলিত উত্তম আদর্শ ও ভাবগুলি সুরক্ষিত এবং অনেক কু-আদর্শ ও কুভাব পরিত্যক্ত হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে পরিবারের রক্ষণশীলতা দুরারোগ্য ব্যাধি নহে। তীব্র সমালোচনার ফলে পরিবারের রক্ষণশীলতার অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেক অন্ধ-সংস্কার বিদূরিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজে পরিবার ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে, তাহা বলা কঠিন। পরিবারের অধিকারভুক্ত শিক্ষা ও শিশুরক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করায়, পিতা মাতার কর্ত্তৃত্বের হ্রাস হইতেছে। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্বন্ধ চিরদিন প্রচলিত আছে, রাষ্ট্র হয় ত তাহার

অনেকটা গ্রাস করিবে; স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ ও যৌন-মিলন ব্যাপারেও হয় ত রাষ্ট্রের অনেকটা হাত থাকিবে, তথাপি পরিবারের উচ্ছেদ কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। পরিবারকে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ এবং উহাকে সুরক্ষিত করিতে হইবে; পরিবার অশেষ গুণের আকর; সমাজের মঙ্গলের জন্য যদি ঐ গুণগুলি রক্ষা করিতে হয়, তবে দেখিতে হইবে, যে অবস্থার মাঝে মঙ্গলকর পারিবারিক জীবনের বিকাশ হয়, সে অবস্থা সৃষ্টি করা যায় কি না।*

দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বের ছাত্রগণ বিশুদ্ধ দাম্পত্য ও পারিবারিক বন্ধনের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। পরিবারে অসংযম ও ব্যভিচার উপস্থিত হইলে সামাজিক উন্নতি যে নানা ভাবে প্রতিহত হয়, এ সম্বন্ধে ইঁহাদের মাঝে মতের বিরোধ নাই। অপর দিকে ধর্ম্মপ্রাণ মার্কিণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন :—

জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও সততার মত এমন প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। পরিবার

* জনৈক মার্কিণ সমাজতত্ত্ববিশারদ এ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"If we want to utilize the inherent power for social discipline, for affection, for altruism, which resides in the family institution, we must see to it that conditions are maintained in which decent, rational home life can thrive." A. J. Todd, Theories of Social Progress, P. 335.

হইতেই সংগঠিত সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পরিবার হইতেই সকলপ্রকার মহত্তর গুণাবলী সুরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, আদর্শ ও চরিত্র পারিবারিক জীবনের মাঝে বিকাশ লাভ করিতেছে। স্রোতস্বিনীর জল যেরূপ উহার মূলাধার নির্ঝরের জল অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ হইতে পারে না, তদ্রূপ জাতীয় জীবনের ধারা পারিবারিক আদর্শের উচ্চে উঠিতে পারে না।* এই অভিমত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উন্নতমনা, মার্জ্জিতরুচি ও স্বদেশপ্রেমিক যুক্তরাষ্ট্রবাসী পরিবারকে অতীব পবিত্র প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করিয়া থাকেন।

আজ মার্কিণ সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ গৃহীত হইতেছে না। মার্কিণ পরিবারে অসংযম, লাম্পট্য ও ব্যভিচার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই জনৈক মার্কিণ লেখক দুঃখের সহিত 'আটলান্টিক মান্থলি' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

*"Nothing is quite so basic for a nation's welfare as the purity and integrity of its home-life. The home is the unit of organized society, the nursery of all the nobler virtues—of honour, purity, idealism, character. As the stream can not be purer than the fountain source of its supply, so the stream of a nation's life can not rise to a level higher than the standard of its homes." Bishop W. F. Anderson. (The Methodist Episcopal Church, Boston, Mass.)

পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যা

শিক্ষক ও ধর্ম্মমন্দিরের কর্ম্মিগণ পারিবারিক প্রভাব হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়টি বুঝিতে পারেন নাই যে, পারিবারিক প্রভাব নহে, পরিবারই লোপ পাইতে চলিয়াছে।*

অপর একজন মার্কিণ বলিতেছেন,—

যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক জীবনের উপর পৈশাচিক আক্রমণ চলিতেছে এবং কিছুকাল যাবৎ বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। জাতীয় নীতি ও জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে এই গুলি বড়ই অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।†

যুক্তরাষ্ট্রের স্বদেশ ও সমাজহিতৈষিগণ পারিবারিক জীবন লোপের যে আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা অমূলক নহে। তথাকার অধিকাংশ নর ও নারী দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে না। তাহারা মনে করে, বিবাহ একটা চুক্তি ও কামজ বন্ধন মাত্র; এ চুক্তি বা বন্ধন স্থায়ী নহে, প্রয়োজন মত উহা ভঙ্গ বা ছিন্ন করা চলে। পারিবারিক

*"Pedagogues and clergy alike have been bewailing the decline of home influence......They have failed to see that what is disappearing is not so much home influence as the home itself"

†"The vicious attack upon family life and the rapid increase of divorce in recent years in our own country is ominous for the future of national morals and national welfare."

জীবনের প্রতি মার্কিণদের এই অশ্রদ্ধার ভাব ক্রমশঃ এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, প্রতি বৎসর বহু সহস্র নর ও নারী বিবাহবন্ধন ছিন্ন না করিয়াই গোপনে পরপুরুষের সহিত ব্যভিচারে রত হইতেছে। অনেক অবিবাহিত যুবতী নব-প্রচারিত পরীক্ষা-বিবাহ বা আসঙ্গ বিবাহের আদর্শ অনুসারে স্বেচ্ছায় কুমারী ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেছে। এই সকল অনাচার ও ব্যভিচার মার্কিণসমাজে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৮ হাজার দম্পতী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে। ১৯২৪ সালে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৮ শত ৬৭তে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-বিভাগ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯২৪ অব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতি সাতটি (৬.৯) বিবাহে একটি করিয়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই অনুপাতই সর্ব্বোচ্চ। দ্বিতীয়স্থান লাভ করিয়াছে জাপান। বিবাহ-বিচ্ছেদের উচ্চ হার যদি আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠি হয়, তবে প্রাচ্য জাপান অনেক পাশ্চাত্য দেশের নমস্য হইয়াছে ; কেন না, তথায় প্রতি আটটি বিবাহে একটি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতেছে। ফ্রান্সে ২১টিতে ১টি ; জার্ম্মাণীতে ২৪টিতে ১টি ; সুইজারল্যাণ্ডে ১৬টিতে ১টি ; নরওয়েতে ৩০টিতে ১টি ; গ্রেটবৃটেনে ৯৬টিতে ১টি ; কানাডাতে ১৬১টি বিবাহে ১টি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে ; তবে বিবাহের হার বাড়িয়াছে শতকরা ১.২ ; আর বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বাড়িয়াছে শতকরা

৩.১। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ অপেক্ষা বিবাহ-বিচ্ছেদের হার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৬ অব্দে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮শত ৬৮ দম্পতী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে। সুতরাং ১৯২৪ অব্দ অপেক্ষা ১৯২৬ অব্দে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ১০০০১ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৫ অব্দে হাজারকরা ১.৫২ বিবাহিত জীবনের অবসান হয়; ১৯২৬ অব্দে ঐ হার বাড়িয়া ১.৫৪তে দাঁড়ায়। ইহার পরও ঐ হার বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উহা ক্রমশঃ বাড়িবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।

অনেক সমাজ-সমালোচক ক্রমবর্দ্ধিত বিবাহ-বিচ্ছেদের মাঝে বিসদৃশ কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। বোষ্টন ট্র্যানস-ক্রিপ্ট' পত্র বলিতেছেন, বর্ত্তমানে লোকের প্রাণে যে নবভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার ত বাড়িবেই। 'কান্সাস সিটি ষ্টার' বলিতেছেন, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা যদি কোনরূপে খুব বেশী কমাইয়া দিতে পারা যায়, তবে সমাজের অমঙ্গল কিছুই কমিবে না; বরং উহা আরও বাড়িতে পারে।*

'কান্সাস সিটি ষ্টারের' মত অনেক মার্কিণই মনে করেন, সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা হ্রাস পাইলে সমাজ উপকৃত হইবে না। আজ যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা অত্যন্ত সহজ; যাহাতে

*"If the divorce could by any means be reduced to a negligible number, evils just as great or greater would remain."

আরও সহজে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য এক শ্রেণীর সমাজ-সমালোচক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মিঃ ড্যারো বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে নর ও নারীদিগকে আরও অধিক স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী।*

বিচারক লিণ্ডসে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বিচারক লিণ্ডসে তাঁহার "The Revolt of Modern Youth" নামক গ্রন্থে মার্কিণ নরনারীদিগের লাম্পট্য ও ব্যভিচারের অনেক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অবশেষে তাহার Companionate Marriage গ্রন্থে সামাজিক দুর্নীতির প্রতিকারকল্পে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, মার্কিণ নর-নারী যদি অতি সহজে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পায় এবং সমাজে যদি পরীক্ষা-বিবাহ ও আসঙ্গ-বিবাহের প্রচলন হয়, তবে মার্কিণ সমাজের দুর্নীতি ও পারিবারিক অশান্তি অনেক হ্রাস পাইবে। তিনি তাহার ব্যবস্থার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কলহ লাগিয়া রহিয়াছে, এই অবস্থায় তাহাদিগকে দাম্পত্য-

মিঃ ড্যারো বলিতেছেন,—

*"It is certain that more freedom of divorce would rid men and women of much unhappiness. It is likewise certain that it would bring more companionship and pleasure. This in turn means increased life and increased life is the best definition of moral conduct."

বন্ধন সহজে ছিন্ন করিতে দেওয়াই বিধেয়। বর্ত্তমানে বিবাহের জন্য যেরূপ উকীলের নিয়োগ অনাবশ্যক, তদ্রূপ বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যও উকীলের শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতা দেখা যায় না। বিচারক লিণ্ডসে এ জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী।†

আসঙ্গ-বিবাহ ও পরীক্ষা-বিবাহের পক্ষে বিচারক লিণ্ডসে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার The Revolt of Modern Youth নামক গ্রন্থে ব্যভিচারের প্রতিকার সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই আভাস দিয়াছিলেন,—

পরিণতবয়স্ক আমরা যদি অল্প-বয়স্ক ছেলে-মেয়েদিগকে কতকটা সম্মানের ও সাম্যের চোখে না দেখি, তাহা হইলে উহাদের মাঝে যে ব্যভিচার চলিতেছে, তাহার কোন প্রতিকার সত্যই আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমার কথার প্রকৃত অর্থ এই যে,

†বিচারক লিণ্ডসে নিম্নলিখিত বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য দেশবাসীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন ;—

"Where couples are childless and where the effort of the magistrate to bring about a reconcilement have failed and where the couple mutually desire a divorce, the divorce shall be granted without further expense or needless delay. This would require no lawyer any more than getting married requires a lawyer. A judge can marry people and by this law, he could under the prescribed conditions unmarry them."

আমাদের পক্ষে ব্যভিচারে রত যুবক-যুবতীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং উহারা যে অবস্থায় পড়িয়া ব্যভিচারে রত হইতেছে, তাহা প্রকৃতরূপে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ঘটনা যেরূপ ঘটিয়া যাইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুবক যুবতীদিগকে স্বাধীন-ভাবে তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়ার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও আমাদের থাকা আবশ্যক।

বিচারক লিণ্ডসের উক্ত আভাসই অবশেষে তাঁহার Companionate marriage বা আসঙ্গ বিবাহে ব্যবস্থিত হইয়াছে। পরীক্ষা-বিবাহ ও আসঙ্গ-বিবাহের মর্ম্ম এই, নর ও নারী সঙ্গী ও সঙ্গিনী-রূপে একত্র অবস্থান করিয়া একে অপরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে; যদি উভয়ের মনের মিল হয়, তবে তাহারা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া লইবে; মনের মিল না হইলে উভয়ের পক্ষে ছাড়াছাড়ি হওয়ার বাধা থাকিবে না। বিচারক লিণ্ডসে বলিতে চাহেন, বহু অবিবাহিত যুবক ও যুবতী এবং অনেক বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী অবৈধ ভাবে গোপনে ইন্দ্রিয় লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে; এরূপ কার্য্যে বর্ত্তমান আইনের সমর্থন না থাকায় উহা ব্যভিচার বলিয়া গণ্য হইতেছে। মার্কিণ সমাজের এই গ্লানির

"I really see no remedy for all this, unless we of the adult generation can bring ourselves to treat these boys and girls with some respect and as equals. What I do mean is sympathy and understanding and tolerance and a complete willingness to let young people order their lives in the light of facts."

স্রোতে বাধা দেওয়ার উপায় দেখা যাইতেছে না। সুতরাং মার্কিণ সমাজ-হিতৈষীদের কর্ত্তব্য, তাঁহারা মার্কিণ নর ও নারীদিগের প্রতি সহানুভূতি ও তাহাদের কার্য্যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক এমন আইন প্রণয়ন করিবেন, যদ্দ্বারা তথাকথিত ব্যভিচার আর ব্যভিচার বলিয়া গণ্য হইবে না। আইন অনুসারেই যুবক যুবতীরা পরীক্ষা বিবাহ বা আসঙ্গ-বিবাহের নামে তাহাদের উদ্দাম লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। অনেক স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মনের মিল না থাকায় উহারা গোপনে ব্যভিচারে রত হইতেছে। গোপনের আবশ্যকতা কি? বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন খুব সহজ করিয়া দেওয়া হউক, উহাতে দাম্পত্য কলহের ও পারিবারিক অশান্তির অনেক লাঘব হইবে। তাই বিচারক লিণ্ডসে তাঁহার The Revolt of Modern Youth গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে ঘটনা অবাধে ঘটিয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মার্কিণ যুবক ও যুবতীদিগকে তাহাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ঘটনা হইতেছে, ব্যভিচার। বিচারক লিণ্ডসে আইন দ্বারা ব্যভিচারকে দুর্নীতির গণ্ডী হইতে নীতির গণ্ডীতে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন। মার্কিণ সমাজে ব্যভিচারের স্রোত এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, অতি সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদ, আসঙ্গ-বিবাহ ও পরীক্ষা-বিবাহের আইন দ্বারা ব্যভিচারের সমর্থন ভিন্ন বিচারক লিণ্ডসে আর কোন প্রতিকার খুঁজিয়া পান নাই। এতদ্দ্বারা মার্কিণ পারিবারিক অবস্থা বিশেষরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। হয় ত এমন অনেক মার্কিণ পরিবার রহিয়াছে, যেখানে স্বামী ও স্ত্রী, যুবক পুত্র ও যুবতী

কন্যা—প্রত্যেকেই পরীক্ষা-বিবাহ বা আসঙ্গ-বিবাহের পক্ষপাতী। ইহাই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা-সম্মত আধুনিক পরিবার। এরূপ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধিই কোন কোন মার্কিণ সমাজ-সমালোচক ও সমাজ-সংস্কারক সামাজিক উন্নতির একটি প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আসঙ্গ-বিবাহ, পরীক্ষা-বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের উচ্ছেদ এক শ্রেণীর লোকের সমাজ-সংস্কারের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ ঐগুলি খাঁটি সমাজতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রকৃত চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষী নেতৃবর্গ এখনও পবিত্র পারিবারিক জীবনের আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই মিনেসোটার গভর্ণর থিয়োডোর ক্রিষ্টিয়ানসন 'শিশুমঙ্গল সমিতির' জাতীর সভায় আসঙ্গ বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

Companionate marriage is "the latest, the most fantastic and the most dangerous expression of the revolt against the home."

অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যতপ্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আসঙ্গ-বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক, সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিহীন ও সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। তিনি আরও বলেন,—

আগেকার মত এখন বিবাহ আর পবিত্র ও স্থায়ী বন্ধনরূপে গণ্য হইতেছে না। আমরা শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠান

গড়িতেছি; বেশ, কিন্তু পারিবারিক আদর্শ যদি খুব উন্নতও না হয়, তথাপি শিশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা গৃহই শ্রেয়ঃ।

যুক্তরাষ্ট্রে আজ দাম্পত্যবন্ধন এত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কথায় কথায় স্বামী ও স্ত্রী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হইতেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ এত সামান্য যে, উহা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মিসেস সফি উইলসন নাম্নী এক মার্কিণ নারী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে এই অভিযোগ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করে যে, তাহার স্বামী অ্যাডাম তাহার ধূমপানে আপত্তিপ্রকাশ করিতেছে। আবার কখন কখন স্বামী ধূমপান করে বলিয়া স্ত্রী স্বামীর বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। শিকাগোর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে এক অপরিচিতা নারীর নাম উচ্চারণ করায় পরদিন তাহার স্ত্রী তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে মার্কিণ দাম্পত্য-জীবন ব্যাপারটা যে কি, এই সব ঘটনা হইতে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কিণ দাম্পত্য-জীবনের স্থায়িত্ব অতি অল্পকাল মাত্র। এক মাসে,

"Marriage is not regarded as the binding, sacred thing it once was. Institutions are all right, but home life, even when conditions are not ideal, is better than the best institutions for a child."

কখন কখন এক সপ্তাহে অনেক নব-দম্পতীর দাম্পত্য জীবনের অবসান হয়। মিসেস হ্যাস স্কস্‌টিন নাম্নী এক নারী বিবাহের আট দিন পর স্বামীর সম্বন্ধ ত্যাগ করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করেন। দরখাস্তে তিনি এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহার স্বামী লাথি মারিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে দূর করিয়া দিয়াছে।

আজ আমেরিকার এক শ্রেণীর লোক বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা, গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। মার্কিণ আইনে বহু বিবাহ প্রচলিত না থাকিলেও বহু বিবাহের পক্ষে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোকদের অসুবিধা উপস্থিত হয় না; আইনকে ফাঁকি দিয়া কিরূপে নূতন নূতন পত্নী লাভ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ইঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ। অল্পবুদ্ধি নারীকে ভুলাইয়া তাহারই খরচে বিবাহক্রিয়া সম্পাদন, কিছুদিন একত্রে অবস্থান ও পরে অন্যত্র গমন, এবং নূতন স্থানে ঐরূপ কার্য্যের পুনরাবৃত্তি—ইহাই এক শ্রেণীর লোকের জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে ব্যবসায়ে নিত্য নূতন নারীলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থলাভ হয়, তাহা যে অনেকের পক্ষে পরম লোভনীয় উপজীবিকারূপে পরিণত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা ঐরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করে, তাহাদিগকে সর্ব্বদা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অল্পবুদ্ধি নারীকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থস্বচ্ছলতা সম্বন্ধে আশ্বাস দিতে পারিলে সহজেই ভুলাইতে পারা যায়। এই নিমিত্ত বহু-বিবাহার্থী মার্কিণ পুরুষ তাহার নব-মনোনীতা পাত্রীকে স্বীয় মিথ্যা ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে নানা

কথা বলিয়া প্রলুব্ধ করে। এইরূপ দাম্পত্য-জীবনের স্থায়িত্বকাল দুই চারিদিন মাত্র, অর্থাৎ ভণ্ড স্বামী স্থানান্তরে চলিয়া গেলেই বিবাহিত জীবনের অবসান হয়। বুদ্ধিহীনা নবপরিণীতা নারী আশায় আশায় কিছুকাল স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু পরে ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকী থাকে না। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া নারী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার ভণ্ড স্বামীর সন্ধান মিলিবে কোথায়? আইন, আদালত ও পুলিসকে ফাঁকি দেওয়াই যে তাহার কাজ। সে যে বহু দূরে নূতন দাম্পত্য অভিনয়ে ব্যস্ত! কিন্তু ঘটনাচক্রে ভণ্ড স্বামী কখন কখন ধরা পড়িয়া যায়। তখন চতুর্দ্দিক হইতে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর দল পঙ্গপালের ন্যায় তাহার দিকে রক্তনেত্রে ছুটিয়া আসে। অবস্থা বুঝিয়া আত্মরক্ষার জন্য তখন তাহার জেলে যাওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বিবাহ-লীলার অতিরিক্ত অভিনয় দ্বারা ক্লান্ত হইয়া কিছুকাল সঙ্গিনী-বিরহিত অবস্থায় অবস্থান করিতে তাহার আপত্তি হয় না। এক সময়ে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমাগত বিবাহ করাই জীবনের প্রধান কাজ ও অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেন। আজ বঙ্গদেশে এ প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এখন এই শ্রেণীর কুলীনের উদয় হইয়াছে মার্কিণ মুলুকে। তফাৎ এই, বঙ্গীয় কুলীনের কার্য্য ছিল আইনসিদ্ধ, মার্কিণের কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ। বঙ্গীয় কুলীন অন্ততঃ বৎসরে একবার পত্নী-মুখ নিরীক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিতেন। মার্কিণ স্বেচ্ছায় তাহা করেন না। বঙ্গীয় কুলীনের

বিবাহ হইত প্রকাশ্যে, মার্কিণের বিবাহ হয় গোপনে। বঙ্গীয় কুলীনের আত্মগোপনের আবশ্যকতা ছিল না, মার্কিণের তাহা সর্ব্বদা প্রয়োজন। একটি 'মার্কিণ কুলীনের' পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ফ্রাঙ্ক উইলস্ বহু মার্কিণ রমণীকে পত্নীত্ব প্রদান করিয়া শিকাগো সহরে আসিয়া হাজির হইল। ইচ্ছা, এখানেও প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কিরূপ, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখে। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে, যথোচিত সতর্কতা অবলম্বনের অভাবে উহাকে শীঘ্রই পুলিসের হস্তগত হইতে হইল। পুলিসের নিকট উইলস স্বীকার করিল যে, ১৯২৭ অব্দের আগষ্ট মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সে ষোলটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। কোন্ স্ত্রীর কি নাম এবং কবে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা উইলসের স্মরণ হইতেছে না; স্মরণ হইবার কারণও নাই, কেন না, বিবাহের পর উইল্স ত বেশী দিন স্ত্রীর সহিত একত্রে অবস্থান করে নাই। তবে কোন্ কোন্ সহরে সে বিবাহ করিয়াছে সেটা তাহার বেশ স্মরণ আছে। উইল্স কহিল, তাহার জীবনের অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য আছে, সেটা এই,—"নারীর সহিত কিছুদিন প্রেম করিয়া তাহার সহিত আর সম্বন্ধ না রাখা।" এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সে তাহার জীবনকে যথারীতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। পুলিস উইলসকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ব্রুক্লিন সহরের পলিন ওয়ালোবিট নাম্নী একটি রমণীকে জানে কি না। উত্তরে উইল্স কহিল, "হাঁ, হাঁ, স্মরণ হইতেছে, পলিন আমার ষোল নম্বরের স্ত্রী। মেয়েটা মন্দ নয়; দেখা যাইতেছে, সে পুলিসে খবর দিয়াছে

এবং আমাকে চায়। কিন্তু সত্যি বল্‌চি কোনও স্ত্রীর কাছে আর ফিরে যাওয়া হবে না। এতগুলি স্ত্রী রেগে আছে, পেলে আমাকে আর আস্ত রাখিবে না। এখন জেলে গিয়া একটু বিশ্রাম পেলেই বাঁচি।" পুলিস জিজ্ঞাসা করিল, উইলস আরও বিবাহ করিবে কি না। উত্তর হইল, "ওটা কি আর একটা কথা! বিবাহ করিব না! তোমাদের পাল্লায় না পড়িলে এর ভিতর কম-সে-কম আরও ছয়টি নারীর কুমারী জীবনের আক্ষেপ ঘুচাইতাম। আমি শিকাগো সহরে আসিয়া পৌঁছিবার এক সপ্তাহের মধ্যে ৬টি নারী আমাকে স্বামীত্বে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তোমরা সব পণ্ড করিয়া দিয়াছ!" পুলিস উইলস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, সে চেষ্টা করিয়া তাহার পত্নীদের নাম স্মরণ করিতে পারে কি না। উইলস্‌ কিছুকাল ভাবিয়া কহিল, "দেখ, তোমরা কি ভেবেছ যে, আমার মেধা শক্তি বড়ই তীক্ষ্ণ? স্ত্রীদের কি নাম-ধাম তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আমার নাই, তবে যা' দু-একটা স্মরণ হইতেছে, তাহা বলিতেছি। একটা স্ত্রীর নাম হেলেন, তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম নিউ-হ্যাভেন্‌ নামক সহরে। আর একটা স্ত্রীর নাম এফি, তাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল, বোষ্টন সহরে। তারপর বোষ্টন সহরে আরও একটা বিবাহ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া, ওয়াশিংটন সহরে একটা, বাল্টিমোর সহরে দুইটা, নিউ লণ্ডন সহরে একটা এবং অন্যান্য সহরে কয়েকটা স্ত্রী রহিয়াছে। অনেক স্ত্রীর সহিত যৎসামান্য আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের নাম আমার স্মরণ হইতেছে না। মাঝে মাঝে স্মরণ

করিতে যে চেষ্টা না করি তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই সফল হয় না। যখন উইলসকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কি উপায় অবলম্বনে সে এতগুলি নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তখন সে উত্তর করিল, "আমাকে বেশী কিছু করিতে হয় নাই। একখানা উইল্ প্রস্তত করিতে হইয়াছে। উইলখানা দ্বারা, আমার বাবা যেন আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্পত্তির ভিতর একখানা বাড়ী, জমি, মোটরগাড়ী প্রভৃতি রহিয়াছে। এই উইলখানা একবার কোন বিয়ে-পাগলী, নির্ব্বোধ নারীকে দেখাইলেই হইল, সে আর যায় কোথায়!"*

উইলসের বয়স চল্লিশ বৎসর। তাহার বিবাহিত জীবনের মাত্র পাঁচ মাসের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া হইয়াছে; পূর্ব্বে সে কি করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। পাঠক এখানে এক-শ্রেণীর মার্কিণের দাম্পত্য-জীবনের পরিচয় পাইলেন।

উইলসের মত অনেক মার্কিণ নারীর জীবনের উদ্দেশ্য, পুরুষের সহিত কিছুকাল প্রেম করিয়া তাহার সহিত আর সম্বন্ধ না রাখা। মার্কিণ নারীরা আদালতের সাহায্যে সহজেই বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সুতরাং যতদিন বয়স ও উৎসাহ থাকে ততদিন উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বেশী বাধা থাকে না। মার্কিণ পুরুষের পক্ষে আদালতের সাহায্যে বিবাহ-ভঙ্গ অপেক্ষাকৃত কঠিন, অত্যন্ত দায়ে না পড়িলে পুরুষ বিবাহ-বন্ধন ছেদনের জন্য

* শিকাগো আমেরিকান, জানুয়ারী ৮, ১৯২৮।

আদালতে উপস্থিত হইতে চাহে না। কিন্তু স্বামীর সহিত একটুকু মনান্তর ঘটিলেই, অনেক ক্ষেত্রে মনান্তর না ঘটিলেও অনেক মার্কিণ স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করে যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি অযথা অত্যাচার করিতেছে, সুতরাং সে আর স্বামীর সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না। বিচারক স্ত্রীর অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রায় তাহার অনুকূলে রায় দিয়া থাকেন। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মত হইলে বিবাহ-বন্ধন ছেদনের পক্ষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণে মনস্থা হইয়া বিবাহ-বন্ধন ছেদনের জন্য ব্যস্ত হইলে, পারিবারিক অশান্তি হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য স্বামী প্রায়ই স্ত্রীর কার্য্যের বিরোধী হইতে চাহে না সুতরাং উভয়ের সম্মতিক্রমে আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন। যে সব নারী উইল্‌সের মত ক্রমাগত প্রেম করিয়া জীবন কাটাইতে চাহে, তাহাদের অনেকে আইন অনুসারে বিবাহ-বন্ধন ছেদন ও পত্যন্তর গ্রহণ দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। এরূপ নারীর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অনেক মার্কিণ নারীর রুচি অন্যরূপ, তাহারা বহু বিবাহের মধ্যেই জীবন-ধারণের স্বার্থকতা দেখিতে পায়। এরূপ নারীর উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

মিসেস মার্টল মিলার তাহার ষষ্ঠ স্বামী মোডি মিলার হইতে মুক্তিলাভের মানসে আদালতে আসিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত দাখিল করিল। এটর্ণি জ্যাক্‌সনের প্রশ্নের উত্তরে মার্টল্ কহিল, "বিবাহ-বন্ধন ছেদন দ্বারা বিবাহের কোন অবমাননা হয়

না ; বরং এ কার্য্য আগামী দাম্পত্য-জীবনের অনুকূলে কাজ করিয়া থাকে। আমি বিবাহের পক্ষপাতিনী। আদালত আমাকে এই ষষ্ঠ স্বামীর বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলেই আমি আবার বিবাহ করিব। কিন্তু সপ্তম বারে আমি আর কোন যুবককে বিবাহ করিব না, চাই বৃদ্ধ। ছয় ছয়টি যুবককে বিবাহ করিয়া আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে ; আর যুবক নয়। যুবক স্বামীর সঙ্গে কিছু দিন বেশ আরামে কাটিয়া যায়, কিন্তু সর্ব্বদা নহে। যত দিন আমার কোন স্বামীর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার কারণ না ঘটিয়াছে, তত দিনই আমি তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছি, সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি। এইরূপ করায় আমাকে দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। ছয় বারই আমার সুখে কাটিয়া গিয়াছে।

"আমার প্রথম স্বামী ছিলেন রবার্ট উইল্‌সন। ১৯১১ সালে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ এবং রবার্টের বয়স ছিল ২২। আমাদের দুইটি সন্তান জন্মিয়াছিল।

"তার পর ১৯১৫ সাল আসিল। রবার্টকে আমি দূর করিয়া সেথ ইয়নিকে বিবাহ করিলাম। আমাদের দাম্পত্য জীবন জুলাই মাস হইতে আরম্ভ করিয়া সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সুখেই কাটিয়া গেল। কিন্তু সেথের কার্য্য ছিল নিতান্ত ছেলে মানুষের মত, সুতরাং তাহার সহিত আমার বনিয়া উঠিল না, আমি তাহাকে দূর করিয়া দিলাম।

"ইহার পর ১৯২৭ সালে আমি জর্জ্জ কন্‌লিকে বিবাহ করিলাম। জর্জ্জের বয়স ছিল ২৪। সে সৈনিক পুরুষ ছিল, সৈনিকের পোষাকে তাহাকে চমৎকার মানাইত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সে ফ্রান্সে চলিয়া যাওয়ায় আমার জীবনটা বেশ কাটিয়া যাইতে-ছিল। আঠার মাস সে বিদেশে ছিল, কিন্তু তারপর ফিরিয়া আসিয়া যখন সে সৈনিকের পদ ত্যাগ করিল, তখন আমি তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম।

"আমি চিরদিনই বিবাহের পক্ষপাতিনী, সুতরাং বেশী দিন অপেক্ষা না করিয়া আর একটি স্বামী খুঁজিয়া লইলাম। উহার নাম ছিল জর্জ্জ হলিঙ্গসওয়ার্থ, বয়স ৩০। সে 'বোর্ড অব ট্রেডে' কাজ করিত। তাহার অফিস ছুটি হইত দিবা ১টা ১৫ মিনিটে। ছুটি হওয়া মাত্র লোকটা কোথাও এক মিনিট কাল দেরী না করিয়া সোজাসুজি বাড়ী চলিয়া আসিত। এরূপ ব্যাপার আমার ভাল লাগিত না, উহাকে বাড়ী দেখিয়া আমার গাত্র জ্বলিয়া উঠিত। কি করিব, তিন মাস পর উহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম।"

(২)

সুপ্রজনন বিবাহ

লাম্পট্য ও ব্যভিচার যে কেবল আমেরিকার অল্পশিক্ষিতা যুবতী বিলাসিনীদের মাঝে আবদ্ধ তাহা নহে, উহা ক্রমে শিক্ষিতা, পদস্থা ও ধনবতী মহিলাদের গণ্ডী আক্রমণ করিতেছে। ইহা মার্কিণ

সভ্যতার আর একটি গুরু সমস্যা। এই সমস্যার বিশেষত্ব এই যে উহা সমাজ-বিজ্ঞানের বিভাগ-বিশেষের আলোচনার ফলস্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যভিচারটা বিজ্ঞানের নামে চলিতেছে। মানুষের কার্য্যকলাপ বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত হইলে উহার সকল দোষ কাটিয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া দোষ-খণ্ডনের প্রয়াস চলিতেছে, সুতরাং এই ব্যভিচার 'বৈজ্ঞানিক' অথবা বিজ্ঞান-সম্মত। ব্যভিচারী ও ব্যাভিচারিণীরাই এরূপ মনে করে, সকলে নহে। সমাজ হিতৈষী সমাজ-তত্ত্বজ্ঞরা মনে করেন, ব্যভিচার চিরদিনই অবৈজ্ঞানিক। উহা দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, সুতরাং উহা কিছুতেই বিজ্ঞানের সমর্থন-যোগ্য নহে। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেশ-কাল-পাত্রের অভেদে সিদ্ধ ও সঙ্গত বিবেচনা করিলে সমাজে ঘোরতর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। বিজ্ঞানের ব্যবহার একমাত্র সমাজ-মঙ্গলের দিক্ দিয়াই সমর্থনযোগ্য। বিজ্ঞান বিষাক্ত বাষ্পের প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে উহার ব্যবহার দ্বারা লোক ধ্বংস করিতে হইবে, ইহার ন্যায়সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। তবে দেশ-কাল-পাত্রভেদে, যুদ্ধকালে, স্বদেশ-আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশবাসীদিগের প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা না থাকিলে, উহার প্রয়োগ অবৈধ না-ও হইতে পারে ; আবার বিশ্বমঙ্গল আদর্শের দিক্ হইতে মানব-প্রাণ নাশের জন্য উহার ব্যবহার হয় ত একদিন সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা কি করিয়া সমাজের উপকার সাধন করা যায়, তাহাই

বিশেষরূপে জানা ও তদনুসারে কার্য্য করা সমাজ-হিতব্রতের অঙ্গ; এ কথা যেমন জড়-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সত্য, সমাজ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তেমনই সত্য। জড়বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা সমাজ উপকৃত হইবে কি না, তাহা বুঝিতে পারা এবং তদনুকূল যন্ত্রাদি বা জিনিষপত্রাদি নির্ম্মাণ করা বিশেষজ্ঞের কাজ; অবৈজ্ঞানিকের উপর উহার ভার অর্পণ করিলে সে একটা অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে। সমাজ-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা কি ভাবে সমাজ উপকৃত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা আরও কঠিন, যা'কে তা'কে এ বিষয়ের ভার দেওয়া চলে না। ভার দেওয়া না চলিলেও, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলে যদি কেহ সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রবিশেষ নিজের শরীর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহাতে বাধা দিবে কে! ফল ভালই হউক বা মন্দই হউক, সমাজকে কোন না কোন প্রকারে উহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

মার্কিণ সমাজকেও বহু প্রকার ব্যভিচারের ফল গ্রহণ করিতে হইতেছে, স্বেচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছায়ই হউক। পাঠকদিগের অনেকেই হয় ত জানেন যে, উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে সুপ্রজনন-বিদ্যা নামে সমাজবিজ্ঞানের একটা বিভাগ কিছুকাল যাবৎ বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। এই বিদ্যার উদ্দেশ্য, যে সকল প্রভাব দ্বারা জাতির আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হইতেছে, যথাসম্ভব সে প্রভাবগুলির নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ দ্বারা জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করা। পিতামাতার দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে ভবিষ্যৎ

বংশধরগণের দেহ ও মন সবল ও সতেজ হইবে এবং ক্রমে ক্রমে সমাজের দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত, অভাবপীড়িত, দুর্নীতিপরায়ণ প্রভৃতি লোকগুলি লোপ পাইবে, ইহা উক্ত বিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সমাজ-হিতৈষী এই বিদ্যার আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। পক্ষান্তরে অনেক স্বেচ্ছাচারী ও স্বেচ্ছাচারিণী এই বিদ্যার নামে দুর্নীতিপরায়ণতা ও লাম্পট্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সমাজের গ্লানি আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। একটি দৃষ্টান্ত এই :—

মিসেস্ গ্রেস নেইলহাউস বার্ণহাম্ ধনশালী ব্যক্তির পত্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। রমণী নিঃসন্তানা। বৈধব্যের পর তিন বৎসর কাটিয়া গেল, ইনি নিউইয়র্ক শ্রমজীবি-স্বাস্থ্য সমিতির কার্য্য-পরিচালিকা পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্তান না থাকায় কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি আসিল না ; ছেলেই হউক বা মেয়েই হউক, একটি সন্তানের অভাব ও আবশ্যকতা ইনি অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। দত্তক সন্তান গ্রহণে তাঁহার অভিরুচি হইল না ; পরের সন্তান কি কখনও আপন হয়! বিশেষতঃ তাঁহার এখনও সন্তানের জননী হইবার বয়স অতিক্রম করে নাই। বয়স মাত্র একচল্লিশ। মিসেস বার্ণহাম সঙ্কল্প করিলেন, যে ভাবেই হউক স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের মুখ দেখিতেই হইবে, সমাজ নিন্দা করে, করুক,—সন্তান বেশী না, সমাজ বেশী? সম্পত্তির পরিচালক তাঁহার সঙ্কল্পে মত দিলেন, আত্মীয়-স্বজনরাও নাকি সম্মতি-

দান করিলেন। রমণী প্রৌঢ়া হইলেও দেখিতে যুবতীর ন্যায় এবং সুন্দরী। বিজ্ঞান-সম্মত উপযুক্ত সঙ্গীর (সায়েন্টিফিক্ মেট) সন্ধান লাভ আবশ্যক হইল, সন্ধানও মিলিল। নিউইয়র্ক সহরস্থ জনৈক নবীন উকীল মিসেস্ বার্ণহামের "বৈজ্ঞানিক সঙ্গী" নিযুক্ত হইলেন। সঙ্গীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবারও ব্যবস্থা হইল। রমণী গর্ভবতী হইয়া নিউইয়র্ক সহরস্থ ষ্টুইভেসাণ্ট স্কোয়ারের হাস-পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল, ইহার নাম রাখা হইল 'ভেরা'। মিসেস্ বার্ণহাম্ সুপ্রজনন বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের ফল দেখাইয়া মার্কিণ সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন! চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উঠিল, কেহ কেহ সুপ্র-জননের 'জয়' গাহিলেন, কেহ বা শ্রাদ্ধ করিলেন, কেহ কেহ উচ্চ-বাচ্য না করিয়া সংযতভাবে কহিলেন, এরূপ ঘটনা এ দেশে বিরল নহে!

এই ঘটনার পর মার্কিণ সমাজে কিরূপ আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহার সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী জেন অ্যাডাম্‌স্ বলিলেন, "সুপ্রজনন বিদ্যার ভবিষ্যৎ সাফল্যের পক্ষে উহার সহিত বৈধ বিবাহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা একান্ত আবশ্যক।"*

*"If eugenics is to succeed at all it will have to be on a different basis. It will have to be more closely allied to legitimate marriage."

শিকাগোর ফার্ষ্ট মেথডিষ্ট এপিসকোপ্যাল চার্চ্চের অধ্যক্ষ ডাক্তার জন টমসন কহিলেন,—

"এরূপ কার্য্য এক দিকে যেমন খৃষ্টধর্ম্মের রীতি-নীতিবিরুদ্ধ, অপর দিকে তেমনই, বৈধ পিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক না থাকায়, উহা সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর।"

বিচারক জোসেফ স্যাবাথ বলিলেন, "যদি এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে, তবে সমাজের পক্ষে উহা ভয়ঙ্কর অশুভ ফল প্রদান করিবে।"

শিশু চিকিৎসায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আইসাক অ্যাবট ও উক্ত মত সমর্থন করিয়া কহিলেন, "এরূপ ঘটনা সমাজে বিস্তার লাভ করিলে সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

মহিলাদের নগর-সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিসেস বি, এফ, ল্যাং-ওয়ার্দ্দি কহিলেন, "নিউইয়র্কের উদাহরণ যদি আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়, তবে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে।"

সুবিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী ক্লারেন্স ড্যারো কহিলেন, এরূপ কার্য্যে সুপ্রজনন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। সুপ্রজনন দ্বারা সর্ব্বদোষশূন্য সমাজ গঠন করা অসম্ভব, উহা কস্মিন্ কালে হইবে না।"

ডাক্তার সি, এস, রিস্‌নার কহিলেন, "মিসেস বার্ণহামের কার্য্য আমেরিকার নৈতিক অবনতির মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। পরমেশ্বরের চক্ষে উহা কখনও নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া লাম্পট্যের দোষ ঢাকা চলে না।"

বিচারক বেন্ লিণ্ডসে কহিলেন, "মিসেস বার্ণহামের কার্য্য

সমর্থন করিতে পারে, এরূপ ভাবে সমাজ এখনও প্রস্তুত হয় নাই. এরূপ কার্য্যে সমাজের পক্ষে ভয়ের কারণ রহিয়াছে।" তিনি আরও এই মত প্রকাশ করেন, কতিপয় সুবিখ্যাত নারী মিসেস বার্ণহামের মত সন্তান লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জানা আছে।

মিসেস্ বার্ণহামের কার্য্য সমর্থিতও যে না হইয়াছে, তাহা নহে ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার হান্টিংটন বলিলেন, "মিসেস্ বার্ণহামের কার্য্য-ফল সুপ্রজনন বিদ্যা চর্চ্চার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। ইনি যথোচিত কাজই করিয়াছেন।" মার্কিণ নারীদের মধ্যে অনেকে মিসেস্ বার্ণহামের কার্য্যের সমর্থনকারিণী রহিয়াছেন।*

অনেকে মনে করেন, মিসেস্ বার্ণহাম গর্ভ সঞ্চারের পর সুপ্রজনন বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইয়াছেন। যদি সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার এত বলবতী ছিল, তবে তিনি বিবাহ করিলেন না কেন? টাকা-পয়সার অভাব ছিল না; বিদ্যা, বুদ্ধি, পদ, দেহশ্রী ও ছিল; সুতরাং উপযুক্ত স্বামীর অভাব ঘটিত না। বিবাহ না করিয়া সভ্য-সমাজবিগর্হিত পন্থা অবলম্বন কি তাঁহার পক্ষে ভাল হইয়াছে? ইহা সত্য যে, সমাজের রীতি, নীতি পরিবর্ত্তনশীল; আজ যাহা প্রচলিত আছে, কাল তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং সমাজের উন্নতির জন্য প্রচলিত

*শিকাগো ট্রিবিউন্, জানুয়ারী ২২ এবং ২৩; ১৯২৮।

অনেক কুরীতি ও কুনীতির পরিহার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যে, সকল রীতি-নীতিরই পরিবর্ত্তন বা পরিহার করিতে হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের বিশুদ্ধতার সংরক্ষণ দ্বারা সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বন্ধন সুদৃঢ় হয় ; এ জন্য কোন সভ্য জাতিই বিশুদ্ধ পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের বিরোধী নহেন, বরং প্রায় সকল সভ্য জাতিই উহার সংরক্ষণের জন্য যত্নবান। বিধবার দাম্পত্য-জীবনের অবসান হইয়া থাকিলেও তাহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন আছে। পারিবারিক জীবনের সংযমের উপর তাহার সামাজিক জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। স্বেচ্ছাচারিণী সমাজের চক্ষে ঘৃণিতা ; ইহার কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অপব্যবহার দ্বারা সে সমাজ-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। সমাজ চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যার বিরুদ্ধে কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছে ; দাম্পত্য জীবন কলুষিত করার বিরুদ্ধে সমাজের বিধি রহিয়াছে। বিধবার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন বিধিবদ্ধ না থাকিলেও, সমাজ জন-মত দ্বারা উহার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিয়া থাকে। অপরাধ সমর্থনের জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন সমাজের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যভিচার সম্মানিত, পদস্থ ও সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝেও সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সিবাষ্টিয়ান, এস্, ক্রেস্‌গি যুক্তরাষ্ট্রের একজন ধনশালী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কেবল মাত্র ধনশালী বলিলে ইহার ধনের পরিচয় দেওয়া হয় না ; ইনি ব্যবসা করিয়া এক জীবনে ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার

বা প্রায় ৮০ কোটি টাকার সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বয়স ছিল একষট্টি বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও তিনি আপন স্ত্রীতে অনুরক্ত না থাকিয়া গোপনে গ্রেডিস্ ফিস্ নাম্নী এক চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয়া যুবতীর সহিত ব্যভিচারে রত ছিলেন। পুলিসের অনুসন্ধানে ক্রেস্গি হাতে-হাতে ধরা পড়েন। ইহার পর মিসেস্ ক্রেস্গি স্বামীর সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রেসগির চরিত্রের সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করেন। এ স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, পুলিস কর্ত্তৃক যখন ক্রেসগির ব্যভিচার ধরা পড়ে, তখন তাঁহার নিকট এক বোতল সুরাও পাওয়া যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে ক্রেস্গি মদ্যপান নিরোধ আইনের প্রতিষ্ঠা কল্পে পনর লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে অসংযম ও কপটতার এরূপ অনেক উদাহরণ রহিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের কোন এক পরলোকগত প্রেসিডেন্টের নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভয়ানক দুর্ণাম রটিয়াছিল। ঘটনার বিবরণ বাঙ্গালার কোন এক প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

গির্জ্জার অধ্যক্ষদিগের মধ্যেও ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হল-মিল মামলায় যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, ডাক্তার হল নামক এক সুশিক্ষিত ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রসিদ্ধ গির্জ্জার অধ্যক্ষ

পদে সমাসীন ছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ ও চরিত্রবান বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু ইনি মিসেস মিল নাম্নী এক বিবাহিতা নারীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন। কালক্রমে মিসেস হল স্বামীর ব্যভিচারের বিষয় অবগত হইয়া কতিপয় লোকের সাহায্যে গোপনে ডাক্তার হলের ও তাহার প্রণয়িণীর প্রাণ নাশ করে। পুলিস প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মিসেস হলকে নর হত্যার অভিযোগে বিচারালয়ে উপস্থিত করে। বিচারে মিসেস হল অব্যাহতি লাভ করিলেও, ডাক্তার হলের ব্যভিচার ও মিসেস হলের স্বামী-হত্যার অপরাধ সম্বন্ধে লোকের মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না।

এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

(৩)

পতি-হত্যা

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যভিচারিণী স্ত্রী দ্বারা যতগুলি ভীষণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে, তন্মধ্যে "স্নাইডার" ঘটনা অন্যতম। দাম্পত্য জীবনের এরূপ জঘন্য অবমাননা আমেরিকায় দিনের দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—মিঃ স্নাইডার নামক এক ভদ্রলোক কোন এক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইনি সদাচারী ও স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু মিসেস স্নাইডার স্বামীকে ভাল বাসিত না, পরপুরুষের সহিত তাহার প্রেম-লীলা চলিত। স্ত্রীর প্ররোচনায় মিঃ স্নাইডার একলক্ষ ডলারের জীবন-বীমা করিয়া স্ত্রীকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেন। কিছুকাল যাবৎ গ্রে নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত মিসেস

স্নাইডারের গুপ্ত প্রেমাভিনয় চলিতেছিল। মিসেস স্নাইডার দেখিল, স্বামীকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিতে পারিলে এক লক্ষ ডলার হস্তগত হইবে, অপরদিকে অবাধ প্রেমের অভিনয়ও পূর্ণ মাত্রায় চলিবে। এই ভাবিয়া মিসেস স্নাইডার বিভিন্ন উপায়ে বারম্বার স্বামীর প্রাণ নাশের চেষ্টা করে, কিন্তু কোন চেষ্টা সফল হয় না। ইহার পর, পিশাচী নারী উপপতি গ্রের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া উভয়ে মিলিয়া গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত স্নাইডারকে অতীব নৃশংসভাবে নিহত করে। প্রথমবার আঘাতের পর স্নাইডার বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠেন, কিন্তু পত্নীর দ্বিতীয় বারের প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাশায়ী হন। ইহার পর মিসেস স্নাইডার সংজ্ঞাহীন স্বামীর গলদেশে তার জড়াইয়া, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করে। হত্যাকাণ্ডের পর মিসেস স্নাইডার ও গ্রে গৃহের জিনিষ পত্র এমন ভাবে বিশৃঙ্খল করিয়া রাখে যেন বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা মিসেস স্নাইডারকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে, এই ভাব প্রকাশের জন্য গ্রে মিসেস স্নাইডারের হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া চলিয়া যায়। পর দিন ঘটনা প্রকাশ পাইলে পর, পুলিস আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করে। মিসেস স্নাইডার পুলিশকে বলে, ডাকাতেরা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে। পুলিসের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, উহারা তদন্ত করিয়া অবশেষে গ্রের সন্ধান পায় ও তাহাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রে পুলিসের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়।

স্নাইডার হত্যার মামলা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ মামলার ইতিহাসে অতি স্মরণীয়। এই হত্যাকাণ্ডের সংস্রবে যুক্তরাষ্ট্র বাসীদের মনে স্বামীহন্ত্রী মিসেস স্নাইডার ও পিশাচকল্প গ্রের প্রতি যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে না। উহাদের চরম শাস্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মাঝে মতভেদ ছিলনা বলিলেই হয়, তবে কেহ কেহ মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্ত্তে আজীবন কারাদণ্ডের পক্ষপাতী ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সাত খুন মাপ হয়, কিন্তু স্নাইডার হত্যার মামলায় মিসেস স্নাইডারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার লোক একমাত্র তাহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভিন্ন আর কেহ ছিলনা। বিচারক উভয় আসামীর প্রতি ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। নিউইয়র্ক ষ্টেট সুপ্রিম কোর্টে এবং পরে গবর্ণরের নিকট আপীল করা হয়, কিন্তু কোনই ফল হয় না, পূর্ব্ব দণ্ডাদেশই বহাল থাকে। অবশেষে ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে উভয়ের পাপ জীবনের অবসান হয়।*

যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী হত্যা আকস্মিক বা অসাধারণ ঘটনা নহে। প্রতিবৎসর স্বামী-হত্যার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ইহা একটি ভয়ঙ্কর বিষময় ফল। আজ যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রী-

*লেখকের রচিত স্বামী-হন্ত্রী গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উপন্যাসের আকারে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

হন্তা অপেক্ষা পতি-হন্ত্রীর সংখ্যা অধিক বলিয়া মনে হয়। বৎসরের যে কোন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়গুলিতে বহু পতি-হন্ত্রীর বিচার চলিতেছে দেখা যায়। স্নাইডার মামলার প্রায় সমসাময়িক আরও যে সকল পতি-হত্যা মামলার বিচার চলিতেছিল তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

লিলিয়েণ্ডাল হত্যা,—ডাক্তার উইলিয়ম লিলিয়েণ্ডাল জনৈক চিকিৎসক ছিলেন, বয়স ৭৫। তাঁহার স্ত্রী বিয়াল্লিশ বর্ষীয়া মার্গারেট লিলিয়েণ্ডাল খৃষ্ট-ধর্ম্ম মন্দিরের কর্ম্মকর্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা সভার সভ্য ছিল। এই নারী বৃদ্ধ স্বামীর প্রেমে বীতরাগ হইয়া উইলিস বিচ নামক জনৈক কুক্কুট পালককে উপপতিত্বে বরণ পূর্ব্বক আধুনিক প্রথায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন ও ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতেছিল। অবশেষে মিসেস লিলিয়েণ্ডাল উপপতি বিচের সহিত পরামর্শ করিয়া একদিন বৃদ্ধ স্বামীকে মোটর গাড়ীতে এক নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যায় এবং সেখানে অপর দুইটি লোকের সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করে। পুলিস বহু প্রমান সংগ্রহ করিয়া মিসেস লিলিয়েণ্ডাল ও বিচকে হত্যার অভিযোগে বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে পর জুরীর বিচারে উহাদের অপরাধ সপ্রমাণ এবং উভয়ে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মিসেস্ লিলিয়েণ্ডালের পক্ষ-সমর্থন কালে তাহার উকীল এক স্থলে বলিয়াছিলেন, মিসেস লিলিয়েণ্ডালের মত সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপ্রাণা নারী যে তাহার স্বামীকে হত্যা করিবে, ইহা নিতান্তই অসাধারণ। উত্তরে সরকারী উকীল বলেন—

"What is unusual about a .woman killing her husband now-a-days?" অর্থাৎ আজকাল যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিবে, ইহাতে অসাধারণত্ব কি আছে?

মিসেস লিলিয়েণ্ডাল আসামীর আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া রুমাল দ্বারা বারম্বার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া এমন ভাব প্রদর্শন করিতেছিল, যেন পতির মৃত্যুতে পতিপ্রাণা সতীর বক্ষে নিদারুণ শেল পতিত হইয়াছে। অপরদিকে কিন্তু পতিপ্রাণা অনবরত চকোলেট চর্ব্বণ করিতেছিল। মিসেস লিলিয়েণ্ডালের চকোলেট চর্ব্বন দেখিয়া সরকারী উকীল মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, আসামী আদালতে বন-ভোজনে আসিয়াছেন।

ওয়েষ্ট হত্যা,—মিসেস ভেলমা ওয়েষ্ট হাতুড়ের প্রচণ্ড আঘাতে স্বামীর মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া তাহাকে নিহত করে।

উয়ার্ট হত্যা,—মিসেস ভ্যান উয়ার্ট স্বামীকে হত্যা করিয়া অমনই আমোদ-প্রমোদের জন্য বত্রিশ মাইল মোটর হাকাইয়া এক পার্টিতে যোগদান করে।

গোরান্‌সন্ হত্যা,—মিসেস মিনি গোরানসন তাহার স্বামীকে হত্যা করিবার পর বিচারার্থে আদালতে আনীত হয়। বিচারালয়ে গলদশ্রু, যুক্তকর ও উর্দ্ধনেত্র হইয়া সে জুরীর মন ভুলাইবার প্রয়াস পায়।

পতি কর্ত্তৃক পত্নী হত্যার দৃষ্টান্ত প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়, তবে এখনও অনেক দেশেই পতিহন্ত্রীর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে পত্নী কর্তৃক পতিহত্যার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যা

পারিবারিক অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার এরূপ হত্যাকাণ্ডের মূলে নিহিত। আজ অবাধ-প্রেম, পরীক্ষা-বিবাহ, আসঙ্গ-বিবাহ, সুপ্রজনন-বিবাহ প্রভৃতি আধুনিক ভাব-স্রোতে তথা-কথিত সভ্য পরিবার কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে, কে জানে!

আজ যুক্তরাষ্ট্রে অসংযত চরমপন্থীরা আধুনিকতা ও সমাজ সংস্কারের নামে অল্পশিক্ষিত নর ও নারীদিগকে দারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপের পথে ছুটাইয়া দিতেছে। ইহাদের হঠকারিতায় প্রকৃত সমাজ-সংস্কারের কার্য্য নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারের ফলে পারিবারিক অপরাধের ভীষণতা ও সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছিল, আজ অনেকেই সেই আন্দোলনের অনুকূলে কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। নারীত্বের ও মাতৃত্বের দোহাই দিয়া আজ ব্যভিচারিণী চরমদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না। যুক্তরাষ্ট্রে দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যা যে কতদূর ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়।

এই কি গণতন্ত্র ?

(১)

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ বলেন,—

"কেবলমাত্র একটি রাজনীতিক বিষয়ে যে কোন রাষ্ট্রের লোকদিগকে একমত দেখিতে পাওয়া যায়; সেই বিষয়টি হইতেছে, যথেচ্ছাচারের বাসনা।"*

মিঃ শ'র মতে মানবগণ গণতন্ত্রের বিরোধী, কিন্তু তাহারা এই বিষয়টি স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে সকল দেশে তথাকথিত গণতন্ত্রমূলক শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই মিঃ শ'র উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়।

গণতন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক প্রসিদ্ধ সমাজ-তত্ত্ববিৎ বলিতেছেন,—

এখনও গণতন্ত্র স্বপ্ন ও আশাই রহিয়াছে, উহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। এখনও উহা গোলযোগ ও অপচয় ঘটাইতেছে।

---

*"There is only one political thing on which the people of a state are unanimous and that is their desire for despotism."

(From an address before the Fabian Society in December, 1927.)

এই কি গণতন্ত্র ?

গণতন্ত্রের বড় বড় কথায় আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছি, উহার মাঝে স্থৈর্য্য দেখা যাইতেছে না। উহা আমাদের বিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতেছে।*

উল্লিখিত উক্তির মূলে সত্য রহিয়াছে, বলিতে হইবে। বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের যতই উচ্চ প্রশংসা ধ্বনিত হউক না কেন, স্বদেশ-হিতৈষী যুক্তরাষ্ট্রবাসী মনে করেন, তাঁহার দেশের শাসনতন্ত্র উচ্চ প্রশংসার যোগ্য নহে। এ সম্বন্ধে আমরা ওয়াইয়োমিং ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব নারী গভর্ণর মিসেস নেলী টি, রসের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কতিপয় বৎসর যাবৎ আমাদের সরকারী কার্য্যে নীতি ও আদর্শ অকপট ও নির্লজ্জভাবে পরিত্যাগ করা হইতেছে। আমরা জাতি-রূপে আমাদের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগের জঘন্য দুষ্কৃতি ক্ষমা করিয়াছি। ঐ দুষ্কৃতির কথা প্রকাশিত হওয়ায় দেশে কোনরূপ উচ্চ বাচ্য হয় নাই। প্রত্যেক নাগরিককে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐরূপ গ্লানি দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রীয় সৌধের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ কথায় বলিতে পারা যায়, ধরা না পড়িলে

---

* Democracy is still a dream and a hope rather than a fulfilment. It is still turbulent and wasteful, embarrassing as a bombastic relative, uncertain as a child, challanging and straining our faith. A. J. Todd. Theories of Social Progress, P. 345.

আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে কোন গ্লানি স্থান পাইতে পারে।*

"রাজনীতিক মনোনয়ন এবং নির্ব্বাচন ব্যাপারে স্বার্থান্বেষী লোকেরা নিয়ত বহু অর্থ ব্যয় করিতেছে। ইহার নিবৃত্তি না ঘটিলে আমাদের দণ্ডভোগ অনিবার্য্য। ধ্বংস আমাদের পশ্চাতে অগ্রসর হইতেছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে পদোচিত মর্য্যাদার অভাব এবং নীতি-হীনতার উদাহরণ এতই অধিক যে, তৎপ্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট না হইয়া পারে না; কিন্তু এজন্য জনসাধারণকে বড় বেশী বিচলিত দেখা যায় না। জনসাধারণের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া তাহাদিগকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসবান বলিয়া মনে হয় না; প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ লোক গণতন্ত্রের অর্থই বুঝে না। তাহারা সাধারণতঃ 'নীতির' জন্য নহে, 'লোকের' জন্য ভোট দিয়া থাকে। তারপর তাহাদের নির্ব্বাচিত লোক যখন

*"During the past few years there has been a frank and unblushing surrender of idealism in our public affairs. As a people we have condoned the most flagrant corruption in high places. No passion of indignation has swept the country at revelations of venality that every one must acknowledge, undermines the very foundations of our national structure. In the expressive slang of the day, Anything goes if you can get away with it......"

রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহাদেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, তখনও তাহাদিগের নীরবতা ও উদাসীনতা দেখিয়া মনে হয়, যেন তাহাদের মনে কোনপ্রকার দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই।

কিন্তু স্বদেশহিতৈষী মার্কিণ স্বদেশের রাজনীতিক গ্লানি সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। তিনি এই গ্লানি দূরীকরণের জন্য চেষ্টিত। জনসাধারণের প্রতি এরূপ লোকের উপদেশ-বাণী প্রায়ই ধ্বনিত হইতে শুনা যায়। রাজনীতিক দুর্নীতি এবং কুক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিবেক জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সময় মুক্তকণ্ঠে স্বীয় মনোভাব প্রচার করিয়া থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রধান দেশ, তথায় ধনিক ও ব্যবসায়ী দিগের আধিপত্য অপরিসীম। রাজনীতিক ক্ষেত্রও তাঁহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনীতিক নির্ব্বাচন ব্যাপারে অনেক অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। আত্ম-বিক্রীত অনেক নেতৃস্থানীয় লোক ধনিকদিগের আনুকূল্যে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, অপরদিকে অর্থবশীভূত বহু নাগরিক ধনিকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য ভোট প্রদান করিয়া থাকে। এই অবস্থায় ধনিক, নির্ব্বাচিত ব্যক্তি এবং সাধারণ নাগরিক—সকলেই রাজনীতিক দুর্নীতির পরিপোষক, সুতরাং অপরাধী। এই সকল লোক জানিয়া-শুনিয়াই গণতন্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। যে শাসন-তন্ত্রের মূলেই গলদ, তাহার প্রকৃত অর্থ সহজেই অনুমেয়। আসল কথা এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র (Democracy) নহে, ধনিকতন্ত্র (Dollarocracy) প্রচলিত।

যুক্তরাষ্ট্রের কোন নগরের নির্ব্বাচনই গ্লানিশূন্য বলিয়া মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ শিকাগো নগরের কথা ধরা যাউক। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শিকাগোর নাগরিক সমিতি ঐ নগরের ভোট সম্পর্কীয় প্রতারণার তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন যে, ভোটের পরীক্ষক ও কেরাণীদিগের অনেকেই অবৈধ ভোট গ্রহণের জন্য দায়ী। শিকাগো নাগরিক সমিতির রিপোর্ট প্রকাশ কালে উল্লিখিত কর্ম্মচারীদের ২৩ জন এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং আরও প্রায় একশত কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে ভোট প্রতারণার অভিযোগ উপস্থাপিত হয়।

উক্ত রিপোর্টে ইহাও প্রকাশিত হয় যে, শিকাগো নগরস্থ কোন কোন ওয়ার্ডের উপ-বিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রতি নির্ব্বাচনে অনুগৃহীত পদপ্রার্থীদের অনুকূলে প্রায় তিন শত মিথ্যা ভোট গ্রহণ করিয়া থাকে। শিকাগো নাগরিক সমিতি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঐ নগরের প্রায় দুই শত পঞ্চাশটি উপ-বিভাগে বহু দিন যাবৎ ভোট সংক্রান্ত প্রতারণা চলিতেছে।

শিকাগো নাগরিক সমিতির রিপোর্টে ইলিনয় ষ্টেটের তৎকালীন গভর্ণর মিঃ স্মলের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নগরের বিচার ও শাসন বিষয়ে এবং মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে অত্যন্ত অনাচার চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। *

* The 53rd Annual Report of the Citizens' Association, Chicago.

সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার অপব্যবহারের উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্রে মোটেই বিরল নহে। ১৯২৮ অব্দের প্রথম ভাগে ইণ্ডিয়ানা ষ্টেটের গভর্ণর এডোয়ার্ড জ্যাকশন দশহাজার ডলার উৎকোচ-ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর ওয়ারেন টি, ম্যাক-ক্রে এক গুরু অভিযোগে ফেডারেল কোর্ট কর্ত্তৃক এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ওকলাহামার গভর্ণর হেনরী এস, জনষ্টন দুর্নীতি ও অনাচারের ছয়টি অভিযোগে অভিযুক্ত হন। গভর্ণর জনষ্টনের সহিত ষ্টেট সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাষ্টিস ফ্রেড টি, জনসন ও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পূর্ব্বে ওকলামার গভর্ণর জে, সি, ওয়াল্টন অবৈধভাবে ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। আমরা পূর্ব্বে ইলিনয় ষ্টেটের গভর্ণর মিঃ স্মল সম্বন্ধে এক অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছি। অবৈধভাবে সরকারী টাকা গ্রহণ সম্পর্কে ঐ অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এবং তাঁহার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। গভর্ণর স্মলের বিরুদ্ধে বারংবার আদালতে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার কর্ম্মকালের অবসানে তিনিই আবার গভর্ণরের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন! ইহা তথা-কথিত গণতন্ত্রের একটি রহস্য। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারমণ্ট ষ্টেটের গভর্ণর গ্রাহাম সরকারী টাকা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২০ হইতে ১৯২৮ অব্দের মধ্যে ষ্টেট-গভর্ণরদিগের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত হয়, তন্মধ্যে এস্থলে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, কোন গভর্ণরের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উপস্থাপিত হইলেও তাহার ফলে সমাজে বিশেষ কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না।

উচ্চপদস্থ ষ্টেট কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় ফেডারেল কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধেও গুরু অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়া থাকে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সিনক্লেয়ার-ফল ষড়যন্ত্র মামলায় যুক্তরাষ্ট্রে বেশ একটুকু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। উচ্চপদস্থ ফেডারেল কর্ম্মচারী এ, বি, ফল ওয়াইয়োমিং ষ্টেটের টি-পট ডোম নামক প্রায় ৪০ কোটি টাকা মূল্যের তৈল-ভূমিটাকে অবৈধভাবে হ্যারি এফ, সিনক্লেয়ারকে ইজারা দেওয়ায় এই ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি হয়। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ, আইন অমান্য, চোর দস্যু ও দুষ্ট লোকদের সহিত সহযোগিতা প্রভৃতির অভিযোগ অনবরত উপস্থাপিত হইতেছে। কিন্তু বেশীর ভাগ অভিযোগই আদালতে উপস্থাপিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব এটর্নী জেনারেল ডব্লিউ, এইচ, ক্রীন কিছুকাল পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় একলক্ষ সরকারী কর্ম্মচারী একমাত্র ভলষ্টেড বা মদ্যনিরোধক আইনের সংস্রবে দৈনিক প্রায় দশকোটি টাকা ঘুষ খাইয়া থাকেন। প্রকাশ, ১৯২৫

খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ একলক্ষ পয়ত্রিশ হাজার নরহন্তা অবাধে বিচরণ করিতেছিল। এতদ্বারা শাসন ও বিচার বিভাগের শৈথিল্যই সূচিত হইতেছে। কেবলমাত্র শাসন ও বিচার বিভাগের শৈথিল্য বলিলে কথাটা পরিষ্কার হয় না। আসল ব্যাপারটা আরও গুরুতর। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার লোক নরহত্যার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হয় কিন্তু তন্মধ্যে অনধিক পনর সহস্র লোক দণ্ডিত হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ওহাইয়ো ষ্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মার্শ্যাল বলেন, আদালতের বিচারে মুক্ত নরহন্তাদিগের মধ্যে যাহারা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা বাদ দিলেও ১৯২৫ অব্দে অন্ততঃ এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নরহন্তা সমাজ-বক্ষে অবাধে বিচরণ করিয়া অপরাধের ভীষণতা ও সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিতেছে। যে দেশে নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এক লক্ষ পচাত্তর হাজার লোকের মধ্যে অনধিক পনর হাজার লোক দণ্ডিত হয় সে দেশের শাসন পদ্ধতির মধ্যে যে বিশেষ রকম গলদ আছে তাহাতে ভুল নাই। আজ অন্যান্য যে কোন দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে নরঘাতকদিগের সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং বলিতে পারা যায়, মার্কিণ গণতন্ত্রের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে নরঘাতকদিগের বৃহত্তম দল সৃষ্ট হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি ট্যাফ্‌ট বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রে যে ভাবে ফৌজদারী আইনের প্রয়োগ হইতেছে তদ্দ্বারা সভ্যতার গ্লানিই সূচিত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধীর বিচার ভাগ্যের ক্রীড়া স্বরূপ। বিচারে অপরাধীর

মুক্তিলাভের সম্ভাবনাই অধিক, এবং অপরাধী মুক্তি লাভ করিলে জনসাধারণ তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বলিয়া বোধ হয়।*

যুক্তরাষ্ট্রে আইনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে না। এজন্য দায়ী কে? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, কেহই এজন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, কেননা, আইনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারীএবং দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে আইন অমান্যের অভিযোগ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ মার্কিণ নাগরিক বলিতেছেন, "দেশে আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত না হওয়ায় বিচারকগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেন। তাঁহারা অনেক সময় পুলিস, সরকারী উকীল এবং জুরীকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমবেত ভাবে দোষী মনে করিয়া থাকেন। সরকারী উকীলেরা বিচারক, পুলিস এবং জুরীর উপর দোষারোপ করেন। জুরী মনে করেন, সরকারী উকীল, পুলিস এবং বিচারকগণই প্রকৃতপক্ষে দোষী। জনসাধারণ মনে করেন, জুরী, সরকারী উকীল, পুলিস এবং বিচারক সকলেই দোষী। বিচারক এবং সরকারী উকীল কখন কখন বলেন, শেষ বিচারে জনসাধারণই দোষী, কেননা তাঁহারা সরকারী পদে কার্য্যদক্ষ লোকদিগকে

---

*"The administration of criminal law in this country is a disgrace to civilization......The trial of a criminal seems like a game of chance with all the chances in favour of the criminal and if he escapes he seems to have the sympathy of sporting public."

নির্ব্বাচিত করিবার জন্য ভোট দান করেন না এবং আদালতে জুরীর কার্য্য করিতে সম্মত হন না। উত্তরে জনসাধারণ বলিয়া থাকেন, যখন সৎ ও চরিত্রবান নাগরিক জুরীর কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন, তখন বিচারক ও উকীলেরা তাঁহাদিগকে দূর করিয়া অনুপযুক্ত লোকদিগকে জুরীর পদে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পান।†

উল্লিখিত নাগরিক আরও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে কেবল যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাই নহে, ব্যবস্থাপক সভা, পুলিস এবং বিচারকদের প্রতিও জনসাধারণের অশ্রদ্ধার ভাব ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। আবার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রতি শেষোক্ত লোকদিগের অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।*

এতদ্বারা গণতন্ত্রের প্রতি মার্কিণ জন-সাধারণের আস্থা কিরূপ, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

মার্কিণ রাজনীতি সম্বন্ধে বিচারক লিণ্ডসে বলিতেছেন, দল অথবা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ যতই হীন হউক না কেন, রাজনীতি

† Welfare Magazine ('Law Enforcement—And How' by R. J, Finnegan), December, 1927.

*"It Is not difficult to establish that not only is there a wide-spread disrespect for law in the United States, but that there is a growing disrespect for those who make, enforce and interpret the laws. And that on the part of those who make, enforce and interpret the laws, there is a growing disrespect for people who put them into office." Welfare Magazine, December, 1927.

ক্ষেত্রে সে স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা হইয়া থাকে। আসলে রাজনীতিক নির্ব্বাচনে নাগরিকদিগের বিভিন্নদলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না; প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তাহাদেরই স্বার্থ-রক্ষার জন্য। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য, গভর্ণ-মেণ্টের উপর আধিপত্যস্থাপন; তাহাদের অনুগৃহীত এবং অর্থ-বশীভূত চরেরা তাহাদেরই জন্য নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের বাঞ্ছিত লোকেরা যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে তজ্জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইয়া থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী সংহত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণেই সমগ্র নির্ব্বাচন ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পদপ্রার্থী রাজনীতিক নেতারা ব্যবসায়ীদিগের হস্তের ক্রীড়াপুত্তলী স্বরূপ। তাহাদের লাভ, পদ এবং ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত অর্থ। গণতন্ত্রের ভিত্তি—জনসাধারণের স্বার্থ সর্ব্বদাই উপেক্ষিত হইয়া থাকে; রাজনীতিক নেতৃবর্গের অপ্রকাশ্য কথাবার্ত্তায় অথবা গুপ্ত বৈঠকে জনসাধারণের প্রশ্ন উঠেনা। জনসাধারণকে কিরূপে প্রতারিত ও বশীভূত করা যায় তৎসম্বন্ধে অবশ্যই ধনিক নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিক নেতাদিগের মধ্যে আলোচনা হয়।†

---

†"And the people? The dear people? In none of the private conversations or secret concourses of the politicians do I remember hearing the people mentioned except in the way that the directors of a wild-cat mining company might speak of the pros-pective shareholders whom they had yet to induce to buy stock." The Beast and the Jungle, P. 67.

এই কি গণতন্ত্র?

(২)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক লিখিয়াছেন," ওয়াসিংটন নগরে যে ৪ শত ৩০ জন প্রতিনিধি উৎসাহ সহকারে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ স্বাধীন দেশের জন্য বিধিপ্রণয়ন ও নীতি-নির্দ্ধারণকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন চতুর্ব্বিংশতিটি লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাঁহাদের অভিমত নিতান্ত ঘরোয়া বিষয় ভিন্ন পৃথিবীর জন্য কোন বিষয়ে মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হয়, এবং ঐ বৃহৎ সভার মধ্যে এমন দ্বাদশ জন লোকও নাই,—যাঁহারা বিজ্ঞতায় ও মৌলিকতায় প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। প্রতিনিধিদিগের মধ্যে গুটিকত ছাড়া আর সকলেই কোন বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের বুদ্ধি এত মোটা যে, কোন গুরুতর বিষয় শিখিতেও সমর্থ নহেন।* অবশ্য এ কথা বলিতে হইবে যে, কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে যাঁহারা বেশী কাজের লোক, তাঁহারা অনেক দিন কংগ্রেসকার্য্যে নিযুক্ত থাকার পর কংগ্রেস সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞতা

*"Of the 430 odd representatives who carry on so diligently and obscenely at Washington making laws and determining policies for the largest free nation ever seen in the world, there are not two dozens, whose views upon any subject under the sun carry any weight whatsoever outside their bailiwicks, and there are not a dozen who rise to any-

লাভ করেন ; কিন্তু এ কথা অধিকাংশ কংগ্রেস-সদস্যের পক্ষেই খাটে না। সাধারণ এক জন কংগ্রেস-সদস্যকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ; শুধু যে তিনি অনুপযুক্ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন তাহা নহে, তাঁহার মধ্যে সততার লেশমাত্র নাই। অনেক দিন কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তাঁহার জ্ঞানোদয় হয় না, তিনি যেমনটি পূর্ব্বে ছিলেন— তেমনটিই থাকিয়া যান। পূর্ব্বে তিনি চাকুরীর জন্য ঘরোয়া রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, পরেও তিনি অর্থ ও ঘরোয়া রাজনীতি ভিন্ন আর কিছু বুঝেন না। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি তৃতীয় শ্রেণীর গ্রাম্য উকীলের মত ; তাঁহার বোধশক্তি গ্রাম্য সংবাদপত্রের

thing approaching unmistakable force and originality. They are, in the overwhelming main shallow fellows, ignorant of the grave matters they deal with and too stupid to learn...The average Congressman is content to be led by the fuglemen and bellwethers. Examin him at leisure, and you will find that he is incompetent and imbecile and not only incompetent and imbecile but also incurably dishonest." H. L. Mencken, Politics, (see "Civilization in the United States," edited by H. E. Sterns, P. 24.)

সম্পাদকের অথবা পাদ্রীর মত; তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান গ্রাম্য কুসীদজীবীর মত। বস্তুতঃ সদস্যদের অনেকেই গ্রাম্য উকীল, সংবাদপত্রের সম্পাদক বা পাদ্রী এবং উত্তমর্ণ ব্যতীত আর কেহ নহেন। এইরূপ সদস্যদের কাছে জ্ঞান, বুদ্ধি ও দায়িত্বের আশা করিলে তাঁহাদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইবে।" *

উক্ত লেখক আক্ষেপের সহিত আরও বলিতেছেন, "আমাদের সাধারণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতির ভিত্তি ও গৌরবস্থল নিম্ন-সভার সদস্যদিগের পরিচয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তাহাদের বেশীর ভাগই ক্ষুদ্রসহরের খ্যাতিহীন উকীল, শিক্ষক ও পরসম্পত্তি লোলুপ উত্তমর্ণ ভিন্ন আর কেহ নহেন। সমাজে তাঁহাদের নাম নাই, জীবনে তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য নাই এবং তাঁহারা জীবনে কোনরূপ গুণের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কেহই মনুষ্যত্ববিকাশক শিক্ষার সংস্রবে আসেন নাই, তাঁহাদের কেহই সভ্যতার প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। আজ ১ শত ৪৪ বৎসর পরেও মার্কিণ গণতন্ত্রের এই অবস্থা! ঐরূপ লোকই আমাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেন, আর আমরা তাহা নতমস্তকে পালন করি! ঐরূপ লোকই আমাদের আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার পরিচালনা করেন!"

উদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করিয়া মার্কিণ রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। উল্লিখিত সমালোচনা

---

*এইচ, ই, ষ্টারন্‌স্‌ সম্পাদিত "সিভিলিজেসন্‌ ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌" নামক গ্রন্থে এইচ, এল, মেন্‌কেন্‌ লিখিত "পলিটিক্‌স্‌" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বদেশ-প্রেমিক মার্কিণ তাঁহার দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। তিনি জানেন, তাঁহার স্বদেশের রাজনীতির মাঝে এত গলদ রহিয়াছে যে উহার সংশোধন বর্ত্তমান অবস্থায় কঠিন। উচ্চ আদর্শ দ্বারা মার্কিণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত না হইলে ত্রুটি কখনও দূরীভূত হইবে না। কিন্তু আজ মার্কিণ জাতি সাধারণতঃ যে নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহার মাঝে উচ্চ রাজনীতিক আদর্শ স্থান পাইতে পারে না, সুতরাং আদর্শ-পরায়ণ মহানুভব মার্কিণ রাজনীতির সংস্রব হইতে আপনাকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখিয়া অন্যভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এক জন সুশিক্ষিত আদর্শপরায়ণ মার্কিণ মনে করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অথবা অধ্যাপনা কিম্বা অন্য কোন জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের অধিক উপকারসাধন করিতে পারেন। বস্তুতঃ আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে অসাধারণ উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহা মুখ্যতঃ রাজনীতি-চর্চ্চা দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিক্ষাবিস্তার, নানা প্রকার জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ধনাগমের প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন, প্রভৃতির ফলে আজ যুক্তরাষ্ট্রের এত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। রাজনীতিচর্চ্চা আবশ্যক সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজনীতি যদি সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি দেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়-বিশেষের জঘন্য প্রচেষ্টার ফলে নির্ব্বাচিত হইয়া উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনীতিকে কলুষিত করে, তবে তদ্রূপ

রাজনীতি দ্বারা দেশের ও দশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। মার্কিণ রাজনীতিক্ষেত্রে জনসাধারণের বিশ্বস্ত, স্বদেশপ্রেমিক ও প্রতিভান্বিত গুটিকত বিশেষজ্ঞ বর্ত্তমান থাকেন বলিয়াই উহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে।

মোটের উপর মার্কিণ রাজনীতি স্বার্থপর সম্প্রদায়বিশেষ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এক কথা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল্ বা সংহিত এবং ষ্টেট এতদুভয় রাজনীতিক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মার্কিণ ব্যবসায়ীরাই এই স্বার্থপর সম্প্রদায়। ইঁহারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ফেডারেল ও ষ্টেট ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিনিধি বা চর নিযুক্ত রাখেন। অবশ্য ব্যবসায়ীদের মনোনীত প্রতিনিধি স্থানীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ব্যবসায়ীদের বাঞ্ছিত লোক যাহাতে স্থানীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়, এ জন্য ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। এই নির্ব্বাচন-কার্য্য মার্কিণ রাজনীতিক্ষেত্রে এক অসাধারণ ব্যাপার। নির্ব্বাচন-কার্য্যের সংস্রবে দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। উৎকোচ দ্বারা সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ও জনসাধারণকে বশীভূত করণ, বিরোধী দলের সহিত প্রতিযোগিতা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, ভীতিপ্রদর্শন খুন প্রভৃতি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার মার্কিণ রাজনীতির অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় মার্কিণ রাজনীতির বিশুদ্ধতা যে কতদূর রক্ষা পায়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জনসাধারণের বিশ্বস্ত, প্রতিভাসম্পন্ন

গুটিকত শুদ্ধাচারী রাজনীতিবিশারদ মার্কিণ রাজনীতিক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়াই মার্কিণ রাজনীতির মর্য্যাদা কতক পরিমাণে রক্ষিত হয়। ইঁহারা মার্কিণ রাজনীতির দুর্নীতি ও অনাচার নিবারণে যথাশক্তি চেষ্টা পাইয়া থাকেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের জন্য প্রত্যেক ষ্টেট হইতে সেনেটর নির্ব্বাচিত হইয়া প্রেরিত হন। ষ্টেটের জনসাধারণ সেনেটর নির্ব্বাচিত করিবেন এবং নির্ব্বাচনকার্য্য দুর্নীতির সংস্রব হইতে মুক্ত থাকিবে, এরূপ নিয়ম রহিয়াছে। যদি নির্ব্বাচনকার্য্য দুর্নীতির সহিত বিজড়িত থাকে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সভার অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে সেনেটর-বিশেষ সেনেট-সভা হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইলিনয় ষ্টেট হইতে মিঃ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সভায় প্রেরিত হন; কিন্তু সেনেট সভা তাঁহাকে সেনেটর রূপে গ্রহণ করিতে এই বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন যে, মিঃ স্মিথ বিধিসঙ্গত উপায়ে নির্ব্বাচিত হন নাই। সেনেটের কতিপয় নির্ব্বাচিত সদস্য স্মিথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করেন যে, ইলিনয় ষ্টেটের কতিপয় বিখ্যাত ব্যবসায়ীর বিপুল অর্থসাহায্যেই ইনি নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন, নতুবা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচিত হইতেন। মিঃ স্মিথ নির্ব্বাচনকাল পর্য্যন্ত ইলিনয় ষ্টেটের পাবলিক ইউটিলিটি কমিশনের সভাপতিরূপে কাজ করিতেছিলেন, সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে, উক্তপদে অবস্থিত থাকিয়া তিনি নির্ব্বাচন ব্যাপারে পাবলিক্ ইউটিলিটি সংক্রান্ত ব্যবসায়ীদের

অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়া সঙ্গত কাজ করেন নাই। তাঁহার নির্ব্বাচন অবৈধ ও অনাচারদুষ্ট হইয়াছে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সভার পবিত্র আসনে তাঁহাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। এই ঘটনার সংস্রবে ইলিনয় ষ্টেটের বিশেষতঃ শিকাগো সহরের অনেক ব্যবসায়ীর সাক্ষ্য সেনেট সভায় গৃহীত হইলে পর স্মিথের অপরাধ সপ্রমাণ হয় এবং তিনি সেনেট হইতে বিতাড়িত হন। সেনেটের সিদ্ধান্ত লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষরূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। এক পক্ষ সেনেটের কাজ সমর্থন করেন, অপর পক্ষ উহার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদকারীরা অবশেষে এই যুক্তি অবলম্বন করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেটগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন, ফেডারেল বা সংহিত গভর্ণমেণ্টের অধীন নহে। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ষ্টেটের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। স্বাধীন ষ্টেট যাঁহাকে প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবেন, সংহিত সেনেটের পক্ষে তাঁহাকে গ্রহণ করা উচিত, নতুবা ষ্টেটের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। এক্ষেত্রে সেনেট সভা মিঃ স্মিথকে বিতাড়িত করিয়া ইলিনয় ষ্টেটের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ; সুতরাং সেনেটের কাজ সঙ্গত হয় নাই, ইত্যাদি।

সেনেটের পক্ষসমর্থনকারীরা ইহার উত্তরে বলেন, ষ্টেটগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন হইলেও যে সব কার্য্যে উহাদিগকে সংহিত শক্তির সংস্রবে আসিতে হয়, সে সব কার্য্যে উহাদিগের যথেচ্ছাচারিতা চলিতে পারে না। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কনষ্টিটিউসন মান্য করিয়া উহাদিগকে সংযত হইয়া চলিতে হইবে।

কোন ষ্টেটের যথেচ্ছাচারিতার ফলে যদি সংহিত শক্তির কোন বিভাগের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, আবশ্যক হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি উহার শাসনে পরিচালিত হইতে পারে। ইলিনয় ষ্টেট অবৈধভাবে সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া সংহিত সেনেটে পাঠাইয়াছেন; এইরূপ সদস্য গ্রহণ দ্বারা সেনেটকে নীতিভ্রষ্ট ও কলুষিত হইয়া পড়িতে হয়। যাঁহারা দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করিবেন, তাঁহারা যদি দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত হন, তবে তাঁহাদের প্রণীত আইনের মূল্য কি হইবে? ইত্যাদি।

আসল কথা এই, যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট মিঃ স্মিথকে ইলিনয় ষ্টেটের জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কেন না, তিনি নামে জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেও কার্য্যতঃ তিনি তাঁহার পদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া পাবলিক ইউটিলিটি ব্যবসায়ীদের অর্থসাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যাঁহাদের নুণ খাইয়াছেন—সেনেট-সভায় তাঁহাদের গুণই গাহিবেন, জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন না, এইরূপ মনে করিয়া সেনেট মিঃ স্মিথকে বিতাড়িত করেন। বিশেষতঃ ইলিনয় ষ্টেটের পাবলিক ইউটিলিটি কমিশনের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পাবলিক ইউটিলিটি সংক্রান্ত ব্যবসায়ীদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে, এরূপ কার্য্য দ্বারা তিনি আইনের অবমাননা ও নিজের অনুপযুক্ততার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উল্লিখিত উদাহরণটি আকস্মিক ঘটনা নহে, মার্কিণ রাজনীতি-

ক্ষেত্রে সেনেটর নির্ব্বাচন উপলক্ষে ঐরূপ ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। তবে অন্যায়রূপে নির্ব্বাচিত সেনেটর সকল সময় বিতাড়িত হন না, ইহার কারণ, অন্যায় সকল সময় ধরা পড়ে না, আর ধরা পড়িলেও কৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ অনেক সময়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। স্মিথের দুর্নীতি সপ্রমাণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। সেনেটের সকল সভ্যই জানেন যে, সেনেটর নির্ব্বাচনব্যাপারে দুর্নীতি ও অনাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়; অনেকেই যে ঐরূপ অনাচার-মূলক নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া সেনেট সভায় আগমন করিয়াছেন, ইহাও তাঁহাদের অবিদিত নহে। সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও অনেক সময়ই সেনেট অন্যায়কে ধামাচাপা দিয়া রাখিয়া দেন, ইহার কারণ, সেনেট সভায় এরূপ অন্যায়ের অভাব নাই। কেবলমাত্র যখন কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সদস্য সেনেট সভায় আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তখন শত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি কখন কখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

মার্কিণ রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ কথা নহে। আজ মার্কিণ রাজনীতি প্রধানতঃ মার্কিণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং অধিকাংশ রাজনীতিক দুর্নীতি ও অনাচার মার্কিণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। সংস্কারপ্রয়াসী মার্কিণ জানেন, তিনি রাজনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে ধনিকরা তাঁহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। মার্কিণ ব্যবসায়ীদের বিরাগভাজন হওয়া ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক

উন্নতির পক্ষে যে কতদূর ক্ষতিকর, তাহা কোন নাগরিকের অবিদিত নহে ; এ জন্য সাধারণ কোন মার্কিণের মনে রাজনৈতিক অনাচার দূরীকরণের ইচ্ছা স্থায়ী হইতে পারে না। সাধারণ সেনেট-সদস্য, বিচারক, উকীল, অধ্যাপক, চিকিৎসক, সরকারী কর্ম্মচারী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক এমন কি সমাজ-সংস্কারক গণও ব্যবসায়ীদের অনুগ্রহপ্রার্থী ; এমতাবস্থায় মার্কিণ রাজনীতিক গ্লানির বিরুদ্ধে বড় একটা প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতে দেখা যায় না। তবে জজ লিণ্ডসের মত দুই এক জন নির্ভীক স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি যে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ না করেন, তাহা নহে ; কিন্তু এ জন্য তাঁহাদিগকে ঘোরতর লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। জজ লিণ্ডসে তাঁহার The Revolt of Modern Youth গ্রন্থে মার্কিণ সমাজের গ্লানি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার The Beast and the Jungle নামক গ্রন্থে মার্কিণ রাজ নীতির গ্লানি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত পুস্তক প্রকাশের পর লেখকের বিরুদ্ধে যে শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিতেছেন :—

"আমি ডেনভার নগরের রাজনীতি সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। রাজনীতি সম্বন্ধে ডেনভার নগরে যাহা সত্য, আমেরিকার সকল নগরের রাজনীতি সম্বন্ধেও তাহাই সত্য— আমার এ উক্তি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে আমি আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার উক্তি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। উক্ত পুস্তকে সত্য তথ্য

প্রকাশ করায় আমার বিরুদ্ধে যে শত্রুতার উদ্ভব হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আজিও আমার কাজ বিনা বাধায় করিতে পারিতেছি না।"*

বিচারক লিণ্ডসের বিরুদ্ধে কিরূপ শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে হার্ভি ও'হিগিন্স নামক জনৈক মার্কিণ লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এক জন পদস্থ স্বদেশহিতৈষী মার্কিণের পক্ষেও স্বদেশের দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়ার সমালোচনা প্রকাশিত করা কতদূর বিপজ্জনক। লেখক লিখিয়াছেন,—

"বিচারক লিণ্ডসেকে জব্দ করিবার জন্য চোর, জুয়াড়ী ও দুষ্ট লোকদিগকে উস্কাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন এক সময় গিয়াছে, যখন ধর্ম্মমন্দিরের পাণ্ডারা পর্য্যন্ত তাঁহার স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হইয়া পড়িতেন। ট্রাম, টেলিফোন, গ্যাস এবং ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর এবং ডেনভার নগরের অন্যান্য ব্যবসায়িক যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ ও ধনশালী ব্যক্তিরা তাঁহার পদচ্যুতি ও সর্ব্বনাশসাধন জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও বিশেষরূপে চেষ্টা পাইতেছিল। বিচারক লিণ্ডসে সকলের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।"‡

*"I told the truth about politics in the city of Denver and successfully challanged all America to deny that it was the truth about all cities. I am crippled in my work to this day by the bitterness aroused through that book."

‡"The thieves, the gamblers, the saloon-keepers

মার্কিণ রাজনীতিক দুর্নীতির সমালোচনায় মার্কিণ ধনীর ও ব্যবসায়ীর যে কিরূপ গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, উদ্ধৃত বাক্য হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। সমালোচককে বশীভূত করিবার জন্য যে কত প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়, পাঠক তাহারও কতকটা পরিচয় লাভ করুন :—

"বিচারক লিণ্ডসের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে; রাজনীতিক্ষেত্রে ও আইনের ব্যবসায়ে যাহাতে তাঁহার চরম উন্নতি হয়, ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। পার্থিব ব্যাপারে যাহাতে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, তাহা করা হইবে বলিয়া আশা দেওয়া হইয়াছে।" কিন্তু বিচারক লিণ্ডসে যখন কিছুতেই প্রলুব্ধ হইলেন না, তখন তাঁহাকে জব্দ করিবার অন্যরূপ ব্যবস্থা হইল :—

have been cheered on against him. There have been times when even the churches have been afraid to aid him. The men of wealth, the heads of street railway, the telephone company, the gas and electric company, the water company and most of the other Denver Corporations and combinations of finance have made it their particular ambition and personal aim to beat him down and crush him out of public life. He has fought alone—at times absolutely alone. And he is still fighting."

এই কি গণতন্ত্র?

"বিচারক লিণ্ডসের সুনাম নষ্ট করার জন্য প্ররোচিত গণিকারা শপথ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে চরম দুষ্ক্রিয়ার অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছে। বেশ্যালয়ে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়া সেখানে তাঁহাকে দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ বলিয়া ধরাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে তাঁহার সম্বন্ধে জঘন্য কুৎসাপূর্ণ গল্প প্রচার করা হইয়াছে। বন্ধুদিগকে ভয়প্রদর্শন বা উৎকোচ প্রদান দ্বারা তাঁহার সঙ্গত্যাগে বাধ্য করান হইয়াছে, কিম্বা তাঁহাদিগকে অন্যভাবে বিতাড়িত করা হইয়াছে। এমন কি তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ আইনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। দেশের শত্রু বলিয়া ডেনভারের বণিক্-সভা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। কখন কখন তাঁহার বিচার-গৃহের বাতিগুলি নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে ; ফলে তাঁহাকে স্বয়ং নিকটবর্ত্তী দোকানে যাইয়া চর্ব্বিবাতি কিনিয়া বিচারালয়ের নৈশকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে।"*

*"To destroy his reputation, false affidavits have been swron out by fallen women, accusing him of the lowest forms of vice. Attempts have been made to lure him to houses of ill-repute where men were lying in wait to expose him. The vilest stories about him have been circulated in venomous whispers

তাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি, মার্কিণ রাজনীতির গ্লানি প্রকাশিত করা সহজ কথা নহে। মার্কিণ ব্যবসায়ী মনে ভাবেন, তিনি দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার স্বার্থরক্ষার জন্যই গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের স্বার্থকতা রহিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভা, বিচারালয় ও শাসনবিভাগ তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিয়ন্ত্রিত হইবে। স্বার্থের দিকে চাহিয়া তিনি যাহা খুসী তাহাই করিয়া যাইবেন, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিবার অধিকার নাই। যদি কেহ তাঁহার কার্য্যের ও নীতির প্রতিবাদ করেন, তবে প্রতিবাদকারীকে নিষ্পেষিত করা হইবে। অর্থের উপাসনায় অর্থগৃধ্ন ব্যবসায়ীর এ হেন মনোভাবে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

উল্লিখিত আলোচনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের জন-সাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রের আদর্শ এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নীতি ও আদর্শ বাহ্যিক জিনিষ নহে, উহা অন্তরের বস্তু। শিক্ষা

---

from man to man and woman to woman. Friends have been frightened or bought or driven from him. His life has been threatened. Special laws have been introduced at the state capital against him. The Denver Chamber of Commerce has publicly branded him as enemy of the State. At times the very lights is his rooms at the Court House have been cut off and he has had to go to the corner drug-store at night and buy himself candles to continue his work."

ও সংযম দ্বারা অন্তরকে প্রস্তুত করা না হইলে কেবল মাত্র আইন দ্বারা নীতি ও আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। মার্কিণ সমালোচক বলিতেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্জ্জীবন ও চিত্ত-সংযম বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, এজন্য বাহ্যিক শাসনের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। এখন অসংখ্য আইন দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগকে শাসিত করার চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের সমাজ-সংস্কারকদিগের কার্য্যে আধ্যাত্মিকতার আভাস পাওয়া যায় না, শিক্ষিত লোকদের চিন্তা-ধারায় আসল সত্যটা ধরা পড়ে না। তাই অন্তর্জ্জীবন বিষয়ক আসল সমস্যা লোকে বুঝিতেছেনা। সাধারণ ভাবে আমাদের সামাজিক জীবন নিষ্ফল হইতেছে,—ইহাই যথার্থ সমস্যা। প্রকৃত সমালোচনা দ্বারা বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা না হইলে আধুনিকতাবাদিগণ খাঁটি 'আধুনিক' হইতে পারিবেন না। 'সত্য উপলব্ধি' এবং আধুনিক ভাব মোটের উপর একই জিনিষ।"*

মার্কিণ সমাজতত্ত্ববিৎ বলিতেছেন, গণতন্ত্র বিষয়টা কি এবং উহার সমস্যাগুলিই বা কি, ইহা বুঝিবার চেষ্টা এবং সমাজ-নীতির সাফল্যের আবশ্যকতা অনুসারে উহার নিয়ন্ত্রণ হইলেই গণতন্ত্রের ফলে মানব উপকৃত হইতে পারে। গণতন্ত্রকে উহার চিরশত্রু 'ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা' হইতে রক্ষা করা আবশ্যক।†

*The Forum, February, 1928.

†A. J. Todd, Theories of Social Progress, P. 345.

আইনের অবমাননা

জনসাধারণের নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থিত আইনের প্রতি জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারীরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলে গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত ও উহা সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মর্য্যাদা কতদূর রক্ষিত হইতেছে, আমরা এস্থলে তাহা একটি মাত্র আইনের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা পাইব। এই আইনটি হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের মদ্য নিরোধ আইন বা ভলষ্টেড য়্যাক্ট।

পাশ্চত্যসমাজে মদ্যপান প্রচলিত। তথায় উহা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার জনসাধারণের এই কুঅভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এ উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এই প্রশংসনীয় উদ্যমের ফল যুক্তরাষ্ট্রসমাজে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখিতে চেষ্টা পাইব।

সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মনে করিয়াছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের মদ্যপান অভ্যাস দূর করা হইলে সমাজ প্রধানতঃ দুইভাবে উপকৃত হইবে। প্রথমতঃ নাগরিকদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ ঘটায় তাহাদের ধনোৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সমৃদ্ধি আরও বর্দ্ধিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের অনাচার, ব্যভিচার, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, চৌর্য্য,

লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি হ্রাস পাইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর ও নারী-দের নৈতিক চরিত্র উন্নত হইবে।

ভলষ্টেড আইন প্রবর্ত্তনের পর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভলষ্টেড আইনের কর্ত্তারা বলিতেছেন—কেমন, দেখিলে আমাদের সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনা! আমরা আইন করিয়া যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে মদ্যপান উঠাইয়া দিয়াছি, তাই দেশের এত ধন বৃদ্ধি!

প্রতিপক্ষের লোকেরা বলিতেছেন,—বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা! যুক্তরাষ্ট্রের ধনবৃদ্ধি তোমাদের ভলষ্টেড আইনের জন্য ঘটে নাই। শিল্প, কল-কারখানা, প্রস্তুত প্রণালী, আর্থিক নীতি ও ব্যবসায়িক পদ্ধতির উৎকর্ষ এবং নবোদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠতর যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তোমরা বলিবে, কারণগুলি যে ভলষ্টেড আইনেরই ফল। আমরা বলি, তোমাদের ভলষ্টেড আইন প্রবর্ত্তিত না হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের ধনবৃদ্ধি ঘটিত, কেন না, ভলষ্টেড আইনের পূর্ব্বেও ঐরূপ ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আর তোমরা যে ভলষ্টেড আইনের বড়াই করিতেছ, ঐ আইন কি সত্যই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে? তোমরা আইনের কর্ত্তা, কিন্তু বুকে হাত দিয়া বল দেখি, তোমাদের কয়জন মদের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিয়াছ? ভলষ্টেড আইন আইনের খাতায়ই আবদ্ধ রহিয়াছে। কার্য্যতঃ এবং নীতির দিক্ দিয়া উহা জনসাধা-রণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। তবে প্রকাশ্যে মদ্য-বিক্রয় ও মদ্যপান বন্ধ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার ফল শুভ হইয়াছে, বলা যায় না।

ভলষ্টেড আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অনাচার, ব্যভিচার, অপরাধ ও অন্যান্য সামাজিক গ্লানি হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া কোন সত্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রবাসী এ পর্য্যন্ত অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বরং যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে রব উঠিতেছে, ভলষ্টেড আইনের ফলে দেশ উচ্ছন্ন গেল, ঐ আইন উঠাইয়া দাও, ইত্যাদি। ভলষ্টেড আইনের আরম্ভকাল হইতে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিতেছেন। আর্থার ব্রিসবেন নামক জনৈক প্রসিদ্ধ সংবাদিক 'হেরাল্ড এণ্ড এক্সামিনার' পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে মদ্য নিরোধ আইন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তথায় জঘন্যতম অপরাধ-যুগের আরম্ভ হইয়াছে।* মদ্যনিরোধ আইনের সহিত জঘন্যতম অপরাধ যুগের কি সম্বন্ধ আছে, আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে চেষ্টা পাইব।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, বিষাক্ত মদ্যপান করিয়া বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। পূর্ব্বে লোক প্রকাশ্যে দোকান হইতে বিশুদ্ধ মদ ক্রয় করিয়া পান করিত কিন্তু ভলষ্টেড আইনের ফলে

* "The beginning of our prohibition age which was to empty prisons, insane asylums and eventually put an end to crime is strangely the beginning of the worst crime age in our history......As you travel across the continent newspapers bring you their stories of holdups, kidnappings and other crimes at every railroad station."

আইনের অবমাননা

সরকার-নিয়ন্ত্রিত ভাটিখানা এবং মদের দোকানগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সাধারণ লোকদিগের পক্ষে বড়ই অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। ভলষ্টেড আইনের ফলে প্রকাশ্যে ভাল মদ বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু জনসাধারণের পানাভ্যাস দূর হয় নাই। সুতরাং তাহারা গুপ্ত ফিরিওয়ালাদের নিকট হইতে যে কোন প্রকার মদ ক্রয় করিয়া পানের পিপাসা নিবারণ করিতেছে। এই সকল মদের অধিকাংশই বিশুদ্ধ নহে। ফলের বা অন্যপ্রকার আরকের সহিত মেথিলেটেড স্পিরিট বা উডয়্যালকোহল মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার নেশাকর পানীয় পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে এবং এই পানীয়ই গুপ্ত ফিরিওয়ালারা গোপনে বাড়ী বাড়ী সস্তায় সরবরাহ করিতেছে। এই উগ্র নেশাকর পানীয় পান করিয়া অনেকের মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছে, অনেকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা প্রকার অনাচারে ও পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ হইতেছে। বিষাক্ত মদ্যপানের ফলে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ভলষ্টেড আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক ৪ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণ চিকিৎসক-সম্মিলনের এবং নিখিল মার্কিণ মেডিকেল কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ এ, এল, রীড ঘোষণা করিয়াছিলেন—

ভলষ্টেড আইনের প্রবর্ত্তকদের এই মোটা সত্য কথাটা বিবেচনা করা উচিত যে, ঐ আইনের প্রবর্ত্তনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বিষাক্ত মদ্য দ্বারা ৬৫ সহস্র মার্কিণ নাগরিকের জীবনের দফা একেবারে

রফা করা হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে যে সকল মার্কিণ নাগরিক জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষা বিষাক্ত মদ্যপানের ফলে মৃত নাগরিকদের সংখ্যা ১৫ সহস্র অধিক বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমাকে বলিতে হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এই ভাবে পরোক্ষে লোকদিগকে বিষপান করাইয়া নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।*

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের নিয়ন্ত্রিত মদের কারখানা বা ভাটিখানা-গুলি বন্ধ হওয়ার ফলে একদিকে লক্ষ লক্ষ পরিবারের মধ্যে গোপনে মদ প্রস্তুত চলিতেছে, অপর দিকে দেশের চতুর্দ্দিকে শত শত গুপ্ত মুনসাইনের (মদ্য বিশেষ) কারখানার উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই সকল স্থানের প্রস্তুত বে-আইনী মদ দেশের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

*"There are, however, a number of plain facts that our Volsteadians might have taken into consideration. There is the bald fact based upon authentic figures, that since the enactment of the Volstead Act, 65,000 American citizens have been done to death by poisoned alchohol. This, I am told, is 15,000 more than America lost on the fields of France during the World War. These deaths occurred as a result of the health-giving influence of the eighteenth amendment. In this way indirectly, I admit, the Government of the United States is engaged in poisoning the people."

মদ্য প্রস্তুতকারীরা এবং ফিরিওয়ালারা এই গুপ্ত ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। সরকার ভলষ্টেড আইন অমান্যকারীদিগকে এবং বে-আইনী মদের ব্যবসায়ীদিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে। চেষ্টা সফল হইবে কিরূপে ?

ভলষ্টেড আইনের কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সংহিত সরকারের হস্তে। সংহিত সরকার ভলষ্টেড-আইন অমান্য কারীদিগকে ধৃত করার জন্য দেশের সর্ব্বত্র ড্রাই-এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, এই সকল লোক পানাভ্যাস বিরহিত ও শুদ্ধাচারী হইয়া সরকারী চাকুরী করিতে আসে নাই সুতরাং তাহাদের হস্তে ভলষ্টেড আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না। এমন কি কোন কোন ড্রাই-এজেণ্ট নিষিদ্ধ-মদ্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে ফেডারেল কোর্টে দণ্ডিত হইয়াছে। এই সরকারী চরেরা দেখিয়াও কিছু দেখিতেছে না, শুনিয়াও কিছু শুনিতেছে না। বরং উহারা পরোক্ষে, কখন কখন বা প্রত্যক্ষে, গুপ্ত ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।

মদ্য নিরোধ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে অনেক যুক্তরাষ্ট্রবাসী অর্থোপার্জ্জনের একটা নূতন পথ দেখিতে পাইয়াছে। তাহারা জানে,—লোকের পানাভ্যাস সহজে দূরীভূত হইবার নহে, সুতরাং মদ্য-নিরোধ আইন সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে মদের চাহিদা কমিবে না। চাহিদার অনুরূপ জিনিষ প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হইলে প্রচুর অর্থাগম হইবে। এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহু মার্কিণ

পরিবার বাটীর গোপনীয় স্থানে মদ প্রস্তুত এবং তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিতেছে। নিষিদ্ধ মদ্য প্রস্তুতের এই পারিবারিক আড্ডাগুলি গুপ্ত কুটীর-শিল্পের রূপ ধারণ করিয়াছে।

অপর দিকে, পরিবারের বাহিরে নিষিদ্ধ মদ্যের বহু বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং এক একটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া, বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে। এরূপ কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক অগণিত ধনের অধিপতি হইয়াছে। নিষিদ্ধ মদ্যের এরূপ ব্যবসায়কে চল্‌তি কথায় বুট-লেগিং (boot legging) ব্যবসায় এবং যাহারা নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাহাদিগকে বুট-লেগার বলে। অর্থলোলুপ অনেক বিশিষ্ট লোক ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশা এবং চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, বুট-লেগাররূপে আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। মিঃ রিমাস নামক জনৈক ব্যবহারাজীব নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ে এতদূর সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ তিনি 'নিষিদ্ধ মদের রাজা' (Boot-leg King) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট ব্যবসায় এত গোপনে চলিত যে, শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ উহার সন্ধান করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। আসল কথা,—পুলিস এবং সরকারী কর্ম্মচারী মিঃ রিমাস হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া নীরব থাকিত। অবশেষে কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী রিমাসের দ্বিতীয়বারের পরিণীতা পত্নীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রিমাসকে হাতে হাতে ধরিবার চেষ্টা করেন। মিঃ রিমাস ইহা জানিতে পারিয়া, তাহার স্ত্রীকে রিভলভারের

গুলীতে নিহত করেন। পুলিস রিমাসকে স্ত্রী-হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করে, কিন্তু জুরীর বিচারে রিমাস স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পাগলাগারদে প্রেরিত হন।

প্রাধান্যলাভের জন্য নিষিদ্ধ মদ্যের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। কখন কখনও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই দলের মধ্যে এমনই ভীষণ ভাব ধারণ করে যে, উহারা সত্য সত্যই বোমা, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হয় এবং ফলে অনেকের প্রাণহানি ঘটে। প্রভাতে পুলিস রক্তরঞ্জিত রাজ-পথ এবং তদুপরি নিপতিত মৃতদেহগুলি দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে। সাধারণতঃ ব্যবসায়ের নির্দ্দিষ্ট এলাকা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। নিষিদ্ধ মদ্যবিক্রয় জন্য এক দলের লোক অপর দলের নির্দ্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করিলে, দুই দলের মধ্যে সমরের সূত্রপাত হয়। সন্ধির ফলে মাঝে মাঝে শান্তি বিরাজিত থাকে। কিন্তু বহুদিন এই সন্ধি স্থায়ী হয় না। একদিন গভীর রাত্রিতে হঠাৎ আবার আকাশ ও বাতাস বন্দুক ও বোমার গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। জাগ্রত নাগরিকগণ বুঝিতে পারেন, গুপ্ত জগতের সন্ধি শেষ হইয়াছে!

প্রত্যেক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা দোকান সংশ্লিষ্ট। অধিকাংশ দোকান সরকারের চোখে ধূলি নিক্ষেপ জন্য প্রকাশ্যে অন্যান্য জিনিষ বিক্রয় করে, কিন্তু উহাদের প্রধান কাজ গোপনে নিষিদ্ধ মদ বিক্রয় করা। এরূপ

কোন দোকানের পক্ষে এক প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, অপর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া বড়ই বিপজ্জনক। এরূপ কার্য্যে রুষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক দোকানদারদের কেবলমাত্র বাড়ীঘর নহে তাহার প্রাণও বিনিষ্ট হইতে পারে।

নিষিদ্ধ মদ্যের কোন কোন বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এতই ধনবান্ ও শক্তিসম্পন্ন যে, তাহারা পদে পদে স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থলে য়্যাল-কেপোনের (Al Capone) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি উহার নাম এই দেশের অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। য়্যাল-কেপোনের সাধারণ নাম স্কারফেস য়্যাল (Scarface Al) কিছুকাল পূর্ব্বে সে শিকাগোর "গুপ্ত জগতে" সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত লোক বলিয়া পরিচিত ছিল। শাসনকর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া গোপনে ইচ্ছামত স্বীয় 'গুপ্ত রাজ্যে' শাসনদণ্ড পরিচালনা করিত। ১৯২৭ সালে 'শিকাগো-আমেরিকান' সংবাদ পত্র য়্যাল-কেপোনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলেন,—

এক সময়ে জার ও নৃপতিদের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতার সঙ্গেই কেপোনের ক্ষমতার তুলনা হইতে পারে। অথবা যুদ্ধের সময় সেনাপতির যেরূপ ক্ষমতা থাকে, কেপোনের ক্ষমতা তদপেক্ষা কম নয়। তাহার দলস্থিত লোকেরা তাহার আদেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অথবা পুরস্কৃত হইতে পারে। মিঃ কেপোন বহু ধনের অধিপতি, তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ কত, তাহা একমাত্র কেপোনই

জানে। কেপোন অপরাধের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে।*

উক্ত সংবাদপত্র আরও বলেন, কেপোনের আজ্ঞাবহ বহু দুর্দ্দান্ত, লোক রহিয়াছে। তাহারা পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে না তাহারা বন্দুক ব্যবহার দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। পাঁচ বৎসর যাবৎ কেপোনের ক্ষমতা চরমে উঠিয়াছে, এই পাঁচ বৎসর কাল তাহার দলস্থ লোকেরা তাহার প্রদত্ত বেতন ভোগ করিয়া, বিলাসিতাময় অক্লেশ জীবন যাপন করিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত কেপোনের সৌহৃদ্য আছে বলিয়াই, কেপোন দণ্ডিত হয় নাই।

মদ্য-নিরোধ আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ কেন বৃদ্ধি পাইয়াছে, উল্লিখিত উদাহরণ হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর উপর মদ্য-নিরোধ আইন বলবৎ

*"He has power equaled by that of a Czar in the days when Czars and kings were powers or a commander of troops in time of war. His order, in his sphere, can bring death or rewards to those who are of his organizations. Mr. Capone has wealth—just how great no one but Mr. Capone knows. He has reached the pinnacle in the world of crime."

রাখার ভার রহিয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই উক্ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহেন। কিছুকাল পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী এটর্ণি-জেনারেল জন, ডব্লিউ, এইচ, ক্রীম এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, প্রতিদিন নিষিদ্ধ মদ্যের সংস্রবে নাগরিক, রাষ্ট্রীয় এবং সংহিত সরকারের বহু কর্ম্মচারী প্রায় দশ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দশ লক্ষাধিক লোক জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে নিষিদ্ধ মদ্য ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন, কেনেডা হইতে গোপনে বহু লক্ষ টাকার মদ্য যুক্তরাষ্ট্রে চালান হইতেছে। এই আন্তর্জ্জাতিক চালান বন্ধ করা কঠিন। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে, এই নিষিদ্ধ ব্যবসায় বন্ধ করার জন্য যদি যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সেনাদলকে কেনেডার সীমান্তে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করা হয়, তথাপি কোন ফল হইবে না। কেননা, তাহা হইলে সাধারণ সৈনিক হইতে আরম্ভ করিয়া সেনাপতিগণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ের সহিত সকল প্রকার অপরাধ বিজড়িত রহিয়াছে। ঐ ব্যবসায়ের সংস্রবে অহরহ নরহত্যা ঘটিতেছে। এই ব্যবসায়ের লোকেরা পুলিস, সরকারী উকীল ও জুরীকে ঘুষ দিয়া বাধ্য করে। উহাদের রাজনীতিক ক্ষমতাও অনেক। ভোটদাতাদিগকে ঘুষ দিয়া অথবা নির্ব্বাচনের বিচারক ও কেরাণী-দিগকে বশীভূত করিয়া, উহারা প্রতিপক্ষের পদপ্রার্থীকে পরাভূত করিতে পারে। বর্ত্তমানের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত অনেক কর্ম্মচারী

আইন-অবজ্ঞাকারী দুর্বৃত্তদের সহায়তায় নির্ব্বাচনে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—১৯৩১ অব্দে শিকাগো সহরের মেয়র-নির্ব্বাচন ব্যাপারে টমসন ('Big Bill' Thompson) এবং জজ লাইলের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় য়্যাল কেপোনের সহায়তায় টমসন জয়লাভ করেন। এই সংস্রবে কেপোন প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিল। এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিবে আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এক প্রকাণ্ড সেনাদল সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। টমসনের পক্ষে ছিল, কেপোন ও তাহার দুর্দ্দান্ত অনুচরগণ। জজ লাইলের পক্ষ সমর্থনের জন্য সেণ্ট লুই হইতে ভীষণপ্রকৃতির লোক আমদানী করা হইয়াছিল। কেপোন স্বয়ং তাহার বর্ম্মাবৃত শকটে নির্ব্বাচনস্থলে উপস্থিত ছিল।

অনেক সময় বিচারদিগকেও সাধারণ বুট-লেগারদের মত মদ্য-নিরোধ আইন অমান্য করিতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া বলেন—তাঁহার মক্কেলের (কোন ঔষধ-বিক্রেতার) দোকানে খানাতল্লাস করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা কয়েক বোতল মদ প্রাপ্ত হয়। বিচারে ঔষধবিক্রেতা এই বলিয়া মুক্তিলাভ করে যে, তাহার দোকানে প্রাপ্ত মদের বোতলগুলি বে-আইনী নহে, ঔষধরূপে মদ্য বিক্রয় করার জন্য সে সরকার হইতে লাইসেন্স পাইয়াছে। মুক্তিলাভ করিয়া ঔষধ-বিক্রেতা তাহার মদের বোতলগুলি ফেরত পায়, কিন্তু দেখা যায়, বোতলগুলির সংখ্যা কম হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে

কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধবিক্রেতা জানিতে পারে যে স্বয়ং বিচারক গোপনে ৩টি বোতল গ্রহণ করিয়াছেন।*

কিছুকাল পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র সেনাদলের কাপ্তান জে. এল, বেস (J. L. Base) সরকারী গুদাম-ঘর হইতে বহু পরিমাণ অ্যালকোহল গোপনে স্থানান্তরিত করিয়া উহা বুটলেগারদের নিকট বিক্রয় করে। এই অপরাধে কাপ্তান বেস সামরিক বিচারে দণ্ডিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে মদ্য-নিরোধ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে তথায় নিষিদ্ধ কোকেনের আমদানী, বিক্রয় ও ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক মাদকদ্রব্য-নিবারিণী সমিতির সভাপতি এবং মাদক দ্রব্য-নিরোধ-বিষয়ক বিশ্ব সম্মিলনের সম্পাদক কাপ্তান রিচার্ড পি, হবসন কিছুকাল পূর্ব্বে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মদ্য-নিরোধ আইনের ফলে অপরাপর মাদক দ্রব্যের, বিশেষতঃ কোকেনের, ব্যবহার দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে হিসাবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মাদক দ্রব্য-নিরোধ আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে মাত্র ১ সহস্র লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ঐ অভিযোগে দশ সহস্র ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। ফিরিওয়ালাদের চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া অনেক যুবক-যুবতী কোকেন-সেবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

কোকেন ও ঐ জাতীয় অপরাপর মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ অপরাধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ

* Welfare Magazine (December. 1927), P. 1556.

সম্বন্ধে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সিয়াটল পোষ্ট ইনটেলিজেন্স (Seatle Post Intelligence) পত্র লিখিয়াছেন,—

আজ যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল ভীষণ অপরাধ সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহার শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক কোকেন সেবনের ফলে ঘটিতেছে। যে দস্যুদল ব্যাঙ্ক অথবা দোকান লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, তাহারা হত্যাকার্য্যের উত্তেজনালাভ জন্য কোকেন সেবন করিয়া লয় এবং কার্য্যশেষে তাহারা অত্যধিক শক্তিবিশিষ্ট মোটর গাড়ীতে চড়িয়া পলায়ন করে।*

নিউইয়র্কের গোয়েন্দা বিভাগের (Bureau of Criminal identification) প্রধান কর্ত্তা গারহার্ড কুনে বলেন, "লুণ্ঠনকারীরা যেরূপ অনাবশ্যকভাবে আক্রান্ত লোকদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে, তাহাতে আমার মনে হয় যে, উহারা কোকেন বা ঐ শ্রেণীর অন্য কোনরূপ মাদকদ্রব্য সেবন না করিলে ঐরূপ অত্যাচার করিতে পারে না।"

তাই দেখা যাইতেছে, মদ্য-নিরোধ আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন এবং অপরাপর মাদকদ্রব্যের প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

*"Cocaine commits over 60 p. c. of the crimes of violence in America to-day. The gang that is going to rob a bank or hold up a store-keeper 'peps up' on cocaine to make the killing and they make their get-away in a high-powered automobile."

যুবক-যুবতীরা ঐ সকল নেশায় অভ্যস্ত হইতেছে। ভীষণ অপরাধের শতকরা ৬০ ভাগ কোকেনাদি সেবনের ফলে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এক ব্যাধি নিরাকরণের চেষ্টায় ভীষণতর দশ ব্যাধির উৎপত্তি। এখানেই আধুনিক সভ্যতার সমস্যা। এতদ্বারা আধুনিক সভ্যতার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব কতকটা বুঝা যাইতেছে।

মদ্য-নিরোধ আইনের ফলে কখন কখন সংহিত সরকার এবং ষ্টেট-সরকারের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ উপস্থিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ড্রাই এজেণ্টগণ অনেক সময় নিরীহ নাগরিকদিগকে বুটলেগার সন্দেহে রিভলভারের গুলীতে নিহত করে। এইভাবে বহু লোক নিহত হইয়াছে। কোন ষ্টেটের নিরপরাধ নাগরিক ড্রাই-এজেণ্ট কর্ত্তৃক নিহত হইলে ষ্টেট সরকার ড্রাই এজেণ্টের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। ড্রাই এজেণ্টেরা ফেডারেল সরকারের কর্ম্মচারী, সুতরাং ফেডারেল কোর্টের বিচারে তাহারা সাধারণতঃ নরহত্যার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। ফেডারেল কোর্টের এরূপ পক্ষপাত-পূর্ণ বিচারে কখন কখন অভিযোক্তা ষ্টেট বড়ই রুষ্ট হইয়া পড়েন। মদ্য-নিরোধ-আইন সমর্থনকারী অনেক নাগরিকও এ সময়ে ড্রাই এজেণ্টদের অনাচারমূলক কার্য্যের এবং পরোক্ষে ফেডারেল কোর্টের অন্যায় বিচারের তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। সময় বুঝিয়া "ভিজা দলের" লোকেরা বাক্যে ও লেখনীতে "শুক্‌না দলের" এবং ভলষ্টেড আইনের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

মদ্য-নিরোধ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীয়

আইনের অবমাননা

নিষিদ্ধ মদ্যের আমদানী অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আমদানী বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সংহিত সরকার যথা শক্তি চেষ্টা পাইতেছেন। কেনেডার মদ্য-স্রোত বন্ধ করার জন্য কেনেডার সীমান্তে সীমান্ত-রক্ষী নিযুক্ত করা হইয়াছে। অপর দিকে য়ুরোপ হইতে সমুদ্রপথে যাহাতে নিষিদ্ধ মদ্যের আমদানী না হইতে পারে, তজ্জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রোপকূলে বহু উপকূল-রক্ষী পাহারায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু সংহিত-সরকারের এত চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। কেনেডা হইতে মদের আমদানী কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কেনেডা হইতে যুক্তরাষ্ট্রে যত মদ্য প্রেরিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৬০ লক্ষটাকা মূল্যের অধিক মদ্য প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে। কেনেডার রাজধানীতে এই রহস্য প্রকাশ পায়। যুক্তরাষ্ট্র ও কেনেডার মধ্যে বে-আইনী মদ্য-আমদানী-নিরোধ-সন্ধি এবং সীমান্ত-প্রহরী দলের নিয়োগ সত্ত্বেও ফল হইতেছে না। অপর দিকে য়ুরোপের মদ্য-ব্যবসায়ীরা যুক্তরাষ্ট্রের মদ্য-নিরোধ আইনের ফলে অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন পথ দেখিতে পাইয়াছে। তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের বুটলেগারদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া জাহাজ-বোঝাই মদ্য গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে চালান দিতেছে। বিদেশীয় মদের জাহাজগুলি যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা বহির্ভূত সমুদ্রে অপেক্ষা করিতে থাকে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের বুটলেগারগণ নৈশ অন্ধকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টীমার লইয়া ঐ জাহাজে গমন করে এবং ষ্টীমার বোঝাই করিয়া অতি সতর্কতা সহকারে ফিরিয়া আইসে। অতি গোপনে এই কার্য্য

নির্ব্বাহ হয়। কখন কখন উপকূল-প্রহরীরা বিদেশীয় মদের জাহাজ এবং বুটলেগারদের ষ্টীমার বা নৌকা হাতে হাতে ধরিয়া ফেলে। গ্রেপ্তার কার্য্য বড় সহজে সম্পন্ন হয় না। বুটলেগারগণ সহজে ধরা দিতে প্রস্তুত নহে। অনেক সময় রীতিমত যুদ্ধের পর তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারা যায়। উপকূলরক্ষীরা সকল ক্ষেত্রেই বুটলেগার-দিগকে পরাভূত করিতে পারে না।

উপকূলরক্ষীদের কার্য্যকারিতায় কখন কখন সাগরচারী নির-পরাধ বিদেশীয় জাহাজ এবং অনেক সময় দেশের নির্দ্দোষ বিলাস-তরণীগুলি আক্রান্ত হয়। এই ব্যাপারে মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক মনোমালিন্যের সূত্রপাত, কখন কখন বা ফেডারেল সরকারের মদ্য-নিরোধ-সংক্রান্ত "নরহত্যা-নীতির" বিরুদ্ধে নিহত নাগরিকের ষ্টেটে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মদ্য-নিরোধ আইন অমান্য করার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ৫৭ হাজার নাগরিক অভিযুক্ত হয় এবং অপরাধীদের জরিমানার পরিমান দাঁড়ায়, ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। প্রকাশ ১৯২১ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত আইন অবমাননার সংশ্রবে অন্ততঃ ৪ লক্ষ লোক অভিযুক্ত হয়।

মদ্য নিরোধ আইনের আর একটি ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ের সহিত নারী এবং বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে ক্লীভল্যাণ্ড কোর্টের ফেডারেল জজ বলিয়াছেন,—"বুটলেগাররা তাহাদের নারীদিগকে নিষিদ্ধ মদ্যের বিক্রয়কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। কেননা, নারীরা ধৃত

হইলেও তাহারা নারীত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব হেতু কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের আগমন সংবাদ প্রদান এবং সতর্কীকরণ কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে বালক বালিকাদিগকে নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ের সহিত সংযুক্ত করা হইতেছে।"

এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ডেমোক্রেট এবং রিপাব্লিকান নামে দুইটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। ক্রমশঃ ঐ দুইটি দলের স্থলে 'শুষ্ক' ও 'সিক্ত' (The Dry and the Wet) নামক দুইটি দল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। মদ্যনিরোধ আইনের সমর্থকগণ দ্বারা 'শুষ্ক দল' এবং ঐ আইনের বিরোধিগণ দ্বারা 'সিক্ত দল' গঠিত। এই দুই দলের আপেক্ষিক শক্তিদ্বারা অধুনা অনেক রাজনীতিক ও সামাজিক প্রশ্ন মীমাংসিত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনব্যাপারেও মদ্য-নিরোধ আইনের জের চলিতেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ব্যাপারে উভয় দল ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শুষ্ক দলের পদপ্রার্থী ছিলেন, হুভার এবং সিক্ত দলের মনোনীত প্রতিনিধি ছিলেন, নিউইয়র্কের গভর্ণর য়্যাল-স্মিথ। হুভার শুষ্ক-দলকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তিনি প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্ব্বাচিত হইলে অতীব দৃঢ়তার সহিত মদ্যনিরোধ আইন বলবৎ করার চেষ্টা পাইবেন। য়্যাল-স্মিথ সিক্তদলকে ভরসা দিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিলে দেশে পুনরায় মদের স্রোত বহাইয়া দিবেন।

শুষ্ক ও সিক্ত এই উভয় দলেই প্রসিদ্ধ লোক রহিয়াছেন। কথন

কখন উভয় দলের দুইজন সুশিক্ষিত খ্যাতনামা লোকের মধ্যে কোন প্রকাশ্য বৈঠকে মদ্যনিরোধ আইন সম্পর্কে ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে সিনসিন্নাটি সহরে আমেরিকান পাবলিক হেল্‌থ এসোসিয়েশনের বৈঠকে আমেরিকার দুই জন স্বনামধন্য চিকিৎসক ঐরূপ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাদানুবাদের বিষয় ছিল এই :—মদ্যনিরোধ আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র-বাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে? এতদ্দারা যুক্তরাষ্ট্র-বাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে?

শুষ্ক দলের প্রতিনিধি ছিলেন, নিউইয়র্ক সহরের ভূতপূর্ব্ব হেল্‌থ কমিশনার এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ এইচ, এমার্শন। অপর দিকে সিক্ত দলের প্রতিনিধি ছিলেন, আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েসনের এবং প্যান-আমেরিকান মেডিকেল কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, সিন-সিন্নাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুবিখ্যাত ডাঃ চার্লস এ, এল, রীড।

ডাঃ এমার্শন বাদানুবাদপ্রসঙ্গে চিকিৎসা বিষয়ক বহু নজীর উপস্থাপিত করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পান যে, য়্যালকোহল সামান্য পরিমাণে পান করা হইলেও উহা দ্বারা শরীরের কোনই উপকার হয় না, বরং উহার ফলে মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি মদ্য-নিরোধ আইনের পরবর্ত্তী কালের মৃত্যুহারের উল্লেখ করিয়া বলেন, মদ্য-নিরোধ আইনের ফলে য়্যালকোহলের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায়, যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের বিশেষতঃ নারী ও বালক-

বালিকাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। এতৎ-সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন—

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য য়্যালকোহল পান নিতান্তই অনাবশ্যক। অতি অল্প পরিমাণে য়্যালকোহল সেবন করা হইলেও মাংসপেশী বা বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যের গুরুতর অপকার হইয়া থাকে।*

অপর দিকে বিপক্ষের প্রতিনিধি ডাঃ রীড ইহা স্বীকার পান যে, অতিরিক্ত মাত্রায় য়্যালকোহল পান করা হইলে কেবলমাত্র শরীরের অপকার হয় না, উহার ফলে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কিন্তু তিনিও বহু চিকিৎসা-বিষয়ক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পান যে, য়্যালকোহলের সাহায্যে দেহের স্নায়ুমণ্ডলী গঠিত হয় এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য অধিকাংশ লোকের পক্ষে সংযম সহকারে য়্যালকোহল পান আবশ্যক। ডাঃ রীড বলেন যে, মদ্যনিরোধ আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে নাই। উপসংহারে তিনি বলেন,—

অধিকাংশ মানবের পক্ষে য়্যালকোহলের আবশ্যকতাকে স্বাস্থ্য-

*"Beverage alchohol is wholly unnecessary for developing and keeping perfect health. No test has been devised which does not exhibit serious inferiority in functions of muscle, mind or special sense when doses of alchohol are used even in small and apparently ineffective amounts."

রক্ষার স্বাভাবিক নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাই দেখা যাইতেছে, মদ্য-নিরোধ আইনের বান্ধবগণ অসঙ্গত উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া মানবের শারীরিক ধর্ম্মের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্রের বিরোধ ঘটাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।*

আমরা য়্যালকোহল বিষয়ে কিম্বা চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নহি, সুতরাং উল্লিখিত মহাজনদিগের পরস্পরবিরোধী যুক্তির মূল্য নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই কঠিন। তবে দেখা যাইতেছে, মদ্য-নিরোধ আইন সম্বন্ধে সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই আলোচনার ফল শুভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে মদ্য-নিরোধ আইনের ফল শুভ হয় নাই। ব্যাধির কারণ নির্ণয় না করিয়া ঔষধপ্রয়োগে যেমন ব্যাধি দূরীভূত হয় না, তদ্রূপ যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ-ব্যাধির প্রকৃত কারণ অবগত না হইয়া মদ্য-নিরোধ আইনরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করায় অভীপ্সিত ফললাভ হইতে পারে নাই। বরং ইহাই দেখা যায়, রোগের প্রকৃত ঔষধ নির্ণয়ে ভুল হইলে রোগ দূরীভূত না হইয়া উহা ভীষণতররূপে

*"The necessity for alchohol may be taken as a natural law of well-being for the vast majority of the human family. We thus see that our prohibition friends, by their unwarranted zeal have succeeded in placing the constitution of the United States in conflict with the constitution of man."

বিভিন্ন দিকে আত্মপ্রকাশ করে। মদ্য-নিরোধ আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ব্যাধি যে কতদিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে, পাঠক তাহার আংশিক পরিচয় পাইয়াছেন আসল কথা, জোর করিয়া আইন প্রবর্ত্তন করায় বাঞ্ছিত ফললাভ হয় না। যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের প্রাণে মদ্য-পানের অদম্য স্পৃহা রহিয়া গিয়াছে, আর আইন দ্বারা সেই স্পৃহাকে বিদলিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা বাতুলতারই নামান্তর। সংযম ভিন্ন ভোগের স্পৃহা দূরীভূত হইতে পারে না। আধুনিক সভ্যতা সংযমের পরিবর্ত্তে ভোগের স্পৃহাকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে, সুতরাং আইন দ্বারা লোকদিগকে ভোগ হইতে বিরত থাকিতে বলা হইলে সে উপদেশ তাহারা গ্রাহ্য করিবে কেন? প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল শিক্ষা ব্যতীত আইন দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে সামাজিক গ্লানি দূর করা যাইতে পারে না,—যুক্তরাষ্ট্রের মদ্য নিরোধ আইন আমাদিগকে ইহাই বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেছে।

উল্লিখিত আলোচনায় মার্কিণ গণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ রূপ কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে; আধুনিক সভ্যতার মাঝে গণতন্ত্রের আদর্শ যে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে পরিণত হইতেছেনা পাঠক তাহার আংশিক পরিচয় পাইয়াছেন। বস্তুতান্ত্রিক ও ব্যবসায়িক সভ্যতা জনসাধারণকে গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছে বলিয়া আজ অনেকেই মত প্রকাশ করিতেছেন। ঐ অভিমত যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, পাঠক পরবর্ত্তী অধ্যায়েও তাহার কতক পরিচয় পাইবেন।

অপরাধের বিভীষিকা

(১)

কিছুকাল যাবৎ পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশে অপরাধের ও অপরাধীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। বিষয়টা আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান বিশেষত্বে পরিণত হইতে চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অনেক দেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধ বৃদ্ধির ফলে বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। সে দিন ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র-সদস্য সার হারবার্ট সামুয়েল কমন্স মহাসভায় বলিয়াছেন যে, ঐ দেশে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ একমাত্র লণ্ডন সহরেই এই শ্রেণীর অপরাধ ১৯১৩ অব্দ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩ অব্দে চৌর্য্য, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩ সহস্র, ১৯৩১ সালে ঐ শ্রেণীর অপরাধের সংখ্যা হইয়াছে ৮ সহস্র। অন্যান্য কোন কোন শ্রেণীর অপরাধের সংখ্যা আরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সার হারবার্টের প্রদত্ত তথ্যে আর একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। সার হারবার্ট দেখাইয়াছেন যে, পঞ্চবিংশ হইতে ত্রিংশ বর্ষীয় যুবকরাই অধিকাংশ অপরাধের অনুষ্ঠাতা। তাঁহার মতে বিষয়টা একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরাধ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে সার হারবার্ট বলিয়াছেন,—বিগত মহাযুদ্ধের কালে অনেক লোক স্বদেশে উপস্থিত না থাকায় তাহাদের তরুণ সন্তানগণ শাসন ও সুশিক্ষার অভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, আজ ঐ

সকল সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া দেশে অপরাধের সংখ্যাধিক্য ঘটাই-য়াছে। অপরাধবৃদ্ধির কারণ যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি সুসভ্য ইংলণ্ডে অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেবলমাত্র ইংলণ্ডে নহে, অন্যান্য সভ্য দেশেও অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা আরম্ভ করা যাউক। এই দেশে বর্ত্তমানে অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমাজে জঘন্যতম অপরাধ দেখা দিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শিকাগো সহরের 'হেরাল্ড এণ্ড এক্সামিনার' পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আর্থার ব্রিসবেন নামক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক লিখিয়াছিলেন,—

"অনেকে ভাবিয়াছিলেন, মদ্যনিরোধ আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কারাগার ও উন্মাদাগারগুলি শূন্য পড়িয়া থাকিবে এবং অপরাধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর আমাদের দেশের ইতিহাসে জঘন্যতম অপরাধ-যুগের (worst crime age) আরম্ভ হইয়াছে। এই দেশের সকল সংবাদপত্র চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, ছেলেধরা, হত্যা প্রভৃতি সংবাদ দ্বারা পরিপূর্ণ।"

মার্কিণ ব্যবহারাজীব সম্মেলনের বিগত কতিপয় বৎসরের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, মার্কিণ ব্যবহারাজীব ও বিচারকগণের মতে অপর কোন সভ্যদেশই যুক্তরাষ্ট্রের মত অপরাধ বিষয়ে এত নিকৃষ্ট নহে।

আমেরিকার বর্ত্তমান অপরাধ-যুগে একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে। তথায় বয়স্ক পাকা বদমায়েসদিগের পরিবর্ত্তে যুবক ও যুবতীরা আজকাল পাপানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছে। শিকাগোর অপরাধ

অনুসন্ধান কমিশনের প্রেসিডেণ্ট এডোয়ার্ড ই, গোর কিছুকাল পূর্ব্বে লাসাল-হোটেলের এক সভায় বলেন,—

আজকাল যুক্তরাষ্ট্রে পুরাতন পাপীদের স্থান যুবক ও যুবতীরা অধিকার করিয়াছে। অপরাধ বিষয়ে যুবতীদের কার্য্যকারিতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।*

মিঃ গোর দৃষ্টান্ত দ্বারা বলেন যে, অনেক কারাগারের শতকরা ৬০ জন অপরাধীর বয়স ২৫ বৎসরের অধিক নহে এবং চৌর্য্য, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ ১৭ ও ২২ বৎসরের মধ্যস্থ লোক কর্ত্তৃক সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও অপরাধের এবং তরুণ অপরাধীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে দেখা যাইতেছে, যে সকল দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত, তথায় অপরাধের আতিশয্য এবং বিস্তার অপেক্ষাকৃত বেশী। পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা যেখানেই বিস্তারলাভ করিতেছে, সেখানেই অপরাধ ও অপরাধীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় প্রাচীতে যে সকল গ্লানির উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে অপরাধ বৃদ্ধি একটি প্রধান গ্লানি।

---

*"The old criminal as cartooned with the short hair and the under-shot jaw is no more and the youth of the land is out in front. Criminally, the girls are playing a more conspicuous part than ever before in crime history."

অপরাধের বিভীষিকা

অপরাধ বৃদ্ধি আধুনিক সভ্যতার এক প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান জন্য নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভলষ্টেড য়্যাক্ট বা মদ্য-নিরোধ আইন দ্বারা কোন ফল হইল না, বরং তথায় অপরাধের প্রকার ও সংখ্যা বাড়িয়া গেল। সুতরাং তথায় সম্প্রতি অন্যভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। তথায় অনেকে এ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন যে, অপরাধী পিতামাতার অপরাধপ্রবৃত্তি সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে; দুষ্কৃতিপরায়ণদিগের সন্তানরাই পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হয়। সুতরাং অসংশোধনীয় দুষ্কৃতদের বংশ-বিস্তারে বাধা দেওয়া হইলে, সমাজ অনেক পরিমাণে দুষ্কৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। মার্কিণ ব্যবহারাজীব-সভা কিছুকাল যাবৎ এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন মার্কিণ ষ্টেট ইচ্ছা করিলে দাগী পাপীদের বংশবিস্তারের ক্ষমতা ও অধিকার লোপ করিতে পারিবেন। সুতরাং এই দিকে অবাধে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যবহারাজীব এবং অনেক চিকিৎসক উক্ত ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, উহা দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না, উহা সমীচীন নহে।

আমাদের মনে হয়, ব্যবসায়িক ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ফলেই আজ জগতে অপরাধ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সভ্যতার উপাস্য—ধন। এই সভ্যতায় ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান, ধনের নিম্নে স্থান পাইতেছে। একদিকে ধনিকদিগের হস্তে ধন সঞ্চিত হইতেছে, অপরদিকে সেই

ধনের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীতে বিরাট প্রচারকার্য্য চলিতেছে। প্রচারের ফলে সোস্যালিজম, কম্যুনিজম, সিণ্ডিকেলিজম, বলসেভিজম, এনার্কিজম প্রভৃতির ভাবে অনেক তরুণ-তরুণী অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িতেছে। অনেকে মনে ভাবিতেছে, ধনিকদিগের ধন চৌর্য্য ও লুণ্ঠনের ফল। ঐ ধন কাড়িয়া লওয়ায় অধর্ম্ম নাই। তাই অপরাধের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে।

যাহাদের ধর্ম্ম, নীতি ও সংযমের বাঁধ আছে, তাহারা দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হয়, নানাভাবে বিপন্ন হইয়াও তাহারা পাপানুষ্ঠান দ্বারা চরিত্র কলুষিত করে না। যেখানে নীতি ও সংযমের বাঁধ নাই, সেখানেই পাপানুষ্ঠান। আজ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার স্রোতে প্রাচীন নীতি ও সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, লোকের মন হইতে পাপ ও অধর্ম্মের ভয় বিদূরিত হইতেছে। এই সভ্যতা একটি অভিনব জিনিষ, ইহা অসামঞ্জস্যতার লীলাভূমি। এখানে ধনবৃদ্ধির ফলে পাওয়া যায়—চির-দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ; এখানে নব্যভাব বিস্তারের ফলে পাওয়া যায়, উচ্ছৃঙ্খলতা, চৌর্য্য, দস্যুতা ও নরহত্যা।

অভাব ও বেকার অবস্থাকে অপরাধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় কর্ম্মের অভাব থাকে না, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সময়ে চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় না। কারাগারে বন্দীদিগের বিবৃতি হইতেও জানা যায় যে, কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা অবস্থায়ই তাহাদের অনেকে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি অপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল।

কখন কখন আমেরিকার ধনকুবেরদিগের সন্তানদিগকেও অর্থের জন্য ভীষণ পৈশাচিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। মার্কিণ ধনীপুত্রদের কোন অভাব নাই, তবে তাহারা অর্থের জন্য পাপানুষ্ঠানে রত হয় কেন? প্রাচীন নীতি ও আদর্শবর্জ্জিত আধুনিক সভ্যতা অপরাধের জন্য দায়ী নহে কি? গ্যেটে একদা বলিয়াছিলেন, Everything that liberates the spirit without a corresponding growth in self-mastery is pernicious; আমরাও এখানে বলিতে পারি, আধুনিক জগতে ভাবের প্রসার ঘটিতেছে, কিন্তু তদনুরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে না বলিয়াই অপরাধ ও অনাচার বৃদ্ধি পাইতেছে।

(২)

আজ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল। বর্ত্তমানে অপরাধ বিষয়ে ঐ দেশের অবস্থা কিরূপ ধারণ করিয়াছে, আমরা বিশেষভাবে তাহাই দেখিতে চেষ্টা পাইব।

যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে যেমন অসাধারণ ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, অপরদিকে তেমনই লোকের হস্ত হইতে ঐ ধন কাড়িয়া লইবার জন্য ঐ দেশের সর্ব্বত্র দুর্দ্দান্ত দস্যুবাহিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মার্কিণ সরকার অনবরত এই দস্যুদলের ধ্বংস সাধন জন্য চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইতেছে না। আমেরিকার কোন কোন স্থানে দস্যুদিগের ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, নাগরিক-

গণ অর্থ প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্ব স্ব জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতেছে। দস্যু উৎপীড়িত স্থানের কোন নাগরিক দস্যুদিগের দাবী অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলে তাহার জীবন অথবা সম্পত্তি অথবা উভয়ই যে একদিন বিনষ্ট হইবে, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। ইহাও একরূপ স্বতঃসিদ্ধ যে, এই সকল নরহন্তা ও সম্পত্তি-ধ্বংসকারী দস্যু প্রায়ই ধৃত কিম্বা দণ্ডিত হইবে না। উহাদিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করা সহজ নহে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিস উহাদের বশীভূত। কখন কখন পুলিস কর্তৃক দস্যুদলের দুই চারি জন ধৃত হইলেও আদালতে জুরীর বিচারে তাহারা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়, কেননা, জুরীর লোকেরা দস্যুদিগের রোষ উৎপাদন করিয়া ধনে-প্রাণে উচ্ছন্ন যাইতে সহজে প্রস্তুত নহে। আদালতে ধৃত দস্যুদের বিচার আরম্ভ হইলে অনেক সময় বিচারক এবং জুরীর লোকেরা এই মর্ম্মে বেনামী চিঠি প্রাপ্ত হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি-দিগকে দণ্ডিত করা হইলে তাঁহারা সহজে পরিত্রাণ পাইবেন না। এই প্রকার চিঠি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত কোন কোন জুরীর বাটীর কিয়দংশ বোমা বিস্ফোরণের ফলে উড়িয়া যায়। সুতরাং জুরীর পক্ষে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। আমে-রিকার ভীষণ দস্যু-তস্করদিগকে 'গুপ্ত-জগতের' (under world) লোক বলা হইয়া থাকে ; এই 'গুপ্ত জগৎ' সর্ব্বদা জাতীয়, অসং-হিত রাষ্ট্রীয়, এবং নাগরিক সরকারের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। কখন কখন জাতীয় সরকার পর্য্যন্ত এই গুপ্ত জগতের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া উহার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। সেদিন

কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশু পুত্রের চুরির রহস্য উদ্ঘাটন জন্য মার্কিণ সরকার গুপ্ত জগতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্ট অবস্থাটা কিরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পাঠক তাহা একবার বুঝুন। পাশাপাশি দুইটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, একটি লোকের প্রাণ, সম্পত্তি এবং সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত সরকার; অপরটি,—লোকের প্রাণ, সম্পত্তি এবং সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ধ্বংসের জন্য তস্কর প্রতিষ্ঠিত 'গুপ্ত জগৎ'। আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত সরকার সমাজদ্রোহী গুপ্ত জগতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন! এতদ্দ্বারা আধুনিক সভ্যতার কিরূপ পরিণতি সূচিত হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আধুনিক সভ্যতার রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দস্যু-তস্করাদির মধ্যেও পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। মার্কিণ সমাজে এখন আর প্রাচীন ধরণের দস্যু বড় একটা দেখা যায় না। ধৃত না হইলে আধুনিক দস্যুকে দেখিয়া দস্যু বলিয়া বুঝিতে পারা কঠিন। আধুনিক মার্কিণ দস্যু আধুনিক সভ্যতার উপযোগী আদব-কায়দায় দুরস্ত। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ সুরুচি সঙ্গত, তাহার ভাষা ও ব্যবহার ভদ্রজনোচিত। আলাপ-পরিচয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সে মার্জ্জিত রুচি ও উচ্চ শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আধুনিক মার্কিণ দস্যুদলের অনেকেই শিক্ষিত, ইহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছাত্রও রহিয়াছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দুর্বৃত্তগণ লুণ্ঠিত অর্থের সাহায্যে সাধারণতঃ উচ্চ আদর্শেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদের বাসস্থান নয়ন-রঞ্জন আসবাবপত্রে সুশো-

ভিত, বহুমূল্য সুদৃশ্য অটোমোবিল তাহাদের বাহন। আহারে-বিহারে, চালচলনে তাহারা মুক্তহস্ত। কে বলিবে তাহারা দস্যু! সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে সম্ভ্রান্ত মার্কিণ ধনী বলিয়া লোকে মনে করিয়া থাকে। মার্কিণ দস্যুদিগের অনেকেই যে ধনশালী তাহা যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা জানেন। মার্কিণ পুলিস ধনী দস্যুদিগকে বিশেষরূপেই জানে, কিন্তু এই শ্রেণীর দস্যুরা পুলিসের ভয়ে ভীত নহে। আধুনিক সভ্যতার আমলে লোকের অর্থ হইলে তাহার অনেক অপরাধ কাটিয়া যায়, আমেরিকায় অর্থশালী ব্যক্তির সকল দোষই কাটিয়া যায়। আমেরিকার ধনশালী নরহন্তার প্রাণদণ্ড হয় না, ধনশালী দস্যুর কোন গুরুতর শাস্তি হয় না। ধনশালী দুর্দান্ত মার্কিণ দস্যু অপ্রতিহত প্রভাবে 'গুপ্ত-জগতে' শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকে। গুপ্ত জগতের বিভিন্ন দস্যু দলের মধ্যে অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম চলিতেছে। এরূপ ভীষণ স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে হইলে, চাই অর্থ। একদিকে দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সেনাদল পোষণ, অপর দিকে সরকারী পুলিস বশীকরণ—এতদুভয় কার্য্যের জন্য মোটা অর্থের প্রয়োজন। গুপ্ত-জগৎ শাসনকারী দস্যুর যে অর্থ আছে, সে ধনকুবের। কিন্তু তাহার ধনের পরিমাণ কত সে একাই তাহা জানে; অপর লোকে অনুমান করিয়া থাকে মাত্র। গুপ্ত-জগৎ শাসকের অর্থবল হ্রাস পাইলে তাহার প্রভুত্বও হ্রাস পাইয়া থাকে। তখন সে হয় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত ও দণ্ডিত, নয় ত প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কোন দস্যুদল কর্ত্তৃক নিহত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রেও গুপ্ত জগতের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। শিকাগো সহরের গুপ্ত জগৎ

আমেরিকায় অতি প্রসিদ্ধ। শিকাগোর মেয়র-নির্ব্বাচন কালে মেয়র পদপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যে ব্যক্তি গুপ্ত জগতের সহায়তা লাভে সমর্থ হন, তিনি তাহার সাফল্য সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকেন। ১৯৩১ সালে শিকাগোর মেয়র নির্ব্বাচন উপলক্ষে গুপ্ত জগতের ভূতপূর্ব্ব স্বেচ্ছাচারী সম্রাট য়্যাল-কেপোন মিঃ টমসনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। য়্যাল কেপোনের সহায়তায় টমসন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী লাইলকে পরাভূত করিয়া শিকাগোর মেয়র পদ প্রাপ্ত হন। দেশের রাজনীতিক নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রকাশ্যে দস্যু-তস্করাদির হস্তক্ষেপ! আমরা বলি, ইহাই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার স্বাভাবিক পরিণতি, ইহাই বিশেষত্ব।

(৩)

আমেরিকা ব্যবসায়ীর দেশ। এক শ্রেণীর মার্কিণ দস্যুও ব্যবসায়ে নিযুক্ত। আমেরিকায় মদ্যনিরোধ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এই শ্রেণীর দস্যুরা নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের উচ্ছেদসাধন দ্বারা ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য ইহারা অনবরত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুণ্ঠন ও নরহত্যায় লিপ্ত হইতেছে। পিস্তল, বন্দুক, বোমা, মেসিন গান, বর্ম্মাবৃত শকট,—ইহাদের কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। কোন কোন নিষিদ্ধ মদ্যব্যবসায়ীর গুপ্ত সেনাদল রহিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সেনাদল কখন কখন পরস্পরের

সম্মুখীন হইয়া ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। নিষিদ্ধ মদ্যব্যবসায়ী দস্যুরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। ইহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও অগাধ ধনের অধিকারী। আমেরিকার ভীষণ দুর্বৃত্তদের মধ্যে য়্যালকেপোনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে তাহার বয়স ৩৫ এর অধিক হইবে না। তাহার বয়স যখন ২৫ কি ২৬ ছিল তখন সে অপ্রতিহত প্রতাপে শিকাগোর 'গুপ্ত-জগতে' স্বীয় শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিল।

এই ভীষণ স্থান য়্যাল-কেপোনের করায়ত্ত ছিল ; বোমা, বন্দুক, মেসিনগান, বুদ্ধি ও অর্থের সাহায্যে সে স্বীয় আধিপত্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। সে নগর-কর্ত্তৃপক্ষকে অল্পই গ্রাহ্য করিত। শিকাগোর পুলিসকে সে ভয় করিবেই বা কেন ? শিকাগো পুলিস তাহার অনুগ্রহলাভের জন্য লালায়িত ছিল, উচ্চ ও নিম্ন পুলিস কর্ম্মচারীদের অনেকেই তাহার বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিল মাত্র। কখন কখন যে শিকাগো পুলিস তাহাকে ধৃত করার চেষ্টা না করিয়াছে, তাহা নহে। একবার শিকাগো পুলিসের প্রধান কর্ত্তা মাইকেল হিউস এই আদেশ প্রচার করেন যে, এবার য়্যাল-কেপোন শিকাগো সহরে পদার্পণ করা মাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। কেপোন তখন শিকাগোর বাহিরে অবস্থান করিতেছিল। পুলিসের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া কেপোন শিকাগো অভিমুখে অগ্রসর হইল—তাহার সঙ্গে চলিল ৬ জন দুর্দ্ধর্ষ লেপ্টনান্ট, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত। কেপোন-বাহিনী ক্রমে ক্রমে শিকাগোর সীমায় পদার্পণ করিল, রাজপথে উপনীত হইল এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে

পৌঁছিল। একটি প্রাণীও তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল না। শিকাগো পুলিস সবই দেখিয়াছিল, কিন্তু কেপোনকে ধৃত করার জন্য কাহারও হস্ত প্রসারিত হইল না। হয় ত পুলিস কর্ম্মচারীদের অনেকে কেপোনের আগমনে উৎফুল্ল হইয়া ভাবিতেছিল, এবার মাসহারা বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যাইবে। কিন্তু কেপোনকে ধৃত করাও সহজ ছিল না। সে রীতিমত যুদ্ধ না করিয়া ধরা দিত না। রাজপথে এরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনেক নিরীহ নাগরিকের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যে কারণেই হউক, বহুদিন পর্য্যন্ত পুলিস কেপোনের বিরক্তি উৎপাদন করা সঙ্গত মনে করে নাই। কেপোনের প্রতি কর্তৃপক্ষের এরূপ সহানুভূতি দর্শনে শিকাগোর কোন বিখ্যাত সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,—

য়্যালকেপোন তাহার দলের সশস্ত্র দুর্ব্বৃত্তদিগকে লইয়া, শিকাগো সহরে জুয়া, বে-আইনী মদ এবং পাপাচারের আড্ডা সংক্রান্ত আইন অমান্য করিয়া চলিতেছে এবং তাহাদের দুষ্কার্য্যের সহিত প্রায়ই রহস্যাবৃত নরহত্যা ঘটিতেছে। নরহত্যাগুলিকে বিশেষ রহস্যাবৃত না বলিলেও চলে। নগর-কর্তৃপক্ষ কেপোনের প্রতি সৌহৃদ্য প্রদর্শন করায় এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করায়, কেপোন এতদিন শাস্তিভোগ করে নাই। কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ কেপোন হইতে মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এরূপ সন্দেহ করাও চলিতে পারে। যদি পুলিস বিভাগ এবং ঐ বিভাগের পরিচালকগণ নাগরিক কেপোনের কার্য্যপদ্ধতি

সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে, ঐ কার্য্যসাধনের পক্ষে তাঁহাদের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা আছে।*

কেপোন ব্যবসায়ী। প্রকাশ্য ব্যবসায়ী নহে; গুপ্ত ব্যবসায়ী। তাহার প্রধান ব্যবসায়,—যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যনিরোধ আইনের ফলে জন সাধারণের যে অভাব উপস্থিত হইয়াছে, সেই অভাব পূরণের পণ্য সরবরাহ করা। অর্থাৎ কেপোন প্রধানতঃ নিষিদ্ধ মদ্যের ব্যবসায়ী। তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য ব্যবসায়ও আছে, যথা জুয়ার আড্ডা ও পাপাবাস পরিচালনা। সরকার যে সকল দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে আইন জারী করিয়াছেন, কেপোন বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল দুষ্কৃতির সাহায্যেই অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। আমেরিকার

*"Al Capone has the run of Chicago with his following of armed bravos, breaking the law against gambling, boot-legging and the keeping of disorderly houses with mysterious—or not so mysterious—murders every now and then. He has enjoyed immunity in the past, apparently because the authorities were friendly to him and wilfully blind to his operations. Some of them—it is even possible to suspect—were on his pay-roll. If the police department and those who direct and guide it have resolved to reform the methods of citizen Capone they have ample power to do so."

সর্ব্বত্র কেপোনের মত আরও বহুলোক তাহার পন্থা অবলম্বন করিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছে।

বর্ত্তমানে আমেরিকার শিকাগো সহর অপরাধ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম স্থান বলিয়া অখ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই অখ্যাতি ভিত্তিহীন নহে। তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, অপরাধ বিষয়ে সকল দোষ শিকাগো সহরের উপর চাপান সঙ্গত নহে, আমেরিকার কোন বৃহৎ নগরের অবস্থাই শিকাগোর অবস্থা অপেক্ষা উন্নত নহে। শিকাগো অপরাধ তদন্ত কমিশনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ গোর এ সম্বন্ধে বলেন :—

"অপরাধ বিষয়ে শিকাগো সহরে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন বৃহৎ সহর নাই, যেখানে ঐরূপ সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। আমেরিকার কোন বৃহৎ নগরই নিজকে সাচ্চা বলিয়া শিকাগোর নিন্দা করিতে পারে না। অপরাধের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। দুর্ব্বৃত্তরা যে কোন নগরে আড্ডা গাড়িয়া বসিতে পারে।"

মিঃ গোরের উক্তি অনুসারে যদি যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ সহরগুলির অবস্থা শিকাগোর অবস্থার মত হয়, তাহা হইলে বস্তুতান্ত্রিক যুক্ত-রাষ্ট্রের অবস্থা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তবে মিঃ গোর স্বীকার পাইয়াছেন যে, অপরাধ-জগতে শিকাগো সহর একটি বিষয়ে নেতৃত্ব করিতেছে। বিষয়টি এই :— শিকাগোতে শ্রমিকসঙ্ঘের নামে কতকগুলি মিথ্যা প্রতিষ্ঠান অন-

বরত নানারূপ অত্যাচার ও অনাচার দ্বারা যেরূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোন স্থানে তদ্রূপ হয় নাই। এই শ্রেণীর অপরাধকে ইংরাজীতে র‍্যাকেটিয়ারিং (racketeering) বলা হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রে এক দিকে যেমন অসাধারণ ধন-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, অপর দিকে তেমনই এক শ্রেণীর লোক লোকের হস্ত হইতে সঞ্চিত ধন কাড়িয়া লওয়ার জন্য দিবারাত্রি বিচরণ করিতেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলিতে অহরহ ডাকাতি, লুণ্ঠন, চুরি, উৎপীড়ন, অত্যাচার ও নরহত্যা ঘটিতেছে। এক শ্রেণীর ডাকাতিকে 'হোল্ড আপ্স' বলা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর ডাকাতরা পিস্তল, রিভলভার বা বন্দুক সহ পথিক, দোকানদার ব্যাঙ্ক, মেল ট্রেণ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া যাহা কিছু লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হয়, তাহা লইয়া প্রস্থান করে। আমেরিকার বড় বড় সহরে রাত্রিকালে পথে চলা নিরাপদ নহে। মোটর গাড়ীর আরোহীরাও আপনাদিগকে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্ন বলিয়া মনে করিতে পারে না। পুলিস বিভাগ নগরবাসীদিগকে দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে উপদেশমূলক ইস্তাহার প্রচার করিয়া থাকেন। শিকাগো পুলিস-বিভাগের প্রচারিত ঐরূপ একটি ইস্তাহারের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"যে সকল লোক পদব্রজে অথবা মোটর গাড়ীতে অধিক রাত্রিতে চলা ফেরা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। তাঁহাদের পক্ষে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শতকরা ৮০

ভাগ ডাকাতি রাত্রিতে ঘটিয়া থাকে। রজনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার ডাকাতদিগের সহায়।

"যে সকল পথে আলোর সুব্যবস্থা নাই, সে সকল পথ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে হইবে। আলোকহীন সঙ্কীর্ণ গলির মুখ অতিক্রম করার কালে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

"সময় বাঁচাইবার জন্য পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ ভূমির কিম্বা অন্ধকার-পূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া গমন কর্ত্তব্য নহে। এক মুহূর্ত্ত বাঁচাইতে গিয়া মূল্যবান্ সম্পত্তি ও প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

"নাট্যশালায় কিম্বা আমোদ-প্রমোদাগারে বহুমূল্য অলঙ্কারাদির জমক দ্বারা ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেওয়া সঙ্গত নহে। ডাকাতরা বহু-মূল্য অলঙ্কার দ্বারা প্রলুব্ধ হইতে পারে।

"আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা আবশ্যক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঙ্গে রাখা সঙ্গত নহে। অধিক অর্থ দ্বারা চোর ডাকাতরা আকৃষ্ট হয়। উল্লিখিত উপদেশগুলি মনে রাখিয়া সর্ব্বদা সতর্ক হও।"

'হোল্ড আপ্‌স্' ডাকাতির একটা বিশেষত্ব আছে। এই শ্রেণীর ডাকাতরা প্রথমেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা প্রথমতঃ পিস্তল বা রিভলভার দ্বারা প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া আক্রান্ত ব্যক্তির অর্থ বা অন্য প্রকার মূল্যবান্ সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা পায়। আক্রান্ত ব্যক্তি বিন্দুমাত্র বাধা প্রদান করিলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে ইহা অবধারিত। এই শ্রেণীর ডাকাত কখন কখন একাকী, কখন কখন বা দুই তিন জন একত্র

হইয়া লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি যেন তাহার হস্ত দ্বারা ডাকাতদিগকে কোনরূপ বাধাপ্রদান করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাকে তাহার উভয় হস্ত উপরে তুলিয়া ধরিতে বলা হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি আদেশ প্রতিপালন করা মাত্র লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। অর্থ ও মূল্যবান্ সম্পত্তি সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিলে ডাকাতরা উহা হস্তগত করার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানে ডাকাতদের মনোরথ সিদ্ধ হয় না। সমাজে চুরি ডাকাতির আতিশয্য হেতু অধুনা ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং নিতান্ত অতর্কিতভাবে আক্রান্ত না হইলে তাঁহারা বিনা বাধায় ডাকাতদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন না। সুতরাং অনেক ডাকাত ডাকাতি করিতে যাইয়া ফাঁদে পড়িয়া যায় এবং ধৃত, আহত অথবা নিহত হয়। বলা বাহুল্য, ইহাদের অধিকাংশই অপরিপক্ক শিক্ষানবীশ ডাকাত মাত্র।

আমেরিকার বড় বড় সহরের ব্যবসায়কেন্দ্রে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার কারবার চলিয়া থাকে। মার্কিণ দস্যুগণ এই বিপুল অর্থের কিয়দংশ লুণ্ঠন করার জন্য অনবরত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সুযোগ পাইলেই তাহারা লুণ্ঠন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ব্যাঙ্ক ও বড় বড় দোকানের তহবিল অনেক সময় প্রকাশ্য দিবালোকেই লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠনের জন্য দস্যুরা সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া এবং আবশ্যক হইলে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ-বিসর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আগমন করে। ব্যাঙ্ক কিম্বা অপর কোন বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তহবিল লুণ্ঠন দ্বারা একসঙ্গে বহু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা

থাকায় দস্যুরা অসমসাহসিকতা, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিম্নে ব্যাঙ্ক লুণ্ঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

১৯২৭ অব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সাণ্টা ক্লজের পোষাকে ভূষিত একটা লোক টেক্সাস ষ্টেটের অন্তর্গত সিস্কো সহরের প্রথম ন্যাসনাল ব্যাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কের কেসিয়ার আলেকজাণ্ডার স্পিয়ারের সমীপবর্ত্তী হইলে আলেকজাণ্ডার তাহাকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আগন্তুক অস্পষ্টস্বরে উত্তর প্রদান করায় আলেকজাণ্ডার পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করেন। এই সময়ে আগন্তুক হঠাৎ তাহার রিভলভার বাহির করিয়া আলেকজাণ্ডারকে তাহার উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে আদেশ করে। আগন্তুকের পশ্চাতে আরও চারিটি লোক রিভলভার হস্তে ব্যাঙ্কে প্রবেশ করে। ব্যাঙ্ক তখন কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোকদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। দস্যুরা রিভলভার দেখাইয়া তাহাদিগকে শ্রেণী বাঁধিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করে। আদেশ প্রতিপালিত হইলে দুইজন দস্যু তাহাদিগের প্রতি রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, অপর দুইজন লুণ্ঠনকার্য্যে নিযুক্ত হয়। ইতোমধ্যে একটি মহিলা দস্যুদের অলক্ষ্যে পার্শ্বের দরজা দ্বারা ব্যাঙ্ক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অদূরস্থ পুলিসকে সংবাদ প্রদান করে।

ব্যাঙ্কের বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত দস্যু পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে ব্যাঙ্কের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভিতরের দস্যুদিগকে সংবাদ

প্রদান করে। ভিতরের দস্যু চতুষ্টয় তখন ব্যাঙ্কের দুইজন কর্ম্মচারীকে ধরিয়া আপনাদের পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বহির্গত হয়। বাহিরে আসিয়া দস্যুরা কর্ম্মচারীদ্বয়কে ছাড়িয়া দেয় এবং পথের দুইটি ছোট বালিকাকে ধরিয়া এমন ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে যেন পুলিসের গুলী বালিকাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। নিকটেই দস্যুদের দুইটি অটোমোবিল অবস্থিত ছিল। দস্যুরা বালিকাদিগকে লইয়া অটোমোবিলের দিকে গমন করিতে থাকে। বালিকাদিগের প্রাণনাশের ভয়ে পুলিস গুলি করিতে বিরত হওয়ায় দস্যুরা অক্ষতদেহে তাহাদের গাড়ীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। চারিজন দস্যু বালিকাদ্বয়সহ এক গাড়ীতে এবং অপর দস্যু একাকী দ্বিতীয় গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গাড়ী চালাইয়া দেয় এবং গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে পুলিসের দিকে গুলী চালাইতে থাকে। পুলিসও দস্যুদের দ্বিতীয় গাড়ী লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে করিতে মোটর সাইকেলে অগ্রসর হইতে থাকে। কিছুকালের মধ্যে দ্বিতীয় গাড়ীর গতি থামিয়া যায় এবং পুলিস যাইয়া দেখিতে পায় দ্বিতীয় গাড়ীর দস্যুর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে।

এই সংঘর্ষের ফলে পুলিস কর্ম্মচারীদের কেহ কেহ গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। পুলিসদলের জর্জ্জ কারমাইকেল সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। পুলিস বিভাগের কর্ত্তা জি, ই, বেডফোর্ডের শরীরে তিনটা গুলী প্রবিষ্ট হয়। ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার আলেকজাণ্ডার স্পিয়ারও আহত হইয়াছিলেন।

দীপ্ত দিবালোকে জনবহুল রাজপথে পুলিসবাহিনীর সহিত যখন

দস্যুদলের প্রকাশ্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন উভয় দলের গুলী বর্ষণের ফলে রাজপথস্থিত নিরপরাধ পথিকদিগের অনেকের প্রাণ নাশের খুবই আশঙ্কা থাকে। বস্তুতঃ অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লুণ্ঠন, নরহত্যা, রাজপথে গুলীবর্ষণ, নিরীহ নাগরিকদের প্রাণনাশের আশঙ্কা বৃদ্ধি প্রভৃতি অবস্থাগুলি আধুনিক ব্যবসায়িক সভ্যতারই বিষময় ফল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

অনেক মার্কিণ ধনী ও ধনশালিনী জুয়ার আড্ডায় যোগদান করিয়া থাকেন। মার্কিণ দস্যুরা অর্থলোভে এরূপ জুয়ার আড্ডাও আক্রমণ করিয়া থাকে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

শিকাগো সহরের কোন এক অট্টালিকার দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে ধনী জুয়ারীরা জুয়া খেলায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্র-ধারী চারিজন লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। উহাদের একজন প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়, অপর তিন ব্যক্তি দ্বারদেশে পাহারা দিতে থাকে।

যে দস্যু প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান ছিল, সে জুয়ারী ক্লাবের সভ্যদিগকে নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করে,—

"দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াও। যে কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিবে, তাহার প্রাণান্ত হইবে।"

জুয়ারীরা সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দেয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইল। আদেশকারী দস্যু তখন তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া যে অর্থ পাইল তাহা টুপীর মধ্যে

রাখিয়া পুনরায় প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। আবার সে রুক্ষস্বরে আদেশ দিল :—

"তোমাদের হাতের মুষ্টি খুলিয়া হাত দেয়ালের দিকে তুলিয়া ধর।"

নিরুপায় জুয়ারীরা আদেশ প্রতিপালন করিল। তাহাদের অনেকের হাতে বহুমূল্য নোট ছিল; মুষ্টি শিথিল হওয়ায় নোটগুলি মেঝের উপর পড়িয়া গেল। দস্যু তখন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া টুপীর মধ্যে রাখিয়া দিল এবং স্বস্থানে যাইয়া পুনরায় দাঁড়াইল। আদেশ হইল,—

"বেশ! এখন তোমাদের হাতের আংটিগুলি চাই। শ্রেণীর বামদিক হইতে একজন একজন করিয়া আসিয়া হাতের আংটি এই টুপীর মধ্যে রাখিয়া যাও, সহজভাবে একাজ করিয়া যাও, দেখিও যেন ভুল না হয়।"

সারির লোকেরা একটি একটি করিয়া আদেশ প্রতিপালন করিল এবং স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইল।

জুয়ারীদের সকল অর্থ সংগৃহীত হইলে পর শেষ হুকুম হইল,— "পাঁচ মিনিট কাল নীরব ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।"

শেষ আদেশের পর ৩ জন দস্যু লুণ্ঠিত অর্থ লইয়া নিম্নে চলিয়া গেল, অপর দস্যু আক্রান্ত লোকদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যে বাহিরে যখন মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের শব্দ শ্রুত হইল তখন চতুর্থ দস্যু প্রকোষ্ঠের দুয়ার বন্ধ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

(৪)

লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হইতে ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য মার্কিণ ব্যাঙ্ক-কর্ত্তৃপক্ষ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। দস্যুদলের উপর একসঙ্গে বহু গুলী বর্ষণ জন্য ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র লৌহ-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দুর্গ নিরাপদ নহে, কেন না, দস্যুদলের উপর গুলীবৃষ্টি করার কালে অনেক সময় নিরপরাধ লোক আহত ও নিহত হয়। কোন কোন ব্যাঙ্কে কাচের এমন এক প্রকার অবরোধ-বিশেষ ব্যবহৃত হইতেছে যাহা পিস্তলের গুলী নিরোধে সমর্থ, কিন্তু উহা সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের গুলী রোধে সমর্থ না হওয়ায় দস্যুদের ক্রমাগত গুলী বর্ষণের ফলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরা গুলীবিদ্ধ হন। দস্যুদের গুলী হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য পুলিস ও ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরা অনেক সময় একপ্রকার গুলী নিরোধক জামা (ওয়েষ্ট কোট) পরিধান করিয়া থাকেন। এই জামার নীচে ইস্পাতের পাতলা আবরণ থাকে। এই আবরণ এতই দৃঢ় যে, উহা ·৪৫-শক্তি গুলী নিরোধে সমর্থ। ঐরূপ একটা গুলীতে ঘোড়া নিহত হইতে পারে।

একদিকে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ লুণ্ঠনকারী দস্যুদিগকে জব্দ করার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, অপর দিকে দস্যুরা তদ্রূপ ব্যাঙ্ক লুণ্ঠনের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। দস্যুদের নব-উদ্ভাবিত একটি উপায় এই যে, দস্যুরা প্রাতঃকালে সাধারণ বেশে ব্যাঙ্কের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আসিয়া ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র দস্যুরাও ব্যাঙ্কে প্রবিষ্ট হয় এবং ম্যানেজারকে রিভলভার দ্বারা প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অতঃপর ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীরা ক্রমে ক্রমে আগমন করিতে থাকিলে তাহা-দিগকেও রিভলভারের ভয় দেখাইয়া আটক করা হয়। লুণ্ঠন কার্য্য শেষ হইলে দস্যুদল অন্তর্হিত হয়। এইরূপে মার্কিণ ব্যাঙ্কের বহু অর্থ লুণ্ঠিত হইতেছে।

পূর্ব্বে মার্কিণ পুলিসের উপর সাধারণতঃ এই আদেশ ছিল যে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তাহারা যেন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করে। কিন্তু কতিপয় বৎসর যাবৎ আমেরিকায় লুণ্ঠন ও দস্যুতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত আদেশ একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, দস্যু দেখিলে প্রথমেই গুলী করিতে হইবে, তৎপর তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে। পূর্ব্বে প্রশ্ন করায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শেষোক্ত নিয়মের ফল সকল ক্ষেত্রে শুভ হইতেছে না। দস্যু সন্দেহে অনেক নিরপরাধ লোকের প্রাণান্ত হইতেছে। কিন্তু পুলিস প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পরিবর্ত্তে প্রথমেই গুলী চালাইবার পক্ষপাতী। তাহারা বলিতেছে, নির্দ্দোষ লোক আহত হইলে তাহা তাহাদেরই দুর্ভাগ্য।

দস্যুদলের সন্ধান জন্য আমেরিকার পুলিস বিভাগ হইতে "গুপ্তজগতে" চর নিযুক্ত করা হইতেছে। দস্যু ও অপরাপর দুর্ব্বৃত্তদিগের গুপ্ত আড্ডাগুলি 'গুপ্ত জগতের' অন্তর্গত। এই সকল স্থানে পুলিসের গুপ্তচরগণ এতই গোপনে ও সতর্কতা সহকারে কাজ

করে যে, পুলিস কর্ম্মচারীরা সকলে তাহাদিগকে চিনিতে পারেন না। সুতরাং অনেক সময় দস্যুদিগের সহিত পুলিসের চরেরাও গ্রেপ্তার হইয়া থাকে। অবশ্য পরে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়।

আমেরিকায় দস্যুদিগের ব্যবহৃত গুলীর পরিচয় লাভ দ্বারা তাহাদিগকে সন্দেহে ধৃত করার চেষ্টা চলিতেছে। এই সম্পর্কে আমেরিকায় একটি নূতন বিদ্যার চর্চ্চা চলিতেছে। এই বিদ্যাকে বলিষ্টিকস (Ballistics) বলা হইয়া থাকে। এই বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে ব্যবহৃত গুলীর চিহ্নাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহা কি প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই পরিচয় যথার্থ হয়। এই পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া পুলিস ধৃত ব্যক্তিদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখে। বিশেষজ্ঞের প্রদত্ত পরিচয়ের সহিত যদি পরীক্ষিত কোন আগ্নেয়াস্ত্রের চিহ্নাদি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ আগ্নেয়াস্ত্র যাহার নিকট পাওয়া গিয়াছে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা হইয়া থাকে। কোন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলী-ঘরে যদি সামান্য মাত্র কোন দাগ থাকে তাহা হইলে গুলী ছোড়ার কালে গুলীর উপর ঐ দাগ থাকিয়া যায়। বন্দুক বা রিভলভারের ঘোড়ায় ঐরূপ সামান্য দাগ থাকিলেও ঐ দাগ গুলীর পৃষ্ঠে অঙ্কিত হয়। সুতরাং গুলীর চিহ্নাদি পরীক্ষা দ্বারা অপরাধীকে নূতন উপায়ে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যায়।

বলিষ্টিকস্ বিদ্যার চর্চ্চা যুক্তরাষ্ট্রেই বেশী হইতেছে। সম্প্রতি

এই বিষ্ঠার প্রতি য়ুরোপের মনোযোগও আকৃষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র হত্যা মামলায় নহে, নিরপরাধ লোকদিগের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করার পক্ষেও বলিষ্টিকস বিদ্যা হইতে সুফল পাওয়া যাইতেছে।

মানুষের হস্তাঙ্গুলির ছাপ যেরূপ বিভিন্ন,তদ্রূপ বিভিন্ন কার্‌তুজের পৃষ্ঠে অঙ্কিত চিহ্নাদিও প্রায় বিভিন্ন হইয়া থাকে। অপরাধীর সনাক্তকরণ বিষয়ে অঙ্গুলির ছাপ গ্রহণ প্রথার মত বলিষ্টিকস বিদ্যাও শীঘ্রই পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অপরাধীদিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আধুনা বিজ্ঞানের সাহায্য যেরূপ গ্রহণ করা হইতেছে পৃথিবীর আর কোথাও তদ্রূপ হইতেছে না। এত চেষ্টা সত্ত্বেও যে দুর্ব্বৃত্তগণ দণ্ডিত হইতেছে না, ইহার কারণ এই যে, পুলিস ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদের অনেকেই দুর্ব্বৃত্তদের প্রদত্ত উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাদের গ্রেপ্তার ও দণ্ড সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেছে। প্রাণ ও সম্পত্তিনাশের ভয়ে জুরী অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে নির্দোষ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের ফল আশানুরূপ হইতেছে না।

বলিষ্টিক্‌সের সাহায্যে হত্যা মামলার অপরাধীদিগকে ধৃত করা সহজ হইয়াছে। ব্যাঙ্ক লুণ্ঠনকারীদিগকে ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরে ধৃত করার উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইতেছে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের বসিবার আসনের নিম্নে পায়ের সম্মুখে ফুট-বাটন (foot-button) স্থাপন। দস্যুদের আগমন বুঝিতে

পারিয়াই ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীরা দস্যুদের অলক্ষ্যে পা দ্বারা ফুট-বাটনের বোতাম চাপিয়া ধরেন। অমনি দস্যুদের আগমন সংবাদ পুলিস-বিভাগে উপস্থিত হয়। পুলিস সংবাদ পাওয়া মাত্র দ্রুত ব্যাঙ্কে আগমন করিয়া দস্যুদিগকে ধৃত করার চেষ্টা পায়।

অপর আর একটি উপায়, বৈজ্ঞানিক তালা ব্যবহার। এই তালা ব্যবহার দ্বারা উহা কখন কখন এবং কতবার খোলা হইয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞরা বুঝিতে পারেন। তালা খোলার সময় নিরূপণ দ্বারা অপরাধীদিগকে তাহাদের কৃত অপরাধের সহিত সংযুক্ত করা সহজ হইয়া থাকে।

আর একটি বৈজ্ঞানিক উপায় হইতেছে, 'স্কোপালামিন' (Scopalamin) নামক এক প্রকার ঔষধ ব্যবহার। এই ঔষধটি এক প্রকার নেশাকর পদার্থ, জনৈক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক কিছু কাল হইল উহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধ যাহার উপর প্রয়োগ করা হয়, সে সত্য কথা বলিতে বাধ্য। স্কোপালামিন প্রয়োগের ফলে মস্তিষ্ক এমন ভাবে অবসাদ-গ্রস্ত হয় যে, দোষী ব্যক্তি দোষ স্বীকার না করিয়া পারে না। তাহার মিথ্যা বলার সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। এই ঔষধ শরীরের অভ্যন্তরে ইনজেকসন করিতে হয়। স্কোপালামিন দ্বারা অপরাধীর অপরাধের মত নিরপরাধ ব্যক্তির নির্দ্দোষিতাও প্রতিপন্ন হয়।

অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই যন্ত্রের নাম লাই-ডিটেক্টর (lie-detector)। প্রশ্নের উত্তরে লোকের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা এই যন্ত্রে ধরা পড়ে।

অপরাধী মুখে অপরাধ অস্বীকার করিলেও তাহার অন্তর অপরাধ অস্বীকার করিতে পারে না। মনের বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা যন্ত্রে সূচিত হয়।

অপরাধীদিগকে ধৃত করার জন্য অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থানে এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই যন্ত্রকে দোষী-গ্রেপ্তারী যন্ত্র (crook catcher) বলা হইয়া থাকে। কোন থানার সম্মুখে ডাকাতি হইলে থানার লোকেরা ঐ সংবাদ গ্রেপ্তারী যন্ত্রের এক বিশেষ অংশে টাইপ করে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সংবাদ চতুর্দ্দিকের শত শত থানার যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। তখন শত শত থানা হইতে অপরাধী-দিগকে ধৃত করার জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে। আমেরিকার অধিকাংশ থানায় এই যন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় মোটর দস্যুগণের পলায়নের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে।

(৫)

কিছুকাল যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রে একশ্রেণীর পরস্বাপহারকের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তগণ কোন ধনশালী ব্যক্তির অল্পবয়স্ক পুত্র, কন্যা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে অপহরণ বা কৌশলে ধৃত করিয়া তাহার মুক্তির বিনিময়ে প্রচুর অর্থ হস্তগত করিতেছে। কেবল মাত্র শিশু, বালক বা বালিকা নহে, অনেক সময় যুবক বা যুবতী, প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া, এমন কি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাও এই শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তদিগের কবলে পতিত হইয়া নানাপ্রকার বিড়ম্বনা ও

নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকে। দুর্ব্বৃত্তদিগের মনস্কামনা পূর্ণ না হইলে বন্দী সাধারণতঃ অতীব নৃশংসভাবে নিহত হইয়া থাকে। দাবীর অর্থ হস্তগত করিয়াও অনেক সময় তাহারা বন্দীকে হত্যা করে। এই শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন যুবক। বিগত আট বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি মানুষ-চুরি বা ছেলে-ধরা হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিটি ঘটনা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রতি ঘটনার সহিত দুর্ব্বৃত্তদের এরূপ অমানুষিক পৈশাচিকতা বিজড়িত ছিল যে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষ ঘটনা, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশু-পুত্র চুরি ও দারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত শিশুর প্রাণ-নাশ। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে এবং ইহার সংস্রবে সমগ্র সভ্য-জগতে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। এ দেশের সংবাদপত্রে ও লিণ্ডবার্গ শিশুর অপহরণ-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং আমরা এ স্থলে ঐ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি ঘটনা সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি :—

(ক) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস। শিকাগো সহরের অভ্রভেদী সৌধরাজির শীর্ষদেশে বিমল বাসন্তী সন্ধ্যার আরক্তিম অনুরাগ প্রতিফলিত হইতেছে। থিয়েটার, সিনেমা, নৃত্যশালা, বার্লেস্ক, ভডেভিল প্রভৃতি হইতে সুমধুর কনসার্ট ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রমত্ত যুবক-যুবতীর দল নৈশ অভিযানে বহির্গত হইয়াছে।

সন্ধ্যা সমাগত। ফ্রাঙ্ক এখনও বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। ফ্রাঙ্কের জনক-জননী পুত্রের আগমন চিন্তায় অত্যন্ত আকুল

হইয়া পড়িয়াছেন। বালকের অনুসন্ধান জন্য তাহার ধন-কুবের পিতা চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন, পুলিসে সংবাদ দিয়াছেন। পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে শিকাগো সহরের ও সহরতলীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান চলিতেছে। আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ ফ্রাঙ্কের জনক-জননীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, ফ্রাঙ্কের কোন সন্ধান নাই। ফ্রাঙ্কের জনক-জননী একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ফ্রাঙ্ক-জননীর অক্ষিযুগল হইতে অশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল, স্বামীর সান্ত্বনায় তাঁহার শান্তিলাভ হইল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, টেলিফোনে কে ডাকিতেছে। ফ্রাঙ্কের পিতা দ্রুতপদে যাইয়া রিসিভার ধরিলেন। উভয় পক্ষে কথা চলিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে ফ্রাঙ্কের পিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে পত্নীর কাছে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

ফ্রাঙ্কের জননী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিফোনে কাহার সঙ্গে কথা হইল।

উত্তরে ফ্রাঙ্কের পিতা বলিলেন, একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে। ঐ লোকটা ফ্রাঙ্ককে ধরিয়া লইয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে। সে দশ হাজার ডলার দাবী করিতেছে, বলিতেছে—ঐ পরিমাণ অর্থ না পাইলে সে ফ্রাঙ্ককে হত্যা করিবে।

ফ্রাঙ্কের জননী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, শীঘ্র ঐ লোকটাকে দশ হাজার ডলার প্রদান করিয়া ফ্রাঙ্কের উদ্ধারসাধন কর। বিলম্বে ফ্রাঙ্ককে আর পাওয়া যাইবে না।

ফ্রাঙ্কের পিতা বলিলেন, ছেলের জীবনের জন্য দশ হাজার ডলার কেন, লক্ষ ডলার ব্যয়েও আমি কাতর নহি; তবে প্রশ্ন হইতেছে,—ঐ লোকটার কথায় বিশ্বাস করা যায় কি না? অনেক লোক এরূপ ব্যাপারে ছেলে-ধরার মিথ্যা ভয় দেখাইয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ লোকটাকে এখনই টাকা দেওয়া চলিতে পারে না; কেন না, সে টাকা দেওয়ার সময় এবং স্থান এখনও স্থির করে নাই; সে বলিয়াছে, এ সম্বন্ধে শীঘ্রই আমাকে জানাইবে।

পত্নী।—তবে এখন কি করিবে?

স্বামী।—তাই ত ভাবিতেছি।

পত্নী।—পুলিসকে ডাকিয়া পাঠাও। টেলিফোনের ব্যাপারটা তাহাদিগকে জানাও।

স্বামী।—অবশ্য তাহা করিতে হইবে, কিন্তু এ কার্য্যে বিপদের আশঙ্কা আছে। লোকটা টেলিফোনে বলিয়াছে, কোন সংবাদ যেন পুলিসে জানান না হয়।

পত্নী।—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা ভাল হয় তাহাই কর। আমি কালই ফ্রাঙ্ককে চাই।

ফ্রাঙ্কের পিতা টেলিফোনে পুলিস-বিভাগকে ডাকিলেন। অল্পকালের মধ্যে দুইজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী আগমন করিলেন। টেলিফোনের সংবাদ জানাইয়া ফ্রাঙ্কের পিতা তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আবার টেলিফোনে ডাক হইল। ফ্রাঙ্কের পিতা উঠিয়া গিয়া আবার রিসিভার ধরিলেন

কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সেই অপরিচিত লোকটা আবার ডাকিয়াছে। সে বলিয়াছে, কাল দিবা ২টার মিলওয়াকীগামী ট্রেণের ডাক-কামরার পরবর্ত্তী কামরায় দশ হাজার ডলারের নোট রাখিতে হইবে। নোটগুলি একশত ডলারের হওয়া চাই। ঐগুলির নম্বর ক্রমিক হইলে চলিবে না এবং সব নোট পুরাতন হওয়া চাই। উক্ত ট্রেণ ছাড়িবার এক ঘণ্টার মধ্যে ফ্রাঙ্ককে তাহারা বাড়ী পৌছাইয়া দিবে।

পুলিস কর্ম্মচারীদ্বয়ের সহিত ফ্রাঙ্কের পিতা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, দাবীর অর্থ প্রস্তুত রাখাই সঙ্গত। আগামী কল্য ঘটনা যেরূপ দাঁড়ায়, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া পরে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইল। ফ্রাঙ্কের পিতা ও মাতার উদ্বেগের সীমা নাই। ফ্রাঙ্কের উদ্ধার-সাধন জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। পুরস্কারের লোভে বহুলোক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ হইতে চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করা হইয়াছে। ফ্রাঙ্কের পিতা কয়েকটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বে-সরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানকেও এ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। শিকাগো সহরের সংবাদ-পত্রগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরের শিরোনামায় ফ্রাঙ্কের অপহরণ-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলির অনেক স্থানই উক্ত ঘটনা সম্পর্কীয় বহু উপকাহিনী দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। ফ্রাঙ্কের জীবনী ও তাহার বিভিন্ন প্রতিকৃতি, ফ্রাঙ্কের পিতা

মাতার, পিতামহ-পিতামহীর, মাতামহ-মাতামহীর, সঙ্গাদের ও বন্ধুদিগের, শিক্ষক ও শিক্ষকপত্নীদিগের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অনেকেরই জীবনী আলোচিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কের ধাত্রীর বয়স কত, প্রথম যৌবনে তাহার কতজন সাথী জুটিয়াছিল, কয়জন ভরসা পাইয়াছিল, কয়জন নিরাশ হইয়াছিল, তাহার রূপের বিশ্লেষণ, গুণের বর্ণনা, চরিত্রের বিশেষত্ব, তাহার হাসির মাধুরিমা, নয়নের ভঙ্গিমা প্রভৃতি নানা চিত্রে ও রচনায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ফ্রাঙ্কের প্রিয় কুকুরটি কোথায় বাস করে, কুকুরের পিতা মাতা য়ুরোপের কোন্ দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল, কুকুরটি প্রতিদিন কতবার ভোজন করে, কি কি ভোজন করে, মাংসের হাড় চিবাইতে উহার দক্ষতা কিরূপ, মৎস্যে উহার রুচি কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় চিত্রসমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্রাঙ্ক তাহার সঙ্গিনী বালিকাদিগের মধ্যে কাহাকে অধিক ভালবাসে, ফ্রাঙ্ক তাহার ভালবাসার পাত্রীকে ভবিষ্যতে বিবাহ করিবে কি না, বিবাহ না করিলে বালিকা ও বালিকার পিতামাতা রুষ্ট হইবে কি না—প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং চিত্রে যথাসম্ভব প্রকাশ করা হইয়াছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণে নানা প্রকার কাহিনী ও গল্প রচনা করিয়া অনবরত সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতেছে। ঘটনা জানিবার জন্য সর্ব্বত্রই আগ্রহ ও চাঞ্চল্য। সকলের মুখে একই কথা—ফ্রাঙ্কের সংবাদ কি?

পুলিস-কর্তৃপক্ষ এবং ফ্র্যাঙ্কের পিতা অনেক উড়ো চিঠি ও উড়ো সংবাদ পাইয়াছেন। কেহ কেহ অগ্রিম অর্থ চাহিয়া বলিয়াছে, অর্থ পাইলে তাহারা ফ্র্যাঙ্কের সন্ধান দিতে পারে।

বেলা ১০টা। ফ্র্যাঙ্কের পিতা স্বীয় বৈঠকখানায় কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে পুলিস বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুককে দেখিয়া ফ্র্যাঙ্কের পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ কোন সংবাদ আছে কি?

পুলিস কর্ম্মচারী বলিলেন, হাঁ আছে। আপনি এখনই আমার সঙ্গে আসুন, পথে সকল কথা বলিব। উভয়ে যাইয়া অটোমোবিলে আরোহণ করিলেন। অটোমোবিল ছুটিল।

পুলিস কর্ম্মচারী বলিলেন, শিকাগো উপকণ্ঠের অনতিদূরে এক নির্জ্জন স্থানে কোন এক খিলানো পয়ঃপ্রণালীর (culvert) নিম্নে একটি বালকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহ ঐ অঞ্চলের থানায় আনা হইয়াছে। ফ্র্যাঙ্কের আকৃতির সহিত মৃত বালকের আকৃতির সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। মৃত বালকের অঙ্গে ভীষণ আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে বোধ হইতেছে, উহাকে হত্যা করা হইয়াছে। মৃতদেহ ফ্র্যাঙ্কের কি না, আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ফ্র্যাঙ্কের পিতা কথাগুলি শ্রবণ করিলেন। তিনি একদৃষ্টিতে পুলিস কর্ম্মচারীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অপরাধের বিভীষিকা

গাড়ী শিকাগো উপকণ্ঠের থানায় পৌছিল, উভয়ে নিঃশব্দে অবতরণ করিলেন। থানার আশে-পাশে বহুলোক সমবেত হইয়াছে। জনতা যাহাতে থানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য সশস্ত্র পুলিস সতর্ক রহিয়াছে। পুলিস কর্ম্মচারী ফ্র্যাঙ্কের পিতাকে সঙ্গে লইয়া থানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

* * * *

ফ্র্যাঙ্কের মৃতদেহ সনাক্ত হইয়াছে। ফ্র্যাঙ্কের পিতা বলিয়াছেন, মৃতদেহ যে ফ্র্যাঙ্কের, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই

মৃতদেহের মস্তকে কতকগুলি গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। বোধ হইতেছিল, লৌহদণ্ড দ্বারা মস্তকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করা হইয়াছে।

ফ্র্যাঙ্কের মৃতদেহ প্রাপ্তির সংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে শিকাগো সহরে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সহস্র সহস্র সংবাদপত্রে হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে নানারূপ অনুমান ও পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে।

শিকাগোর এবং সমগ্র ইলিনয় ষ্টেটের পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ, হত্যাকারীকে বা হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক ষ্টেটে, সহরে, এবং প্রত্যেক থানায় অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়াছে সেইস্থানে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রত্যেক ঝোপ, প্রত্যেক বৃক্ষ, এমন কি প্রত্যেক ইঞ্চি পরিমিত স্থানের মৃত্তিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা গেল, যেখানে মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে, সেখান হইতে প্রায় ৫ শত গজ দূরে মৃত্তিকার উপর মোটর গাড়ীর টায়ারের চিহ্ন রহিয়াছে, যেন একখানা মোটর গাড়ী সহর হইতে নির্জ্জন স্থানের কতকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আবার সহরের দিকে ফিরিয়া গিয়াছে।

বিশেষ সতর্কতার সহিত টায়ার-চিহ্নগুলির ফটোগ্রাফ লওয়া হইল। ঐ স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষার জন্য সরকারী রসায়নবিদ্দিগের নিকট প্রেরিত হইল। শিকাগো সহরের বহু লোকের, বিশেষতঃ দাগী বদমায়েসদিগের মোটর গাড়ীর টায়ার এবং তৎসংলগ্ন মৃত্তিকা পরীক্ষিত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে পুলিসের সন্দেহ বশতঃ অনেক লোক ধৃত হইল, কতক লোক প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করিল, কতক লোক আটক রহিল।

খিলানো পয়ঃপ্রণালী এবং তৎসন্নিহিত সকল স্থানের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত একমাত্র টায়ারের চিহ্ন ব্যতীত অপর এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যাহার বলে অপরাধের প্রকৃত তদন্ত হইতে পারে। পুলিস কর্ম্মচারীদের মুখমণ্ডলে যেন নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

টায়ার-চিহ্নিত স্থানের অনতিদূরে সামান্য একটুকু স্থান ঘাস দ্বারা আবৃত। অবশেষে এই স্থানে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। হঠাৎ একজন পুলিস কর্ম্মচারী লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন— "একজোড়া চশমা।" অনুসন্ধানকারী সকলের দৃষ্টি তাঁহার হস্তের প্রতি নিপতিত হইল, তাঁহারা চশমা জোড়া ভাল করিয়া দেখিবার

জন্য ধাবিত হইলেন। দেখিয়া কেহ কেহ উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, এইবার হত্যাকারী নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। অপর কেহ বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না।

চশমার সূত্র ধরিয়া তদন্ত আরম্ভ হইল। চশমা জোড়া দামী, যেন কোন লোকের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞ দ্বারা উহা পরীক্ষা করাইয়া উহার শক্তি, রোগীর চোখের অবস্থা, চক্ষুরোগের কারণ, বয়স ইত্যাদি তথ্য যথাসম্ভব অবগত হওয়ার চেষ্টা হইল। চশমা প্রস্তুতকারীর অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। শিকাগোর এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চশমা ব্যবসায়ী স্বীকার করিলেন, তাঁহার চশমা প্রস্তুতের কারখানায় ঐ চশমা জোড়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কে চশমার অর্ডার দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিল। 'অর্ডারের' বইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে জানা গেল, যে লোকটি চশমার অর্ডার দিয়াছিল, তাহার নাম ও ঠিকানা :—

লিওপোল্ড জুনিয়র (Leopold jr,)

…ষ্ট্রীট, শিকাগো।

উৎফুল্ল গোয়েন্দা কর্ম্মচারী একজন বলিলেন, আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক। হত্যাকারীর গলায় ফাঁসির রজ্জু উঠিয়াছে। অপর একজন বলিলেন, বেশী উৎসাহ প্রকাশ করিও না; নাম ও ঠিকানায় বোধ হইতেছে, লোকটি শিকাগোর বিখ্যাত ধনকুবের

লিওপোল্ড বংশের কেহ হইবে, খুব সম্ভবতঃ মিষ্টার লিওপোল্ডেরই পুত্র। লিওপোল্ড জুনিয়র হত্যাকারী, ইহা অসম্ভব।

"ইহা অসম্ভব? তোমার গোয়েন্দাগিরির অভিজ্ঞতা খুব পাকিয়াছে দেখিতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ এই শিকাগো সহরে, কিছু অসম্ভব আছে কি?" নেতৃস্থানীয় গোয়েন্দা কর্ম্মচারী কথাগুলি বলিলেন।

লিওপোল্ড-পরিবারের প্রাসাদতুল্য আবাসে পুলিস হাজির হইল। মিঃ লিওপোল্ড জানিলেন, তাঁহার পুত্রের সহিত পুলিস দেখা করিতে চায়। লিওপোল্ড জুনিয়রকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া আনা হইল। পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি চশমা ব্যবহার করেন?

উত্তর—হাঁ করি।

প্রশ্ন—আপনার চশমা কোথায়?

উত্তর—আমার কাছেই আছে।

পুলিস কর্ম্মচারী পকেট হইতে একজোড়া চশমা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চশমা বুঝি এই রকম?

লিওপোল্ড জুনিয়র উহা পরীক্ষা করিয়া কহিল, আমার চশমা আমার কাছে না থাকিলে অবশ্যই বলিতাম, এই চশমা-জোড়াই আমার।

পুলিশ কর্ম্মচারী বলিলেন—আপনার চশমা দেখিতে চাই।

লিওপোল্ড জুনিয়র চশমা আনিবার জন্য বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অনুসন্ধানের পর চশমা না পাওয়ায় সে

বিস্মিত হইল। হঠাৎ তাঁহার মনে কি এক কথার উদয় হওয়ায় সে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মনকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া বৈঠকখানায় প্রত্যাগমন করিয়া সে পুলিস কর্ম্মচারীকে বলিল, চশমা চুরি গিয়াছে।

পুলিস কর্ম্মচারী—তাহা হইলে এই চশমাজোড়াই আপনার। চলুন আমাদের সঙ্গে, চোর ধরিতে হইবে। লিওপোল্ড জুনিয়রকে লইয়া পুলিস কর্ম্মচারীরা প্রস্থান করিলেন।

অপরদিকে লিওপোল্ড-পরিবারের সকল মোটরগাড়ী ও তৎসংলগ্ন টায়ারগুলি পরীক্ষা করা হইল। লিওপোল্ড জুনিয়রের ব্যবহৃত মোটরগাড়ীখানা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য পুলিসের জিম্মায় রাখা হইল। তাহার শফারের জবানবন্দী গৃহীত হইল। শফার বলিল, ফ্রাঙ্ক যেদিন অপহৃত হয়, সে দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লিওপোল্ড জুনিয়র বাটীতে ছিলেন না। তিনি ও তাঁহার বন্ধু লোয়েব মোটর গাড়ী লইয়া কোথায় গিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে উভয় বন্ধু মিলিয়া গাড়ীখানা ধৌত করিয়াছিলেন। ধৌত করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, রাত্রিতে গাড়ীর মধ্যে তাঁহারা একপ্রকার লোহিত মদ্য পান করিয়াছিলেন, গাড়ীতে ঐ মদ্যের দাগ লাগিয়া যাওয়ায় তাঁহারা গাড়ী ধৌত করিতেছেন। দাগগুলি দেখিয়া শফারের মনে হইয়াছিল, ঐগুলি রক্তের চিহ্ন।

দুইটি স্বতন্ত্র স্থানে লিওপোল্ড ও লোয়েবের উপর 'গ্রিলিং' আরম্ভ হইল। এই গ্রিলিং একটি কঠোর রীতি। অপরাধ স্বীকার করাইবার

জন্য সন্দেহ-ভাজন লোকের উপর দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতে থাকে। সন্দেহজনক লোককে বিশ্রামের বিন্দুমাত্র অবসর দেওয়া হয় না। একদল পুলিস কর্ম্মচারী ক্লান্ত হইয়া প্রস্থান করে, তন্মুহূর্ত্তে অপর একদল আসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপরাধী অপরাধ স্বীকার না করে, ততক্ষণ গ্রিলিং চলিতে থাকে। এরূপ কঠোর নির্য্যাতনের ফলে অপরাধী ক্লান্ত হইয়া অবশেষে অপরাধ স্বীকার করে। বস্তুতঃ এবম্প্রকার নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিরপরাধ লোকও প্রায়ই অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং আদালতের বিবেচনায় উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় লব্ধ স্বীকারোক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই।

ক্রমাগত প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে লোয়েব ও লিওপোল্ড উভয়েই অপরাধ স্বীকার করিল। স্বীকারোক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একটা প্রবল চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে উভয় বন্ধু কিছুকাল যাবৎ একটা ভীষণ কার্য্য করার সঙ্কল্প করিতেছিল। বালক ফ্রাঙ্ককে উভয়েই চিনিত, সে শিকাগোর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র। তাহাকে হত্যা করা হইলে দেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া অবশেষে দুই বন্ধু ঐ বালকের হত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইল। শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল। ঘটনার দিন বালক ফ্রাঙ্ক বিদ্যালয় হইতে পদব্রজে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়ার কথা বলিয়া উভয়ে বালক ফ্রাঙ্ককে আপনাদের গাড়ীতে উঠাইয়া লইল। লিওপোল্ড

গাড়ী চালাইতে লাগিল, লোয়েব বালকের সহিত পশ্চাতের আসনে উপবিষ্ট হইল। বাহির হইতে যেন কিছু দেখিতে না পাওয়া যায় তজ্জন্য গাড়ীর চারিদিকের পর্দ্দাগুলি টানিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর লোয়েব অতি নিষ্ঠুর ভাবে বালকের প্রাণ সংহার করিল। হত্যাকার্য্যে একটা লৌহদণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল। হত্যার পর তাহারা সহরের নানা রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার পরে নগরোপকণ্ঠের এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইল এবং তথাকার পয়ঃপ্রণালীর এক অংশে বালকের মৃতদেহ রাখিয়া দিল। পরে তাহারা এক ভোজনালয়ে উপস্থিত হইয়া ভোজন করিল এবং ঐ স্থানের টেলিফোনে ফ্রাঙ্কের পিতার নিকট দশ হাজার ডলার দাবী করিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, দাবীর অর্থ পাওয়া গেলে তাহাদের গ্রীষ্মকালীন য়ুরোপ-ভ্রমণ অধিকতর আনন্দদায়ক হইবে।

এ স্থলে ইহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, লোয়েব এবং লিওপোল্ড উভয়েই শিকাগোর দুইজন মহা ধনশালী ব্যক্তির পুত্র এবং উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিল। লিওপোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল এবং মেধাবী ছাত্র বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল।

লোয়েব লিওপোল্ড মামলা যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় ঘটনা। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মিঃ ড্যারো (Mr. Darrow) আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। সওয়াল জবাবে তিনি এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে

নিরীশ্বরবাদ, নানা প্রকার বিপ্লববাদ ও দুর্নীতি প্রচারিত হওয়ায় তরুণ যুবকদিগের মাথা বিগড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের কৃত অপরাধের জন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দোষী করা চলে না। আসামীদ্বয় হত্যার অপরাধে অপরাধী সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষিত যুবকদ্বয়ের কেন শোচনীয় অধঃপতন হইল, তাহার প্রকৃত কারণ বিবেচনা করিয়া বিচারক যেন তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন।

বিচারক আসামীদ্বয়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই মামলায় আসামীরা প্রথমাবস্থায় অপরাধ স্বীকার করায় জুরীর বিচার আবশ্যক হয় নাই। জুরীর বিচারে হয় ত আসামীদের প্রাণদণ্ড হইত। জুরীর বিচার রদ করিবার উদ্দেশ্যেই সুচতুর ব্যবহারাজীব আসামীদ্বয়কে প্রথমেই দোষ স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মামলায় আসামী পক্ষকে ৩০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

উল্লিখিত ঘটনায় এক শ্রেণীর ছেলে-ধরাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

(খ) আমরা এই স্থানে ছেলেধরা সংক্রান্ত অপর একটি শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ করিব। এই ঘটনা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে। কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস-এঞ্জিলিস নগরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার পেরী এম, পার্কারের কনিষ্ঠা কন্যা দ্বাদশ বর্ষীয়া মেরিয়ান পার্কার যে ঘটনায় অপহৃত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়, তাহাই আমাদের বর্ণনীয় বিষয়।

অপরাধের বিভীষিকা

হিকম্যান নামক এক দুর্ব্বৃত্ত যুবক, বালিকাকে কৌশলে হরণ করিয়া পরে বালিকার পিতা মিঃ পার্কারের নিকট ১৫ শত ডলার দাবী করে। অবশেষে হিকম্যান মিঃ পার্কার হইতে দাবীর অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বালিকার মৃতদেহ প্রদান করে। এই ঘটনায় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং হত্যা-কারীকে ধৃত করার জন্য সর্ব্বত্র চেষ্টা হয়। হত্যাকারী হিকম্যান ধৃত হইলে পর, সে অপরাধ স্বীকার করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করে। নিম্নে স্বীকারোক্তির মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।

হিক্‌ম্যান কান্সাস সিটির অধিবাসী। কান্সাস সিটি হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা পায়, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ তাহার বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। অবশেষে সে লস এঞ্জিলিসে আসিয়া মিঃ পার্কারের অধীনে ব্যাঙ্ক-কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করে। কিছু দিন পরে চেক জাল করার অপরাধে মিঃ পার্কার তাহাকে পুলিসের হাতে অর্পণ করেন। বিচারে হিকম্যান কারাবাসদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া হিকম্যান শিক্ষালাভের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা পায়, কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। এই সময়ে তাহার মনে হয়, কোন বালক অথবা বালিকাকে অপহরণ করিয়া তাহার মুক্তির বিনিময়ে যদি অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য হিকম্যান পুনরায় কান্সাস সিটি হইতে লস-এঞ্জিলিস নগরে আগমনের সঙ্কল্প করিয়া ডাঃ হার্ব্বার্ট এল ম্যানটিজের মোটর গাড়ী রিভলভারের সাহায্যে

কাড়িয়া লয়, এবং ঐ গাড়ীতে চড়িয়া লস-এঞ্জিলিস নগরে আগমন করে। এই স্থানে আসিয়া সে কোন এক বাটীর একাংশ ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে থাকে এবং তাহার পূর্ব্ব মনিব মিঃ পার্কারের কন্যাকে অপহরণ করার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে।

মিঃ পার্কারের কন্যা মেরিয়ান এবং মার্জ্জরী লস-এঞ্জিলিসের এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে হিকম্যান ঐ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলে, মেরিয়ানের পিতা মিঃ পার্কার হঠাৎ মোটর গাড়ীর নীচে পড়িয়া আহত হইয়াছেন, তিনি মেরিয়ানকে দেখিতে চাহিতেছেন। মিঃ পার্কারের আদেশ অনুসারে, হিকম্যান মেরিয়ানকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছে। হিকম্যানের কথায় বিশ্বাস করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেরিয়ানকে তাহার সঙ্গে গমন করার অনুমতি প্রদান করেন।

মেরিয়ানকে লইয়া হিকম্যান মোটর গাড়ীতে আরোহণ করে, এবং কিছুদূর যাইয়া মেরিয়ানকে বলে, তাহাকে অপহরণ করা হইয়াছে। অতঃপর হিকম্যান মেরিয়ানকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে।

বালিকা, হিকম্যানকে বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া দেওয়ার জন্য, কাতরভাবে বারম্বার অনুরোধ করায়, হিকম্যান বালিকাকে বন্ধন-মুক্ত করে, কিন্তু পিস্তল দেখাইয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলে, ইহার পর হিকম্যান পাসাডানায় গমন করিয়া বালিকার

পিতা মিঃ পার্কারের নিকট এই মর্ম্মে প্রথম সংবাদ প্রেরণ করে যে, মেরিয়ানকে অপহরণ করা হইয়াছে। বালিকা ভাল আছে। কি ভাবে বালিকাকে উদ্ধার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শীঘ্রই সংবাদ দেওয়া যাইবে।

হিকম্যান রাত্রিতে মেরিয়ানকে লইয়া, চলচ্চিত্রালয়ে গমন করে, এবং পরে বাসস্থানে ফিরিয়া আইসে। বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষের নিম্নে তাহারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল উপবেশন করিলে পর, মেরিয়ান হিকম্যানের পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে নীরবে তাহার অনুসরণ করিয়া বাসগৃহে উপনীত হয়। বালিকার ইচ্ছানুসারে তাহাকে একটি স্বতন্ত্র বিছানায় শয়ন করিতে দেওয়া হয়। পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া, হিকম্যান মেরিয়ানের পিতাকে সর্ব্বপ্রথম এই মর্ম্মে চিঠি লিখে যে, মেরিয়ানের মুক্তির জন্য ১৫ শত ডলার প্রস্তুত রাখিতে হইবে, নোটগুলি সব ২০ ডলারের হওয়া চাই। এ বিষয়ে পরে আরও সংবাদ দেওয়া হইবে। নিম্নে হিক্‌ম্যানের লিখিত চিঠিখানার ভাষা অবিকল ভাবে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

P. M. Parker :—

Use good Judgment. You are the loser. Do this. Secure 75—20 dollar gold certificates—U. S. Currency—1500 dollars at once. Keep them on your person. Go about your daily business as usual. Leave out police and detectives. Make no public notice. Keep this affair private. Make no search

Fulfilling these terms with the transfer of the currency will secure the return of the girl.

Failure to comply with these requests means—no one will ever see the girl again.

The affair must end one way or the other within 3 days—72hrs.

You will receive further notice, but the terms remain the same.

Fate.

If you want aid against me ask God not man.

হিকম্যানের আদেশ অনুসারে মেরিয়ানও তাহার পিতাকে একখানা চিঠি লিখে। উভয় চিঠি একই এনভেলপের মধ্যে রাখা হয়।

মেরিয়ানের চিঠি লেখা শেষ হইলে পর হিকম্যান বালিকাকে একটা চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া চিঠি ডাকে দেওয়ার জন্য বাহিরে চলিয়া যায়। ফিরিয়া আসিয়া সে প্রাতরাশের আয়োজন করে, কিন্তু বালিকা কিছুই ভোজন করে না। হিকম্যান তাহাকে বলে, সে আর একখানা চিঠি তাহার পিতার নিকট লিখিতে পারে। বালিকা কেবলই ক্রন্দন করিতেছিল, পিতার নিকট আর একখানা চিঠি লিখার অনুমতি পাওয়ায় তাহার ক্রন্দন থামিয়া যায়।

হিকম্যান পুনরায় বাহিরে গিয়া কিছুকাল পরে কতকগুলি সংবাদপত্র লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। সংবাদপত্রগুলিতে মেরিয়ানের

অপহরণ সংক্রান্ত অনেক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, উভয়ে ঐ গুলি পাঠ করে।

অপরাহ্ণে হিকম্যান বালিকাকে লইয়া মোটর গাড়ীতে ভ্রমণে বহির্গত হয়। ৭০ মাইল ভ্রমণ করিয়া তাহারা সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই সময়ে হিকম্যান আরও অনেক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া সঙ্গে লইয়া আইসে।

হিকম্যান মিঃ পার্কারকে দাবীর ১৫ শত ডলার লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য টেলিফোনে সংবাদ প্রদান করে। কিছুকাল পরে হিকমান মেরিয়ানকে সঙ্গে লইয়া মোটর গাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। হিকম্যান মিঃ পার্কারের গাড়ী দেখিতে পায়, কিন্তু পুলিসের গাড়ীও তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। মিঃ পার্কার পুলিসে সংবাদ দিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া হিকম্যান অবিলম্বে মেরিয়ানকে লইয়া বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। মেরিয়ান ঐ রাত্রিতে বাড়ী যাইতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করে। হিকম্যান বালিকাকে বুঝাইয়া দেয় যে, তাহার পিতার দোষেই তাহার বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই।

পরদিন প্রাতে হিকম্যান পুনরায় বালিকাকে তাহার পিতার নিকট আর একখানা চিঠি লিখিতে বলে। বালিকাকে বলা হয়, সে চিঠিতে যাহা খুসী তাহাই লিখিতে পারে, তবে তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইতেছে, চিঠিতে যেন এই ভাব প্রকাশ পায়। হিকম্যান বালিকাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাহার পিতা দাবীর অর্থ প্রদান না করিলেও অবশেষে তাহাকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হইবে।

হিকম্যান বালিকার পিতাকে তিরস্কার করিয়া আর একখানা চিঠি লিখে এবং বালিকাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। এই চিঠিতে হিকম্যান ফক্স (Fox) বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করে।

বালিকাকে পুনরায় বন্ধন করা হয়। বালিকা যেন কিছু দেখিতে না পায়, এ জন্য তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে হিকম্যানের মনে হয়, বালিকাকে হত্যা করাই সঙ্গত। হিকম্যান বালিকার নিকট অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছে; সে বলিয়াছে,—বালিকার পিতার অধীনে সে ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছে, মিঃ পার্কার তাহাকে জানেন। বালিকাকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হইলে, সকল ঘটনা প্রকাশ পাইবে, সুতরাং হিকম্যানের রক্ষার পথ থাকিবে না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া হিকম্যান বালিকাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হইল।

বালিকা আবদ্ধ অবস্থায় চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল। হিকম্যান একখানা তোয়ালে রজ্জুর মত পাকাইয়া বালিকার গলদেশে জড়াইল এবং উভয় প্রান্ত ধরিয়া পুনরায় পাক দিতে আরম্ভ করিল। বালিকার গলদেশে ফাঁসি লাগিয়া গেল। হিকম্যান দৃঢ়হস্তে ফাঁসী ধরিয়া রাখিল। বালিকা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া দুই মিনিটের মধ্যে সংজ্ঞাহীনা হইল। হিকম্যান বালিকার সংজ্ঞাহীন দেহ বাথ-টাবে রাখিয়া তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা হস্ত-পদাদি অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। তারপর বিচ্ছিন্ন হস্তপদগুলি সংবাদ-পত্র দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিল এবং বালিকার কেশদাম চিরুণী দ্বারা সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া

মুখমণ্ডলে পাউডার মাখাইয়া দিল ও তাহার চোখের পাতায় সরু তার বসাইয়া চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত রাখার চেষ্টা করিল।

এই পৈশাচিক কার্য্য সম্পন্ন করার পর হিকম্যান বালিকার পিতা মিঃ পার্কারের নিকট শেষ চিঠি লিখিল। চিঠিতে লেখা হইল, বালিকা ভাল আছে। মিঃ পার্কার যদি তাঁহার কন্যাকে জীবিতাবস্থায় পাইতে চাহেন, তবে যেন তিনি সন্ধ্যার পরে ১৫ শত ডলার লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। চিঠি লেখা শেষ হইলে পর হিকম্যান থিয়েটারে গমন করিল।

মিঃ পার্কারের সহিত সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। হিকম্যান নিহত বালিকার খণ্ডিত দেহ সুট কেসে ভরিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপনীত হইল এবং মিঃ পার্কারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মিঃ পার্কার যেন তাহাকে চিনিতে না পারেন, এজন্য হিকম্যান নিজ মুখমণ্ডল একখণ্ড রুমাল দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। অনতিবিলম্বে মিঃ পার্কারের গাড়ী হিকম্যানের গাড়ীর নিকটস্থ হইল। হিকম্যান মিঃ পার্কারকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিয়া দাবীর ১৫ শত ডলার চাহিল। মিঃ পার্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, মেরিয়ান কোথায় ?

হিকম্যান,—সে গাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মিঃ পার্কার,—তাহাকে জাগাইয়া আমার গাড়ীতে তুলিয়া দাও।

হিকম্যান,—দাবীর অর্থ দিলেই মেরিয়ানকে ফিরাইয়া দিব।

মিঃ পার্কার ২০ ডলারের ৭৫ খানা নোট প্রদান করিলেন।

হিকম্যান বলিল, আমি অদূরে মেরিয়ানকে রাখিয়া যাইতেছি, অপেক্ষা করুন। ইহা বলিয়া হিকম্যান গাড়ী চালাইয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইল এবং স্যুটকেস্ হইতে মেরিয়ানের খণ্ডিত দেহ বাহির করিয়া রাস্তার ধারে নিক্ষেপ করিয়া মিঃ পার্কারকে ডাকিয়া বলিল, এই রহিল আপনার কন্যা মেরিয়ান!

পরমুহূর্ত্তে হিকম্যান এক ভোজন-শালায় গমন করিয়া আহার করিল এবং ভোজনান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিল। পরদিন প্রভাতে পুলিস মেরিয়ানের খণ্ডিত শবের সহিত বাঁধা একখণ্ড তোয়ালের সূত্র ধরিয়া হিকম্যানের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। হিকম্যান কৌশলে পুলিসের হস্ত এড়াইয়া এক থিয়েটারে গমন করিল এবং তথা হইতে পরে হোলিউড বুলেভার্ডে যাইয়া পিস্তলের সাহায্যে সবুজ বর্ণের একটা বৃহৎ অটোমোবিল লুণ্ঠন করিল। অবিলম্বে হিকম্যান সান্‌ফ্রান্সিকো অভিমুখে ধাবিত হইল। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সে রাত্রিতে এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরদিন প্রভাতে হিকম্যানের নাম মেরিয়ানের হত্যাকারীরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় হিকম্যান সান্‌ফ্রান্সিস্কো পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। এই সময়েই সে ধৃত হয়।

হিকম্যান যে মেরিয়ানের হত্যাকারী, ইহা হিকম্যান ধৃত হওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিকম্যান যে মোটর গাড়ী লইয়া মিঃ পার্কারের সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহা সে একস্থানে পরিত্যাগ করে। নানা কারণে পুলিসের

বিশ্বাস হয়, ঐ পরিত্যক্ত গাড়ী মেরিয়ানের হত্যাকারী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। গাড়ীর দরজার হ্যাণ্ডেলে যে অঙ্গুলির ছাপ ছিল, অতি যত্ন সহকারে তাহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া পরীক্ষা করা হয়। লস-এঞ্জেলিসের পুলিস বিভাগে তথাকার অপরাধীদের যে সকল অঙ্গুলির ছাপ ছিল, সেইগুলির সহিত গাড়ীর হ্যাণ্ডেলে প্রাপ্ত অঙ্গুলির ছাপ মিলাইয়া দেখা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, ব্যাঙ্ক-চেক্ জাল করার অপরাধে দণ্ডিত হিকম্যান নামক এক যুবকের অঙ্গুলির ছাপের সহিত পরিত্যক্ত মোটর গাড়ীর অঙ্গুলির ছাপ মিলিয়া গিয়াছে। এই কারণে হিকম্যানের নাম মেরিয়ানের হত্যাকারীরূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে।

বিচারে হিকম্যান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

(গ) আমরা এস্থলে যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় হইতে একটুকু স্বতন্ত্র। উল্লিখিত প্রতি ঘটনার সহিত দুর্ব্বৃত্তদের অর্থের দাবী বিজড়িত ছিল, কিন্তু আমরা এস্থলে যে ভয়াবহ অপরাধ বিবৃত করিতেছি তাহা অর্থের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। বস্তুতঃ, কি উদ্দেশ্যে ঐ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বুঝা কঠিন। অপরাধীর বয়স ছিল ৪৭; সমাজে তাহার সম্ভ্রম ছিল, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল, লোকের সহিত ব্যবহারে সে বিনয়ী ও ভদ্র ছিল। পরিবারের সহিত কিম্বা প্রতিবেশীদিগের সহিত তাহার কখনও কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। মানুষের যতটা সদ্বিবেচনা ও মানসিক স্বাস্থ্য থাকিতে পারে, এই ব্যক্তির তাহাই ছিল বলিয়া লোকের ধারণা ছিল এবং তাহার

সদ্‌গুণাবলী ও উচ্চ আদর্শের জন্য সে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রই ডরথী স্নাইডার নাম্নী পাঁচ বৎসরের একটি বালিকাকে বিনা-কারণে অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করে। এই অপরাধীর নাম ছিল, য়্যাড্‌লফ্‌ হোটেলিং, তাহার নিবাস ছিল মিশিগান ষ্টেটের অন্তর্গত 'আউসো' সহর।

হোটেলিংকে ধৃত করার জন্য যেরূপ আয়োজন হইয়াছিল এবং পুলিশ যেরূপ অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিয়াছিল, মিশিগান ষ্টেটে পূর্ব্বে তদ্রূপ আর কখনও হয় নাই। ধৃত হইলে পর হোটেলিংকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে বালিকাকে কেন হত্যা করিয়াছে; উত্তরে হোটেলিং বলে, সে বালিকাকে কেন হত্যা করিয়াছে—তাহা জানে না।

হোটেলিং অপরাধ স্বীকার করিয়া পুলিশের নিকট যে বিবৃতি প্রদান করে, আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; পাঠক এই বিবৃতি হইতে ঘটনার পরিচয় পাইবেন।

হোটেলিং স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে বলে:—

"আমি ফ্লিণ্ট নামক স্থানের আশে-পাশে কাজ খুঁজিতেছিলাম। গত বৃহস্পতিবার আমি ডিক্সি-হাইওয়ের পথে মোটর গাড়ী চালাইয়া যাইতেছিলাম, ঐ সময়ে আমি অপরিচিতা একটি ছোট বালিকাকে দেখিতে পাই। আমি গাড়ী থামাইয়া বালিকাকে গাড়ীর ভিতরে আসিতে বলি। আমি বালিকাকে বলি, আমি তাহাকে তাহার বাড়ী লইয়া যাইব।

"বালিকা গাড়ীতে উঠিতে আপত্তি করে কিন্তু আমি জোর করিয়া তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লই। গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবার জন্য বালিকা বারংবার আমাকে অনুরোধ করিতে থাকে; সে বলে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া না হইলে সে তাহার মাতা-পিতার নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে।

"আমি ষ্ট্যানলী রোডে এবং পরে একটা কাঁচা পথে গাড়ী চালাইয়া যাই। এই সময়ে বালিকা ক্রন্দন করিতেছিল। আমি ঐ পথে পূর্ব্বে আর কখনও যাই নাই।

"আমি গাড়ী থামাইয়া বালিকাকে বাহুতে তুলিয়া লই এবং একটা বেড়া পার হইয়া গমন করিতে থাকি। বালিকা তখনও কাঁদিতেছিল। সে আমাকে বারংবার বলিতেছিল, সে তাহার মাতা-পিতাকে বলিয়া আমাকে শাস্তি দেওয়াইবে।

"বালিকা কাঁদিতেছিল; আমি তাহাকে বাহু হইতে নামাইয়া ছুরি বাহির করিলাম। বালিকা বাড়ী যাইতে চাহিল। আমি দুইবার জোরে বালিকার দেহে ছুরি বসাইয়া দিলাম এবং পরে তাহার হাত-পা কাটিয়া ফেলিলাম। আমি কেন ঐরূপ করিয়াছি, তাহা জানি না।

"হিকম্যানের কার্য্য সর্ব্বদা আমার মনে জাগিতেছিল। আমি ঐ কথা ভাবিয়া রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছি। গত শনিবার আমি ধরা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।"

হোটেলিং ধৃত হওয়ার সাত-চল্লিশ ঘণ্টা পরে ফ্লিণ্টের আদালতে জজ ফ্রেড্ ডব্লিউ, ব্রেন্নানের এজলাসে প্রকাশ্য বিচার আরম্ভ হয়।

হোটেলিং আসামীর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে যাইতেছে, এমন সময়ে নিহত বালিকার পিতা লেসলী স্নাইডার তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেহের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া হোটেলিংয়ের গণ্ড-দেশে এক প্রচণ্ড ঘুষি বসাইয়া দিলেন। হোটেলিং পশ্চাৎদিকে টলিয়া পড়িল। দুই জন ডেপুটি আসিয়া বাধা প্রদান করায় লেসলী স্নাইডার নিরাশ হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ফিরিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, "ভগবান, লোকটাকে যদি আমি একবার পাইতাম!"

মিশিগান ষ্টেটে প্রাণদণ্ড প্রচলিত না থাকায় বিচারে হোটেলিং যাবজ্জীবন সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু বিচারক এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে মিশিগান ষ্টেটে প্রাণদণ্ড প্রচলিত থাকা উচিত বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে।*

মানুষ কোনরূপ স্বার্থের বশীভূত না হইয়াও যে অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতে পারে, উল্লিখিত ঘটনা তাহার একটি উদাহরণ।

* * * *

যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের প্রকার এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান অসম্ভব, আমরা এস্থলে মাত্র প্রধান প্রধান কয়েক শ্রেণীর অপরাধের উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্ব-

*"The details as shown by this confession almost convinces me we ought to have capital punishment in the State."

অপরাধের বিভীষিকা

বর্ত্তী অধ্যায় সমূহেও পাঠক কয়েক শ্রেণীর অপরাধের পরিচয় পাইয়াছেন। অপরাধ নিবারণের সংস্রবে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সম্পর্কে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর ১০ বিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই বিপুল ব্যয় মার্কিণ সভ্যতার খরচার একটা দিক্ মাত্র। খরচার সকল বিষয় ডলার-সেণ্ট দ্বারা হিসাব করা চলে না। দুঃখ, ক্লেশ, উদ্বেগ, অশান্তি, শোক, অত্যাচার, ব্যভিচার, দুর্নীতি, নরহত্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি 'খরচার' অন্তর্গত হইলেও টাকা-পয়সা দ্বারা ঐ গুলির প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় না। সুতরাং মার্কিণ সভ্যতার একমাত্র অপরাধ বিষয়ক খরচাই ১০ বিলিয়ন ডলার অপেক্ষা অনেক অধিক। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসকে বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হইবে, অপরাধের খরচা হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণই সূচিত হইতেছে না, বরং ঐ খরচা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনাই বেশী দেখা যাইতেছে। পার্থিবতার উদ্দাম গতিকে উত্তম নীতি ও আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা না হইলে অপরাধ সমাজকে ক্রমশঃ গ্রাস করিতে থাকিবে।

অপরাধীর প্রাণদণ্ড

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমাজহিতৈষী ও সমাজ-সংস্কারকগণ বহুদিন যাবৎ প্রাণদণ্ডপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ তথায় অনেক দিন যাবৎই অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে অল্লাধিক পরিমাণে আন্দোলন চলিতেছে। সমাজ-সংস্কারকগণ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া আসিতেছেন, প্রতিহিংসা গ্রহণ জন্য অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা সুসভ্য সমাজ বা জাতির সভ্যতার পরিচায়ক নহে, ঐরূপ কার্য্য বর্ব্বরতারই নামান্তর। অপরাধী ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজেরই সন্তান। সমাজ-ব্যাধি অপরাধীর দুষ্কৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অপরাধীর অপরাধের জন্য সমাজই প্রকারান্তরে দায়ী, সামাজিক আবেষ্টনী প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অনুকূল নহে বলিয়াই সমাজদ্রোহী বা অপরাধীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। সামাজিক আবহাওয়ার উন্নতিসাধন কর, দেখিবে অপরাধীদিগের সংখ্যা হ্রাস ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রদ্রোহী কিম্বা ভীষণ নরহন্তাকেও তোমার উন্নতির ও সভ্যতার ফল ভোগ করিতে দাও, তাহার প্রাণদণ্ড দ্বারা তোমার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন না করিয়া তোমার মহত্ত্ব প্রদর্শন কর, তাহাকে ক্ষমা কর। প্রাণদণ্ডরূপ প্রতিহিংসা গ্রহণ দ্বারা তোমার সভ্যতা কলঙ্কিত হইতেছে, বর্ব্বরোচিত প্রাণদণ্ড প্রথার লোপসাধন করিয়া তোমার জাতির ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল কর।

পক্ষান্তরে অপর এক শ্রেণীর সুশিক্ষিত লোক উক্ত সমাজ-সংস্কারকদিগের উক্তির সমালোচনা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সমাজ-সংস্কারকদিগের ঐরূপ ভাবপ্রবণতাই যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছে। "চাবুকের ব্যবহার পরিহার করা হইলে বালক বিগড়াইয়া যায়," প্রাণদণ্ড আইনের লোপসাধন করা হইলে সমাজে ভীষণ অপরাধের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি।

প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে ও পক্ষে উল্লিখিত পরস্পরবিরোধী ভাব প্রচলিত থাকায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাষ্ট্র হইতে প্রাণদণ্ড আইন (একমাত্র রাষ্ট্রদ্রোহিতা অপরাধের দণ্ড ব্যতীত) উঠিয়া গিয়াছে, আবার অনেক রাষ্ট্রে এখনও উহা প্রচলিত আছে। মিশিগান, উইসকন্সিন প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল রাষ্ট্রে প্রাণদণ্ড আইন এখনও প্রচলিত, সে সকল স্থানে প্রাণদণ্ডের নৃশংসতা ক্রমশঃ পরিবর্জ্জিত হইতেছে। শেষোক্ত কতিপয় রাষ্ট্রে প্রাণদণ্ডের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক কেদারার (ইলেক্‌ট্রিক চেয়ার) ব্যবহার আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ ঐ আদর্শ অন্যত্র গৃহীত হইতেছে। সমাজ-সংস্কারকগণ বলিতেছেন, তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই ফাঁসিকাষ্ঠ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। একদিন 'বৈদ্যুতিক কেদারা'ও উঠিয়া যাইবে।

মার্কিণ আইনের অনুশাসন এই যে, পুরুষ ও নারী অভেদে দণ্ডবিধির প্রয়োগ আবশ্যক। প্রাণদণ্ড বিষয়েও একই অপরাধের

জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে তারতম্য করিবার নির্দ্দেশ নাই। আইনের নির্দ্দেশ না থাকিলেও কার্য্যতঃ অনেক সময় প্রাণদণ্ড বিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তারতম্য করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারী দণ্ডবিষয়ে জুরী এবং বিচারকের সহানুভূতি লাভ করিয়া লঘুতর দণ্ডে দণ্ডিত হয় কিম্বা দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। বিচারক করুণাপ্রকাশের অবকাশ পাইলে সাধারণতঃ নারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া থাকেন। তবে নিরপেক্ষ বিচারক করুণাপ্রকাশের অবকাশ না পাইলে নারী চরম দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম বিচারে নারী প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহার জীবনের সকল আশা ফুরাইয়া যায় না। আপীল কোর্টের বিচারে অথবা গভর্ণরের দয়ায় তাহার প্রাণদণ্ড রদ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রাণদণ্ড আইন সমর্থক বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একই প্রকার আদর্শ অনুসৃত হয় না। ইলিনয় প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির আচার একরূপ, আবার নিউইয়র্ক প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির আচার অন্যরূপ। ইলিনয় রাষ্ট্রে এ পর্য্যন্ত অনেক নারী প্রাণদণ্ডের আদেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু একটি নারীকেও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া কৃত কার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নাই। ঐ স্থানে যখনই কোন বিচারক নারীর বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখনই সমাজ-সংস্কারক ও মানব-হিতৈষিগণ ঐ আদেশ যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, তজ্জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইয়াছেন এবং প্রতিক্ষেত্রেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।

অধুনা তাঁহারা এই যুক্তির শরণাপন্ন হইয়াছেন যে, তাঁহাদের রাষ্ট্রে কখনও নারীর প্রাণদণ্ড হয় নাই; সুতরাং এই পবিত্র ও মহতী প্রথার মর্য্যাদা লঙ্ঘন ইলিনয়বাসীদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। ইলিনয়ের সমাজসংস্কারকদিগের আন্দোলনের ফলে নারীর প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ঐ জনমতের প্রভাব হইতে ইলিনয়ের গভর্ণর আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারিতেছেন না; প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নারীর প্রাণভিক্ষার আবেদন গভর্ণর অগ্রাহ্য করিবেন না, ইহা একরূপ অবধারিত। ইলিনয়বাসীরা জানেন, প্রাণদণ্ড সমর্থক আইন থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের রাষ্ট্রে নারীর প্রাণদণ্ড হইবে না।

কিন্তু নিউইয়র্কের কথা স্বতন্ত্র। তথায় মাঝে মাঝে নারীর প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। কিন্তু তথায়ও নারীকে চরম দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান জন্য যথাবিধি চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার ফলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অধিকাংশ নারীর জীবন রক্ষা পায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর অপরাধ বিচারক কর্ত্তৃক এতই ভীষণ ও নৃশংস বলিয়া বিবেচিত হয় যে, তিনি আত্মপক্ষের ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হন। এরূপ ক্ষেত্রে আপীল কোর্টে আবেদন নিষ্ফল হইলে এবং গভর্ণর প্রাণভিক্ষার আবেদন অগ্রাহ্য করিলে নারীর সকল আশা ফুরাইয়া যায়।

নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে 'বৈদ্যুতিক কেদারা' প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত তিনটি নারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তথায়

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ মার্থা প্লেস নাম্নী এক নারী সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক কেদারায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। সপত্নী-কন্যাকে হত্যা করায় ঐ নারী বিচারে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়। উহার জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন মহিলা সমিতি আন্দোলন আরম্ভ করেন। সফরীগেটগণ এ কার্য্যে অগ্রগণ্য হন। সোসাইটী অব পলিটিকেল ষ্টাডি নিম্নলিখিত যুক্তি সহকারে গভর্ণর থিয়োডোর রুজভেল্টের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করেন,—

"নারী মানবের জননী। সুতরাং তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ আইন প্রণয়নে নারীর অধিকার না থাকায় তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা হইলে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না।" এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উল্লিখিত ঘটনাকালে নিউইয়র্ক ব্যবস্থাপক সভায় নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

নারীর প্রাণদণ্ডের আবশ্যকতা উপস্থিত হওয়ায় গভর্ণর রুজভেল্ট যেন কিছু বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেকে আশা করেন যে, হয় ত গভর্ণর মিসেস প্লেসের জীবন রক্ষা করিবেন। ঐ সময়ে নারী-ত্রাণ সমিতি, নারী ভোটাধিকার লীগ, নিউইয়র্ক মেডিকেল কলেজ গ্রাজুয়েট সমিতি, নারী সাংবাদিক ক্লাব, হোল্যাণ্ড মহিলা সমিতি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত এক ডেপুটেশন মিসেস প্লেসের প্রাণরক্ষার জন্য গভর্ণর রুজভেল্টের সমক্ষে উপস্থিত হন। গভর্ণর ডেপুটেশনের বক্তব্য শুনিবার পর যেন অধীর হইয়া পড়েন এবং এই আদেশ প্রদান করেন যে, "মিসেস প্লেসকে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আইন পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমভাবেই প্রযোজ্য।" অতঃপর বৈদ্যুতিক কেদারায় মিসেস প্লেসের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

উল্লিখিত ঘটনার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস সারা ফার্ম্মার নাম্নী এক নারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মিসেস্ ফার্ম্মার তাহার প্রতি-বেশিনী মিসেস সারা ব্রেন্নানকে হত্যা করে। মিসেস ফার্ম্মারের জীবন রক্ষার জন্য আবার আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন সমিতি ও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক এ কার্য্যে ব্রতী হন। এবারও আন্দোলনকারিগণ এই যুক্তিপ্রদর্শনে চেষ্টা পান যে, নারীদের রাজনীতিক অধিকার না থাকায়, পুরুষদিগের মত তাহাদিগকে একই দণ্ডে দণ্ডিত করা সমীচীন নহে। চার্লস এভান্স হিউস ঐ সময়ে নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের গভর্ণর ছিলেন। তিনি উক্ত আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকিয়া প্রাণ-ভিক্ষা আবেদনের উত্তরে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ প্রদান করেন :—

"অনেকে বলিতেছেন, নারীর প্রাণদণ্ড দারুণ নৃশংসতার পরিচায়ক। সুতরাং বন্দিনীকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে ভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নরহত্যা ব্যাপারে এই রাষ্ট্রের দণ্ড-বিধিতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে শাস্তির ব্যবস্থা নাই। নারীর অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে, তাহাকে পুরুষের মত দণ্ডভোগ করিতেই হইবে। এ ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতার সহিত আইনের প্রয়োগ করা হইবে।"

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মিসেস্ ফার্ম্মার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

উল্লিখিত ঘটনার প্রায় বিশ বৎসর পরে, আবার এক নারী নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই নারীর নাম মিসেস্ রুথ স্নাইডার। মিসেস্ স্নাইডার উপপতির সাহায্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাহার স্বামীকে হত্যা করে। এই জঘন্য ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রবাসীদিগের মনে যুগপৎ এমনই ঘৃণা, ভয় ও ক্রোধ সৃষ্টি করে যে, পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাণদণ্ডের বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রাণদণ্ড আইন সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এ দেশ হইতে প্রাণদণ্ড আইন উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।" বস্তুতঃ মিসেস্ স্নাইডারের প্রাণরক্ষাকল্পে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রকার আন্দোলনই সৃষ্ট হয় নাই। মিসেস্ স্নাইডারের আত্মীয় ও ব্যবহারাজীবগণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি বা সমিতি প্রাণরক্ষার আবেদন লইয়া, গভর্ণর য্যাল্‌স্মিথের সমক্ষে উপনীত হন নাই। কোন সংবাদপত্রেই উক্ত নারীর জীবনরক্ষার অনুকূলে অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। এই ঘটনার সম্বন্ধে শিকাগো সহরের কোন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে :—

"এ ক্ষেত্রে মাত্র দুইটি প্রশ্ন বিবেচ্য। প্রথম প্রশ্ন, প্রাণদণ্ড সমীচীন কি না, দ্বিতীয় প্রশ্ন, নারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয় কি না। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অপরাপর অনেক রাষ্ট্রের মত নিউইয়র্ক রাষ্ট্রেও প্রাণদণ্ড আইন প্রচলিত আছে; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও চলে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে যে, জঘন্য ও নৃশংস

অপরাধ নারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে, উহার জঘন্যতা ও নৃশংসতা হ্রাস পায়। পূর্ব্বে যে সকল মামলায় নরহন্ত্রীদের প্রতি প্রাণদণ্ড বিধান সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সে সকল মামলা ও এই মামলার মধ্যে প্রভেদ নাই। হত্যা ব্যাপারটা এ ক্ষেত্রে সবিস্তারে বর্ণনা অথবা উহার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সতর্কতার সহিত হত্যার পরিকল্পনা এবং দৃঢ়তার সহিত হত্যাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। হত্যার সংস্রবে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে, এই মামলায় প্রাণভিক্ষা লাভের উপযোগিতা দেখা যায় না। নারীর প্রতি প্রাণদণ্ড বিধান কর্ত্তব্য কি না—এরূপ প্রশ্ন এই জঘন্য মামলায় উঠিতে পারে না। আমরা কেবলমাত্র এই আভাস দিতেছি যে, নরহন্ত্রীরূপে মিসেস স্নাইডার দণ্ডহ্রাসের দাবী করিতে পারে না। তবে নারীর প্রাণদণ্ড সমর্থনযোগ্য নহে—এই পরিকল্পনার যদি কোন মূল্য থাকে, তবে একমাত্র ঐ ভিত্তির উপরই তাহার প্রাণভিক্ষার দাবী উপস্থাপিত করিতে হইবে।"

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে নিউইয়র্কের অন্তঃপাতী লং-আইল্যাণ্ড নগরে জাষ্টিস টাউনসেণ্ড স্কুড্ডারের এজলাসে মামলার বিচার আরম্ভ হয়। মিসেস্ স্নাইডার আত্মাদোষ স্খালনার্থে দণ্ডায়মানা হইয়া তাহার উপপতির উপর হত্যার সকল দোষ আরোপ করিতে থাকে।

মিসেস্ স্নাইডারের উপপতি আত্মদোষ স্বীকার করিয়া বলে যে, মিসেস স্নাইডারের প্ররোচনায়ই সে ঐরূপ ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

৯ই মে তারিখে বিচার শেষ হয়। বিচারক ১২ জন জুরীকে মামলা বুঝাইয়া দেওয়ার এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পরে জুরী মিসেস্ স্নাইডার ও তাহার উপপতিকে প্রথম মানের নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রায় প্রকাশ করেন। বিচারক জুরীর রায় অনুসারে উভয়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। ২০শে জুন প্রাণদণ্ডের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয়।

অতঃপর ২৭শে মে তারিখে উভয় আসামীর পক্ষ হইতে আপীল আদালতে নূতন বিচারের প্রার্থনা করিয়া আবেদন করা হয়। ২৪শে অক্টোবর তারিখে আপীলের শুনানী আরম্ভ হয় এবং ২২শে নভেম্বর তারিখে ৭ জন বিচারক একবাক্যে আপীল অগ্রাহ্য করেন।

ইহার পর আসামীপক্ষের ব্যবহারাজীবগণ আসামীদ্বয়ের মানসিক বিকৃতির যুক্তি দর্শাইয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার জন্য আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু সরকারী মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ আসামী-দ্বয়কে পরীক্ষা করিয়া গভর্ণর স্মিথের নিকট এই মর্ম্মে রিপোর্ট প্রেরণ করেন যে, আসামীদ্বয়ের মানসিক বৈকল্য ঘটে নাই।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে নিউইয়র্কের গভর্ণর য়্যাল স্মিথের নিকট আসামীদ্বয়ের প্রাণ-ভিক্ষার আবেদন পেশ করা হয়। ১০ই জানুয়ারী তারিখে গভর্ণর স্মিথ আবেদন অগ্রাহ্য করেন। উত্তরে তিনি বলেন :—

"আপীল-আদালত আসামীদ্বয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করার পর হইতেই এই মামলার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

আমি অতীব উদ্বিগ্নতার সহিত প্রাণ-ভিক্ষার আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছি। নারীর প্রতি প্রাণদণ্ড বিধান এতই কষ্টদায়ক যে, আমার আশা ছিল—প্রাণ-ভিক্ষার আবেদনে এমন কোন তথ্য উপস্থাপিত করা হইবে, যাহার বশে আমি করুণা প্রদর্শনে সমর্থ হইব। কিন্তু আমার আশা সফল হয় নাই। আমি আমার বিবেকবুদ্ধি এবং পদোচিত কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুকূল কোন তথ্য আবেদনে খুঁজিয়া পাই নাই।

"এই রায় লিখিবার সময় পর্য্যন্ত অপরাধভঞ্জনের এমন কোন যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি প্রথম বিচারালয়ের ১২ জন জুরী সমন্বিত বিচারকের এবং আপীল আদালতের ৭ জন বিচারকের অভিমত অগ্রাহ্য করিতে পারি। সুতরাং প্রাণ-ভিক্ষার আবেদন না-মঞ্জুর করা হইল।"

সাধারণতঃ মার্কিণ মহিলা-সমাজ প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ নারীর প্রাণদণ্ড ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতিবাদে অধিকতর তীব্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইলিনয় রাষ্ট্রে এ পর্য্যন্ত নারীর প্রাণদণ্ড হয় নাই। তথাকার নারীসমাজ প্রাণদণ্ডের ঘোরতর বিরোধী কিন্তু মিসেস্ স্নাইডারের প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে উক্ত মহিলা সমাজের অনেকেই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

মহিলা-সমাজের সুপ্রসিদ্ধা মিসেস্ এণ্ডরুসেরিক বলেন :—

"আমি মিসেস্ স্নাইডারের প্রাণদণ্ডের সম্পূর্ণ পক্ষপাতিনী।

কেবলমাত্র এই উপায়েই অপরাধ হ্রাস করা যাইতে পারে। পুরুষের মত নারীরও একই প্রকার দণ্ডভোগ কর্ত্তব্য।”

শিকাগো সহরের পদস্থা মহিলা মিসেস্ চার্লস্ এইচ. রি কুয়া বলেন :—

“প্রতি ক্ষেত্রেই প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ গ্রহণ করিতে হইবে। নরহন্ত্রী নারী বলিয়া ক্ষমা লাভ করিতে পারে না।”

সর্ব্বজন-পরিচিতা অপেরা অভিনেত্রী রোজা রেইজা নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

“আমি দুঃখিত। অপর যে কোনও জীবিতা নারীর মত আমার হৃদয়েও দয়া আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি নিশ্চয়ই সামাজিক প্রতিহিংসা গ্রহণের পক্ষপাতিনী নহি। কিন্তু রুথ স্নাইডার সম্বন্ধে আমি বলিতেছি যে, সে ভীষণ অপরাধ করিয়াছে। উত্তেজনার কারণ না থাকা সত্ত্বেও সে নরহত্যা করিয়াছে। সে হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছে, ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং শেষে হত্যা করিয়াছে। তাহাকে ও তাহার উপপতিকে যত সত্বর ও যত অনুকম্পার সহিত হয়, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত।”

শিকাগোর মহিলা এটর্ণী সেসেলিয়া ক্রেংটনী নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন :—

“আমি নর ও নারীদিগের জন্য একই প্রকার দণ্ডের পক্ষপাতিনী। মিসেস্ স্নাইডার নারী, সুতরাং তাহাকে তাহার উপপতির মত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য নহে—এরূপ যুক্তির কোন মূল্য নাই। তাহার প্রতি বিশেষ কোন অনুকম্পা প্রদর্শন কর্ত্তব্য

নহে। আমার বিবেচনায় তাহার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।”

কুক কাউন্টি অঞ্চলের পাবলিক গার্জ্জিয়ান শ্রীমতী ব্রিজেট সালিভান নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করেন :—

“আমার বিশ্বাস, রুথ স্নাইডারের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হওয়ায় ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।”

সম্ভ্রান্ত মহিলা সমাজের মিসেস সি, ডব্লিউ, হোমস বলেন :— “নিশ্চয়ই মিসেস্ স্নাইডারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। কেন করা হইবে না? সে যে তাহার পতির প্রাণ সংহার করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। আমি সর্ব্বদাই মনে করিয়াছি, জীবন দিয়া তাহাকে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে যে তাহার কন্যাকে পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে!”

প্রসিদ্ধা অপেরা অভিনেত্রী সাইরেনা ভ্যান গর্ডন বলেন : –

“মিসেস্ স্নাইডার ও তাহার উপপতির অপরাধ বড়ই বীভৎস। প্রাণ দিয়া তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। নারীর দণ্ড হ্রাস হইতে পারে না।”

শ্রীমতী লেটিজিয়া লাইটা নাম্নী অপর একজন সুপরিচিতা অপেরা অভিনেত্রী নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন :—

“হাঁ, মিসেস্ স্নাইডারের প্রাণদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। মানুষ তাহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে না।”

উল্লিখিত অভিমতগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মার্কিণ মহিলাদিগের মধ্যে অনেকে এখনও নারীর প্রাণদণ্ড সমর্থন করিয়া

থাকেন এবং তাঁহারা দণ্ডবিষয়ে দ্বৈত মানের (double standard) পক্ষপাতিনী নহেন। তবে এক শ্রেণীর সুশিক্ষিতা মার্কিণ মহিলা সকল ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিম্নে এই শ্রেণীর কোন কোন মহিলার উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

শিকাগো বোর্ড অব এডুকেশনের সেক্রেটারী মিসেস্ এল্সা জেড ব্রিনসে বলেন,—

"মিসেস্ স্নাইডারকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত করা হইলে, ঐ কার্য্যের নৈতিক ফল অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল হইত।"

শিকাগো স্কুল বোর্ডের একমাত্র মহিলা সদস্য মিসেস্ ডব্লিউ, এস, হেফারান নিম্নলিখিত মর্ম্মে মত প্রকাশ করেন :—

"আমার বিশ্বাস মতে আমি বলিতেছি, মিসেস্ স্নাইডারকে তাহার অবশিষ্ট জীবনকালের জন্য কোথাও অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইলে, তাহার দণ্ড আরও কঠোরতর হইত। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে এমন কোন স্থানে পাঠান হউক, যেখানে সে সারা জীবন কৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইবে।"

সম্ভ্রান্ত মহিলা সমাজের মিসেস্ উইলিয়ম এইচ, সেরিভেন বলেন :—

"এরূপ ব্যাপারে নর ও নারী উভয়কে একই দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে পূর্ব্ব-সঙ্কল্প অনুসারে বিনা উত্তেজনায় নিহত করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিধান অধিকতর উপযোগী হইত। আমার মনে হয়, কারারুদ্ধ জীবনে যে সন্তাপ উপস্থিত হয়, তাহা বৈদ্যুতিক কেদারার স্পর্শজনিত দ্রুত মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর কঠোর।”

অবশেষে মিসেস্ স্নাইডার ও তাহার উপপতির প্রাণদণ্ড হয়।*

শেষোক্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখনও অপরাধ-বিশেষে নারীর প্রাণদণ্ড সমর্থিত হইয়া থাকে। অপরাধের নৃশংসতা এবং নৃশংস অপরাধের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, আজ ঐ দেশের অনেকে মনে করিতেছেন, প্রাণদণ্ড আইনের বিলোপসাধন কর্ত্তব্য নহে। তাই দেখা যাইতেছে, অপরাধ বৃদ্ধির ফলে সমাজ-সংস্কারকদিগের কার্য্যে গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে।

* এই ঘটনার বিবরণ ৭৮—৮০ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

ভ্রাতৃত্ব ও ভগবান

(১)

মানুষ মানুষের ভাই, যীশুখৃষ্ট জগতে এই মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ পৃথিবীর শক্তিশালী খৃষ্টান জাতিসমূহ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিলাভের জন্য পরস্পরের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম দ্বারা যেন পরোক্ষে প্রচার করিতেছে—

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব থাকিতে পারে না, উহাদের পরস্পরের মধ্যে যে চিরস্থায়ী সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা শত্রুতা; তবে আধুনিক কূটনীতির সাহায্যে এই চির শত্রুতার ভাব ধামা-চাপা রাখিয়া মাঝে মাঝে মিথ্যা ভ্রাতৃত্ব ও সৌহৃদ্য সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কূটনীতির কটুতায় ধামায় যখনই আগুন ধরিয়া যায়, তখনই সেই স্থায়ী সম্বন্ধ বাহির হইয়া পড়ে!

সোজা কথায়, আজ শক্তিশালী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহের ব্যবহারে ও কার্য্যে মনে হয় যেন তাহারা তাহাদের জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির মাঝে যীশুখৃষ্টকে স্থান দিতে পারেনা এবং যে প্রাচীন নীতি বা আদর্শবাদের সহিত তাহাদের জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক বিবিধ সমস্যার সমাধানের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই, তাহা খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত বা অপর যাহাই কিছু হউক না কেন, তৎপ্রতি তাহারা মনোযোগী হইতে পারে না। আজ প্রতীচীর উন্নত জাতিসমূহের সংস্রবে যে সকল ঘটনা প্রকাশ পাইতেছে, তদ্বারা ইহাই ব্যক্ত

হইতেছে যে, যীশুখৃষ্টের বাণীর বিরুদ্ধে আধুনিক সভ্যতার অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে।

প্রতীচীর যে দেশে তথাকথিত জাতীয়তাবাদের যত বেশী বিকাশ ঘটিয়াছে, সেই দেশে খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী ভাব তত বেশী প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ধর্ম্ম-বিরোধিতার ফলেই যে য়ুরোপে বিগত মহাসমরের সূত্রপাত হইয়াছিল, ইহা বুঝাইয়া না বলিলেও চলে। আজ পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রধানতঃ স্বার্থ-পিশাচের যূপকাষ্ঠে ধর্ম্মভাবকে বলি দেওয়া বুঝায়। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহের কথা দূরে থাকুক, আজ একবর্ণ ও একধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহানুভূতি, সৌহৃদ্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। আধুনিক সভ্যতা যীশুখৃষ্টের মহা বাণী অস্বীকার করিতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া আজ প্রাচ্য দেশবাসীদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আধুনিক শ্বেত খৃষ্টাবলম্বী জাতিসমূহ প্রাচীর অশ্বেত ও অখৃষ্টান জাতিসমূহের সহিত প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও সৌহৃদ্য সংস্থাপনে ইচ্ছুক নহে; এমন কি প্রতীচীর শ্বেত-জাতি সমূহ যখন প্রাচীর লোকদিগের নিকট যীশুখৃষ্টের মহাবাণী প্রচার করে তখনও তাহাদের প্রাণে প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের ভাব রেখাপাত করেনা। প্রাচ্য দেশবাসীদিগের এই বিশ্বাসের জন্য তাঁহারা দোষী নহেন।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জগতে ভ্রাতৃত্বের কিরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাহা গুপ্ত বিষয় নহে। এসম্বন্ধে বেশী কিছু বলা অনাবশ্যক। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন গ্রীসের

পৌত্তলিক অধিবাসীরা অশ্বেত জাতিদিগকে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের চোখে দেখিতেন।* তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, শ্বেত ও অশ্বেত জাতিসমূহ একই মানব-বংশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তবে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া তাহারা কতকটা বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য লোকদিগের মনে ক্রমশঃ এই ধারণায় বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শ্বেত ও অশ্বেত লোকদিগের মধ্যে মৌলিক ও অনতিক্রমণীয় পার্থক্য বিদ্যমান, শ্বেত জাতীয় লোকেরা অশ্বেত জাতীয় লোকদিগের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ; অশ্বেতগণ নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য।

অশ্বেত লোকদিগের প্রতি শ্বেত জাতি সমূহের ক্রমবর্দ্ধিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ কত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা কোন এক শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবের নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়:—

"উন্নতির ইহা অকাট্য নিয়ম যে, নিকৃষ্ট জাতিসমূহ (অশ্বেত) উৎকৃষ্ট জাতি সমূহের দাসরূপে কার্য্য করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; অশ্বেত লোকেরা যদি শ্বেতাঙ্গদিগের দাসত্বে অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হইয়া পারে না। 'It is an inexorable law of progress that inferior races (non-white peoples) are made for the purpose of serving

* A. J. Toynbee, Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol x, P. 555.

the superior and if they refuse to serve, they are fatally condemned to disappear.

উল্লিখিত বিবৃতি দ্বারা আধুনিক শ্বেত জাতিসমূহের মনোভাবই সূচিত হইতেছে। এই খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী মনোভাবের ফলে আধুনিক সভ্যতার অতি গুরু সমস্যাবলী সৃষ্ট হইয়াছে। এবম্প্রকার মনোভাব দমিত না হইলে হয়ত একদিন জগতের শান্তি অন্তর্হিত হইবে।

যে দেশে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতজাতির প্রভুত্ব বর্ত্তমান, সে সকল দেশের অনেকস্থানে অশ্বেত লোকেরা নানাপ্রকার বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে; এরূপস্থানে অশ্বেত ও শ্বেতজাতির অলঙ্ঘনীয় পার্থক্য বিদ্যমান। অনাবিল প্রতীচ্য ভ্রাতৃত্বের জাজ্বল্যমান পরিচয়! এরূপ কপটতাপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ভারতীয় অশ্বেত খৃষ্টানদিগের মধ্যে ও বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। আজ মাদ্রাজের আদি-দ্রাবিড় খৃষ্টানসম্প্রদায় শ্বেতপাদ্রী নিয়ন্ত্রিত খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দিরে অকপট বিভেদ-সূচক লৌহ-রেলিং দ্বারা বিভক্ত হইয়া খৃষ্টীয় বিশ্ব-প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আধ্যাত্মিকতায় ও তত্ত্বকথায় কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরস্থ লৌহ-রেলিংয়ের একমাত্র অর্থ,—প্রতীচ্য অস্পৃশ্যতা!

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টীয় ভ্রাতৃত্ব কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখা যাক্। সভ্যজগৎ আমেরিকার লিঞ্চিং (lynching) নামে বারংবার শিহরিয়া উঠিয়াছে। লিঞ্চিংয়ের প্রকৃত অর্থ,—জাতি-

বিদ্বেষের কাঠগড়ায় নিগ্রোবলি! রোষোন্মত্ত জনতা সত্য বা কাল্পনিক অপরাধের অভিযোগে ধৃত নিগ্রোকে অতীব নৃশংসভাবে নিহত করে, অথচ সরকার এরূপ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিকারে যত্নবান নহেন,—পৃথিবীর আর কোন সভ্যদেশে এরূপ বর্ব্বরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা বিনা বিচারে নিগ্রোকে অতীব নৃশংসভাবে নিহত করে, তাহারাই আবার নিহত নিগ্রোর আত্মীয়-স্বজনের নিকট নির্লজ্জভাবে খৃষ্টীয় ভ্রাতৃত্বের প্রচার করিয়া থাকে!

খৃষ্টীয় ভ্রাতৃত্ব আমেরিকার লোহিত ইণ্ডিয়ানদিগকে খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গদিগের অমানুষিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গদিগের নিদারুণ নিষ্ঠুরতার ফলে আজ যুক্তরাষ্ট্রের লোহিত ইণ্ডিয়ানগণের অস্তিত্ব লোপ পাইতে চলিয়াছে। ডাঃ থিয়োডোর ওয়েজ (Waitz) লিখিয়াছিলেন,—কালিফো-র্ণিয়ার অন্তর্গত 'গোল্ড ডিষ্ট্রিক্টের' লোহিত ইণ্ডিয়ানগণ বন্য পশুর মত নিহত হইয়াছে।......প্রাচীন কেণ্টাকীর এবং ভার্জ্জিনিয়ার তথা-কথিত 'বীর'দিগের মধ্যে এমন অনেক নরহন্তা ছিল যাহারা আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতায় দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ বুয়রদিগকেও পরাভূত করিয়াছিল!"*

* "Among the so-called heroes of Old Kentucky and Virginia there were man-hunters who as regards cruelty and barbarity against the aborigines did not yield to the Dutch Boers on the Cape..." Introduction to Anthropology, P. 150.

উক্ত লেখক আরও লিখিয়াছেন, প্রাচীন কেণ্টাকীর এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গগণ আদিম অধিবাসীদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিয়া থাকে এবং বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তাহাদিগকে বন্দুকের গুলীতে যমালয়ে প্রেরণ করে। আদিম অধিবাসীদিগের সদয় আচরণ সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদিগের চিত্তে সহানুভূতির সঞ্চার হয় না!

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টীয় ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত পরিচয় লাভে কোন অশ্বেত লোকের পক্ষে বেশীদিন অপেক্ষা করা আবশ্যক হয় না। দক্ষিণ-যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর আর কোন সভ্যদেশে জাতি বিদ্বেষের প্রবল ভাব বিদ্যমান আছে কি না সন্দেহ।

যুক্তরাষ্ট্রে গমন বিষয়ে এসিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে যে কঠোর আইন জারী করিয়াছেন, তাহা প্রবল জাতি বিদ্বেষের ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের এসিয়াবাসী ছাত্রগণ নিতান্ত আবশ্যক হইলেও যেন আর অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারে, তজ্জন্য সম্প্রতি কঠোর আইন জারী করা হইয়াছে! জ্ঞানার্থী অতিথির প্রতি 'সাম-চাচার' কি চমৎকার ভ্রাতৃভাব!* বিদেশীয়

* ডাঃ সুধীন্দ্র বসু ১৯৩২ অব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে আইওয়ে হইতে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রে এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The recent ruling of the Labour Minister (called the Secretary of Labour) robs students from India, China, Japan and other Asian countries admitted

ছাত্রদের প্রতি মার্কিণ সরকারের এরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব বিগত একশত বৎসরের মধ্যে আর কখনও প্রদর্শিত হয় নাই।

চীন ও জাপানবাসীদিগের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা বিমুখ।† আজ জাপান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের অন্যতম, তথাপি জাপানীদের

under the non-quota provision of the privilege of working to pay their way through American colleges and universities. The new regulation requires all foreign students from the Orient to furnish adequate proof on admission that they can finance their education in America and anyone who works for pay, whether during the college year or in vacation periods, will render himself liable to deportation. Dr. Nicholas Murrey Butler, President of Columbia University, calls it 'reactionary' stupid and clearly against the interest of the American people and their influence in the world.'...The recent American psychology has been characterized by fear and dislike of foreigners. It has been stated by persons who ought to know that not in a hundred years has there been such an animus towords the foreigner within the gates of the United states."

†"The Chinaman is still regarded as 'the blackest of villains.'.........In California the baiting of the Japanese is now almost so much a part of political electioneering as is the abuse of the Negro in the

প্রতি যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের অসৌজন্যের কারণ কি? একমাত্র কারণ, আন্তরিক ভ্রাতৃত্বের অভাব বা জাতি বিদ্বেষ।

য়ুরোপের শ্বেত জাতির নিকৃষ্ট লোক যুক্তরাষ্ট্রে অনাদৃত হয় না, কিন্তু জাপানীরা শ্বেতজাতির লোক নহেন বলিয়াই গুণ-গরিমা সত্ত্বেও তাঁহারা আজ সাম-চাচার মুলুকে উপেক্ষিত, অনাদৃত ও লাঞ্ছিত!

যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদিগের ভাগ্যও বিশেষ সুপ্রসন্ন নহে। যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টান শ্বেতনাগরিকগণ অখৃষ্টান ইহুদিদিগকে সাম্যের চোখে নিরীক্ষণ করে না এবং আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাদিগকে সুযোগ প্রদান করিতে সহজে সম্মত হয় না।

South. The native sons of the Golden West and the American Legion have gone on record in determined opposition to any expansion of Japanese interest in California. While the Japanese Exclusion League is particularly active in trouble making propaganda, economice discrimination has taken statutory form in the Alien Land Laws of 1913 and 1920. Discriminatory legislation of the same general type has been proposed in Texas and Oregon. Etc. etc." Civilization in the United States (edited by H. E. Sterns), P. 365.

মার্কিণ সমালোচক যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলি সংখ্যা-গরিষ্ঠ শ্বেত সম্প্রদায়ের হস্তে যে ব্যবহার পাইতেছে—তাহা 'লিঞ্চিং'য়ের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন, উভয় ব্যাপারই প্রায় একরূপ। উভয় ক্ষেত্রেই প্রবল জাতি ন্যায়ের পরিবর্ত্তে বল প্রয়োগ দ্বারা অধীনস্থ লোকদিগকে চূর্ণ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব অব্যাহত রাখে।*

বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এবং য়ুরোপে কোন কোন শ্বেতাঙ্গের উর্ব্বর মস্তিষ্কে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের এক অভিনব পরিকল্পনা গজাইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, আহা! অশ্বেত নিকৃষ্ট লোকদিগের কি দুরদৃষ্ট! তাহারা পৃথিবীতে কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে! উহাদের আর বেশী কষ্টভোগ না করাই ভাল। উহারা যদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইবে! তাই আজ য়ুরোপের ও আমেরিকার কোন কোন কল্পনা-বিশারদ নিকৃষ্ট জাতিদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করার স্বপ্ন দেখিতেছেন। নিকৃষ্ট জাতির সন্তান-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিয়া কিরূপে ঐ জাতির বিলোপ সাধন করা যায় তৎসম্বন্ধে পুস্তক রচিত মার্কিণ সংবাদ-পত্রেও এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে

*Vide "Civilization in the United States" (chapter on Racial Minorities), P.P. 363–64.

†Fournier d' Albe এ সম্বন্ধে The Infra and the Super World এবং Qua Vadimus নামক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

প্রচারকার্য্য চলিতেছে। বলা হইতেছে, নিকৃষ্ট জাতিসমূহ বংশ বিস্তার দ্বারা পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে। পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতজাতিই উৎকৃষ্ট; সুতরাং কেবলমাত্র এই জাতিরই পৃথিবীতে বাস করিবার অধিকার আছে। নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদূরিত করার উপায় দুইটি। প্রথম উপায়, শ্বেতজাতির রক্ত মিশ্রণ দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে ক্রমশঃ শ্বেতজাতিতে পরিণত করা। কিন্তু এ কার্য্য সহজ নহে। অশ্বেত জাতির লোক সংখ্যা এতই অধিক যে উহাদিগকে ক্রমশঃ শ্বেতজাতিতে পরিণত করিয়া তুলিতে বহু সময় ও যত্ন আবশ্যক হইবে। সুতরাং এ উপায় সমীচীন নহে। দ্বিতীয় উপায়, নিকৃষ্ট জাতির উৎপাদিকা শক্তির বিলোপসাধন করা। কিন্তু এ কার্য্যে নিকৃষ্ট জাতি স্বীকৃত হইবে কেন? কৌশলে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। নিকৃষ্টজাতিগুলিকে বুঝাইতে হইবে, যদিও এজন্মে তাহাদের সন্তানলাভের আশা নাই, কিন্তু মৃত্যুর পর তাহারা যখন পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের ও শ্বেতজাতির মধ্যে পার্থক্য থাকিবেনা। এইরূপে জন্মান্তরবাদের সাহায্য গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ প্রদান দ্বারা নিকৃষ্ট জাতির লোকদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তির বিলোপ সাধন পূর্ব্বক পৃথিবীতে কেবলমাত্র শ্বেতজাতির বসতির অধিকার সৃষ্টি করিতে হইবে।

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কি সমুদার পরিকল্পনা! প্রতীচীর প্রেম মন্দাকিনীর কি অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস! শ্রেষ্ঠতার কি অলৌকিক অভিব্যক্তি!

উল্লিখিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে বিশ্বধ্বংসী মহাসমর-পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে প্রতীচীর বক্ষোপরি যে শেষ-প্রলয়ের সৃষ্টি হইবেনা, তাহা কে বলিবে!

আজ যুক্তরাষ্ট্রের একদল লোক প্রাচীর বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রচার-কার্য্য করিতেছে। এই দলের উদ্দেশ্য—প্রাচীর উত্থানের বিরুদ্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রবল জনমত সৃষ্টি করা। এতদুদ্দেশ্যে আমেরিকার অনেক সংবাদপত্রে প্রাচীর কুৎসামূলক নানা-প্রকার চিত্র, ব্যঙ্গচিত্র, প্রবন্ধ ও প্যারা অনবরত প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এস্থলে একখানি চিত্রের ভাব বর্ণনা করিতেছি। চিত্রে বিভিন্ন পশুর ছবি আঁকিয়া অঙ্কিত পশুগুলির নাম তুরস্ক, ভারতবর্ষ, মিশর, চীন ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে এবং চিত্রের শিরোনামায় বলা হইয়াছে, "উহারা এখনও পশু, কাজেই মানুষ নিরাপদ" (They are still animals—that makes the man fairly safe)। চিত্রের পশুগুলি একসঙ্গে শৃঙ্খলিত রহিয়াছে এবং এক শ্বেতাঙ্গকে শৃঙ্খলধারীরূপে অঙ্কিত করিয়া তাহার হস্তে চাবুক দেওয়া হইয়াছে। অঙ্কিত লোকটার বর্ণনায় বলা হইয়াছে, "The man with the whip"। চিত্রের নিম্নে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, "এশিয়ার অধিবাসী লোকগুলির পশুত্ব এখনও দূর হয় নাই। উহারা পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেছে, পরস্পরের সহিত অনবরত সংগ্রাম করিতেছে ও পরস্পরকে হত্যা করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে শাসন করিবার জন্য বেত্রধারী শ্বেতাঙ্গের পক্ষে প্রাচ্যদেশে অধিষ্ঠান আবশ্যক।" পশুত্বের অভিব্যক্তি কোথায়

অধিক, বিগত মহাসমর তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এ পরিচয় সত্ত্বেও প্রাচ্য দেশবাসীদিগকে পশুর সহিত তুলনা করা হইলে ঐ কার্য্যকে বর্ব্বরোচিত নির্লজ্জতার ও সত্যাপলাপের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

কিছুকাল যাবৎ স্বায়ত্তশাসনকামী ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে মহামতি জর্জ্জ ওয়াশিংটনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত যুক্তরাষ্ট্রের একদল লোক অনবরত প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর স্বাধীনতার মহা উপাসক ওয়াশিংটন পৃথিবীর মুক্তিকামী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, "সকল দেশের মুক্তির উপাসকগণ, আশায় বলীয়ান হও" (Champions of liberty in all lands be strong in hope)। আজ সেই মহাপুরুষের দেশে তাঁহারই ঘোষিত মুক্তি-বাণীর কি জঘন্য অবমাননা!! আজ একদল যুক্তরাষ্ট্রবাসী কি স্বার্থের বশীভূত হইয়া ভারতের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহা তাহারাই ভাল জানে, আমরা অনুমান করিতে পারি মাত্র। আন্ত-র্জ্জাতিক ভব্যতা ও ন্যায়ের দিক্ হইতে ঐরূপ প্রচারকার্য্যে যে তাহাদের অধিকার নাই, তাহা সম্ভবতঃ তাহারা জানে। এজন্যই বোধ হয়, ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া কৃত্রিম ও কপটতাপূর্ণ বিশ্বমানব-মঙ্গল আদর্শের অন্তরালে তাহারা তাহাদের জাতি-বিদ্বেষ ও শ্রেষ্ঠতা-গর্ব্বের বিষ উদগীরণ করিতেছে।

গ্রেট-ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বুঝাপড়া চলিতেছে, গ্রেট-ব্রিটেনের

আচরণে যাহাই প্রকাশ পাউক না কেন, ঐ দেশ ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীর ন্যায্যতা অস্বীকার করে নাই; কিন্তু মার্কিণ মুলুকের বিশ্বহিতৈষিণীর দল নির্লজ্জভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, ভারতের দাবীর ন্যায্যতা নাই, পরাধীনতার মধ্যেই ভারতের মঙ্গল নিহিত! এই বিশ্বহিতৈষিণীদের উপদেশ ও কার্য্যকারিতা তাহাদের নিজ সমাজে আবদ্ধ থাকিলে ভারতবাসীর পক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ থাকিবে না।*

দেখা যাইতেছে, যীশুখৃষ্টের প্রচারিত বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, ত্যাগ ও প্রেমের মহান্ আদর্শ প্রতীচীর খৃষ্টান জাতিসমূহের মধ্যে আদৃত হইতেছে না। প্রতীচী ঐ মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিলে বিভেদ, বিরোধ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থামিয়া যাইবে এবং

* ভারতের বিরুদ্ধে একদল যুক্তরাষ্ট্রবাসীর প্রচার কার্য্যে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই। স্থানাভাব বশতঃ আমরা এস্থলে দেখাইতে পারিলাম না যে, যুক্তরাষ্ট্রের একদল শিক্ষিত লোক বিশ্ব-মঙ্গলের অজুহাতে তাঁহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা পরহস্তে অর্পণ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে শিকাগোর মেয়র টমসন এই স্বদেশদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া তাহাদের গুপ্ত কার্য্যকারিতার অনেক বিষয় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শিকাগোর সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কোন কোন উচ্চপদস্থ লোক এই সম্বন্ধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। মেয়র টমসন প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলে ঐ সময়ে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে স্বাধীনতা-বিরোধী দল নানাভাবে কার্য্য করিতেছিল। এই দলের কোন কোন বর্ষীয়সী 'কুমারীর' বিশ্বপ্রেমের ধারা যে ভারতের উপর বর্ষিত হইবে ইহা অস্বাভাবিক নহে।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে; নতুবা লীগ, কনফারেন্স, প্যাক্ট প্রভৃতি সত্ত্বেও ধরাবক্ষে সমর-পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য চলিতে থাকিবে।

(২)

যীশুখৃষ্ট ভগবদ্ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষিত খৃষ্টানদিগের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির আদর্শ পূর্ব্বের মত আদৃত হইতেছে না। তাঁহাদের অধিকাংশ প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কিছুকাল যাবৎ হ্রাস পাইতেছে। প্রকাশ, প্রতিবৎসর প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সংখ্যা প্রায় পাঁচলক্ষ করিয়া হ্রাস পাইতেছে। প্রতি বৎসর কংগ্রিগেসনেলিষ্টদিগের সংখ্যা ৩০ সহস্র এবং এপিসকোপালিয়ানদিগের সংখ্যা ২২ সহস্র করিয়া লোপ পাইতেছে। বিভিন্ন প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মেথডেষ্ট এপিসকোপাল সম্প্রদায় অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের সভ্যসংখ্যাও পূর্ব্বের মত বৃদ্ধি পাইতেছে না। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর দেড় লক্ষাধিক লোক এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিত কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৩ হাজার ৭ শত ১৯ জন লোক ঐ সম্প্রদায়ে যোগদান করে।* এতদ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেষ্টাণ্টগণ ভগবানের প্রতি ক্রমশঃ বিমুখ হইয়া উঠিতেছেন এবং প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

---

*The Forum (February, 1928), P. 183.

যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। ইঁহারা ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট এবং মডার্ণিষ্ট এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণ (Fundamentalists) প্রাচীনতাবাদী, তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ওল্ড টেষ্টামেণ্টের (Old Testament) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের বিশ্বাস, ক্রমশঃ মানবসমাজের অধঃপতন ঘটিবে, অবশেষে যীশুখৃষ্ট পুনরায় ধরাতলে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর শাসন-ভার গ্রহণ করিবেন। পক্ষান্তরে মডার্নিষ্টগণ বিশ্বাস করেন যে, যীশুখৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মের ফলে পৃথিবীর অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে এবং একদিন জগতে স্বাভাবিক ভাবেই খৃষ্টের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে; পৃথিবীতে খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব হইবেনা কিন্তু তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিবে।

মডার্নিষ্টগণ সমাজের উন্নতির পক্ষপাতী, কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণ যেন কতকটা উন্নতি-বিরোধী। সমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিলে পৃথিবীতে যীশুখৃষ্টের পুনরাবির্ভাবের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে না, সুতরাং ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণ সমাজের উন্নতি সমর্থন করিতে পারেন না। তাঁহারা নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু মডার্নিষ্টগণ আশাবাদী।

ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট ও মডার্নিষ্টদিগের মতানৈক্য ক্রমশঃ বিরোধ ও সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন।

প্রাচীনতাবাদী ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণ খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী ভাব গ্রহণে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমতের সহিত বিজ্ঞানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তাঁহারা বিজ্ঞানকে ধিক্কৃত করিয়া তাঁহাদের গণ্ডী

হইতে বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন। এজন্য এখনও যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণি-বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ ডারউইন মতবাদের, আলোচনা হইতে পারে না। যদি কোন অধ্যাপক ঐরূপ আলোচনায় সাহসী হন তবে তাহাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন এক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ স্কোপ নামক একজন অধ্যাপক ক্লাসে প্রাণি-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ষ্টেট-সরকার কর্ত্তৃক তিনি আদালতে অভিযুক্ত এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হন। পরে তিনি শিকাগো-বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদরে গৃহীত হন।

কিন্তু মডার্নিষ্টগণ আগ্রহের সহিত সকল প্রকার উন্নতিমূলক ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এজন্য ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণ তাঁহাদিগকে নাস্তিক ও বিপ্লববাদী বলিয়া গালি দিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষিত প্রোটেষ্টাণ্টগণ মডার্নিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; কিন্তু মডার্নিষ্টদের বিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁহাদের ধর্ম্মমত জনসাধারণ কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছে না। জনসাধারণ ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টদিগের মতবাদ সহজে বুঝিতে পারে, এজন্য মডার্নিষ্টদের সংখ্যা অপেক্ষা ফাণ্ডা-মেণ্টালিষ্টদের সংখ্যা অনেক বেশী। ধর্ম্মজগতে জনসাধারণ বিজ্ঞতা চাহেনা, তাহারা চাহে সহজবোধ্য ভাব। ফাণ্ডামেণ্টা-লিষ্টগণ জনসাধারণের ধর্ম্মক্ষুধা নিবারণে অধিকতর সমর্থ বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত বেশী।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেষ্টাণ্টসম্প্রদায়ের অবস্থা সম্বন্ধে জনৈক মার্কিন

সমালোচক লিখিয়াছেন, "ঐ সম্প্রদায় বর্ত্তমানে যেরূপ কোলাহল করিতেছে এবং ক্ষমতার জন্ম লোলুপ হইয়া পড়িয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের পর তদ্রূপ আর কখনও ঘটে নাই। একদিকে ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণ সত্যকে দূরে সরাইয়া কুসংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম চীৎকার করিতেছেন, অপরদিগকে মডার্নিষ্টগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীন উপকথার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের মিলন ঘটাইবার জন্ম কোলাহল আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু চীৎকার ও কোলাহল দ্বারাই উন্নতি সূচিত হয় না। কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধবিসংবাদ চলিতে থাকিলে সেই সম্প্রদায়ের অধঃপতন ঘটিবেই। সাংঘাতিকরূপে আহত সৈনিক যেরূপ ক্ষণকালের জন্ম শত্রুর দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া, আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী মনে করিয়া, ভীষণ নাদে চীৎকার করিয়া উঠে এবং পর মুহূর্ত্তেই ভূপতিত হয়, তদ্রূপ প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের অবস্থা ঘটিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের প্রাপ্ত আঘাত সাংঘাতিক, ইহার চীৎকার দ্বারা মৃত্যুই সূচিত হইতেছে। দুইশত বৎসরের প্রতিপত্তির ফলেই এই সম্প্রদায় এখনও দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতেছে। ঠিক কোন্ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের চরম অধঃপতন ঘটিবে, তাহা বলা যায় না; কিন্তু বর্ত্তমানে যে হারে উহার অবনতি ঘটিতেছে তাহা যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই উহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে।"

উক্ত সমালোচক আরও বলিতেছেন, আমাদের আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গ বাইবেলের ভাবে রচিত কবিতা বিক্রয় করেন, সংবাদ-

পত্রে হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট প্রেরণ করেন, এবং যীশুখৃষ্ট অপেক্ষা সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিই অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমন্দিরের অবস্থা এমন বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছেন যে, কেহ তথায় প্রবেশ করিয়া সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তথায় ভডেভিলের অভিনয় হইবে, অথবা খৃষ্টের নামে পানোল্লাসের বৈঠক বসিবে কিম্বা অনাচারমূলক ধর্ম্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তথায় ভগবানের প্রকৃত উপাসনা হইবেনা, ইহা নিশ্চিত।*

উক্ত সমালোচকের উক্তি কতকটা অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, কিন্তু একথা সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেষ্টাণ্ট নেতৃবর্গ ভগবানের পরিবর্ত্তে পার্থিব যশ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইতেছেন।

*Herbert Asbury writing on "Is Protestantism Declining" in The Forum (February, 1928.) says, "He (the spiritual leader) transforms his church into an emotional shamble or inflicts go-getting jazzy services upon his suffering parishioners, so that it is impossible upon entering a protestant church, for one to tell whether he is going to witness a vaudeville performance, an orgiastic revival meeting or rites of unspeakable gloominess. But one may be certain that he will seldom see a beautiful, dignified service in worship of the Almighty."

ইহাও সত্য যে, প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ক্রমশঃ প্রতিপত্তিহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। এই প্রতিপত্তিহীনতার সর্ব্বপ্রধান কারণ, ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট-মডার্ণিষ্ট বিরোধ। বাইবেলের উক্তির অকাট্যতা, কুমারী নারীর গর্ভে যীশুখৃষ্টের জন্ম ও তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ এবং খৃষ্টধর্ম্মের অপর কতিপয় মত লইয়া বিরোধ চলিতেছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদের বিরুদ্ধে ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মিসিসিপি ও টেনেসি ষ্টেটে ডারউইন-মতবাদের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। টেক্সাস, ফ্লোরিডা এবং কালিফোর্ণিয়া ষ্টেটে প্রচলিত আইনের কঠোর ব্যাখ্যায়, কিম্বা শিক্ষা-বিভাগের কড়া হুকুমে সে মতবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য ষ্টেটের ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টগণও ডারউইন মতবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইন প্রণয়নের চেষ্টা পাইতেছেন। কেবল ইহাই নহে, পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে উক্ত মতবাদ উঠাইয়া দিবার জন্য 'ওয়ার্লড ক্রিশ্চিয়ান ফাণ্ডামেণ্টাল্‌স্ এসোসিয়েশন' কিছুকাল পূর্ব্বে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য 'ক্রিশ্চিয়ান ক্রুসেডারস্ অব ফ্লোরিডা', 'ডিফেণ্ডার্স অব কান্সাস' 'ফাণ্ডামেণ্টা-লিষ্ট লীগ অব পেন্সিলভেনিয়া' এবং অন্যান্য অনেক ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কলেজ-কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন! সুসভ্য যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থানে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এখনও ধর্ম্মের যে গোঁড়ামি চলিতেছে তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না!

যুক্তরাষ্ট্রে ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট-মডার্নিষ্ট বিরোধ এমনই তীব্র হইয়া

দাঁড়াইয়াছে যে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, ঐ বিরোধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের অধঃপতন ঘটিবে এবং কুসংস্কারাপন্ন ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট প্রোটেষ্টাণ্টগণ অবশেষে রোমীয় গীর্জ্জার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এইরূপে কেথলিকদিগের প্রতিপত্তি আবার বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারা পুনরায় অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী হইয়া উঠিবেন, কেননা, খৃষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন কোন খৃষ্টান ধর্ম্ম-জগতে চরম প্রভুত্ব লাভ করেন তখন তাঁহার মন স্বভাবতঃই উৎপীড়ন ও অত্যাচারের দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে কালক্রমে ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরভ্যুদয় ঘটিবে এবং ভবিষ্যৎ সমাজে যীশুখৃষ্টের ও ধর্ম্ম-সংস্কারের নামে আবার বসুধা নরশোণিতে রঞ্জিত হইবে।*

ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট-মডার্নিষ্ট বিরোধ-বিসংবাদের মাঝে ভগবানকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না! যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মভাবের এই অবস্থা। কেথলিকগণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

---

*Mr Herbert Asbury says, "I have no doubt that the Fundamentalists will gradually be absorbed by the Roman Catholics, despite the abject horror with which the devout protestant now regards, for the church of Rome will offer the last refuge for those who would preserve the superstitions which are the fundamentals of Christianity. Because of its superior and impregnable organization, the Catholic Church will once more become dominant throughout

খৃষ্টধর্ম্মের এই অপ্রীতিকর অবস্থার ফলে বহু লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস লোপ পাইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টধর্ম্ম এক কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিতেছে।†

আজ যুক্তরাষ্ট্রের এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত লোক নামে খৃষ্টান হইলেও ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মের উপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বর্ত্তমান লেখককে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

the world and in consequence intolerant and persecutory; for as is amply proved by the history of his religion whenever a Christian acquires supreme authority, his mind naturally turns to torture and oppression. So in time history will repeat itself, and future generations will see another Reformation with all its bloody conflicts in the name of Jesus, though perhaps without the spectacular feature of a Luther flinging ink pots at devils."

†"It dose not require a very observing man to realize that large numbers of the people are losing their respect for the church and that it is facing a very severe test. The church as constituted at the present time will scarcely be the power in America that it has been in the past." See article "Can the Church Remain a Power" by Charles Stelzle in The World's Work, February, 1928.

বলিয়াছিলেন, 'A Church is better than five hundred Police stations' অর্থাৎ একটী ধর্ম্মমন্দির পাঁচশত থানা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই অধ্যাপকের মতে দেশ হইতে ধর্ম্মমন্দিরগুলি উঠিয়া গেলে প্রতি ধর্ম্মমন্দিরের স্থলে পাঁচশতাধিক থানার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইবে। তিনি প্রতি রবিবার সস্ত্রীক গীর্জ্জায় গমন করেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের সাধারণ রীতি-নীতি পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবানে তাঁহার বিশ্বাস নাই। তিনি অপরের ধর্ম্মমতের নিন্দা করেন না, বরং আগ্রহের সহিত অপরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় মুখ্যতঃ নাস্তিক হইলেও তাঁহারা চরিত্রের মহত্ত্বে বহু তথাকথিত ভগবদ্বিশ্বাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোক দ্বারাই আজ যুক্তরাষ্ট্রের নানা-প্রকার উন্নতি সাধিত হইতেছে।

সমাজে ধর্ম্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে চিন্তাশীল মার্কিণ বলিতেছেন, পুরোহিত ও যাজকেরা ধর্ম্ম রচনা করেন নাই, উহা মানব-চিত্ত প্রসূত। ধর্ম্মই জীবন।...প্রকৃত ধর্ম্ম সমাজের শক্তি বিশেষ। মানব একাকী ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেনা, ধর্ম্মের সংস্রবে ভগবান ও প্রতিবেশী আবশ্যক। আধ্যাত্মিকতাই মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। অন্তরের গভীরতম অভাব মোচনের জন্য মানব চিরদিনই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

(৩)

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ধর্ম্ম-জীবনের অধঃপতনের ফলে একদিকে অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক নাস্তিক হইয়া পড়িতেছেন, অপর দিকে

বহু অল্পশিক্ষিত লোক অনাচারমূলক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি স্বার্থান্বেষী, নীচমনা লোক-দিগের স্থাপিত। এই সকল লোক আধুনিক সভ্যতার উপযোগী ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানই গঠন করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে, সমাজের বহুলোক উচ্চ আদর্শে ধর্ম্মজীবন যাপনের পক্ষপাতী নহে, ইতর প্রাণীর মত জঘন্য জীবন যাপন করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট। খাদ্য, পানীয়, সঙ্গী, ইন্দ্রিয় সুখ এবং কোলাহলপূর্ণ বাহ্যিক আমোদ-প্রমোদ পাইলেই তাহারা সুখী। তাহারা দৈহিক সুখই চায় কিন্তু উচ্চ চিন্তাকে ঘৃণা করিয়া থাকে।* এই সকল লোককে ধর্ম্মজীবন দান করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি স্বার্থপর, সুচতুর লোক যীশুখৃষ্টের নামে কৃত্রিম ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া একদিকে আপনাদের কামিনী ও কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ এবং অপরদিকে

ইংরেজ সমালোচক Aldous Huxley, বলেন :—

* A great many men and women—let us frankly admit it, inspite of all our humanitarian and democratic prejudices—do not want to be cultured, are not interested in the higher life. For these people existence on the lower, animal level is perfectly satisfactory. Given food, drink, the company of their fellows, sexual enjoyment, and plenty of noisy distractions from without they are happy. They enjoy bodily, but hate mental exercise."

জনসাধারণের জন্য পান-প্রমোদ-কোলাহলপূর্ণ ধর্ম্মজীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন ব্যাপার সযত্নে গুপ্ত রাখা হয়। পুলিশের চেষ্টায় যখন মাঝে মাঝে ঐ ব্যাপার আদালতে প্রকাশ পায়, তখন সভ্য জগৎ ঘৃণায় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। আমরা এস্থলে দুই একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি।

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ষ্টেটের অন্তর্গত বেণ্টন-হারবার নামক স্থানে বেঞ্জামিন পার্ণেল নামক একব্যক্তি 'হাউস্ অব ডেভিড' নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। প্রথমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যসংখ্যা খুব অল্প ছিল এবং সভ্যগণ অত্যন্ত দুরবস্থায় কালাতিপাত করিত। বেঞ্জামিন অষ্ট্রেলিয়া, কেনেডা ও অন্যান্য স্থানে মিশনারী প্রেরণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু সভ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মগুরু বেঞ্জামিন রাজা বেন (King Ben) নাম গ্রহণ করে এবং তাহার পত্নীকে রাণী মেরী (Queen Mary) নাম প্রদান করে। বেঞ্জামিন এই নিয়ম প্রচার করে, হাউস্ অব ডেভিডের সভ্যের পক্ষে তাহার সকল পার্থিব সম্পত্তি রাজা বেন ও রাণী মেরীর নামে উৎসর্গ করিতে হইবে। এই উপায়ে বেঞ্জামিন কয়েক বৎসরের মধ্যে ধনশালী ও ক্ষমতাবান হইয়া উঠে এবং বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়। একমাত্র বেরিয়েন কাউন্টিতে (Berrien County) তাহার যে ভূ-সম্পত্তি ছিল তজ্জন্য সে বার্ষিক ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ডলার (১০ লক্ষাধিক টাকা) সরকারী কর প্রদান করিত। এতদ্ব্যতীত মিশিগান হ্রদের অন্তর্গত 'উচ্চ দ্বীপ' (High Island) নামে তাহার

একটা উপনিবেশ ছিল, এই স্থানে রাজা বেন তাহার প্রতিষ্ঠানের নিয়মভঙ্গকারীদিগকে দ্বীপান্তরিত করিত।

'হাউস অব ডেভিড' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বৎসর মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অনাচার ও ব্যভিচারের কথা বাহিরে প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে হাউস অব ডেভিডের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইতে থাকে, কিন্তু সুচতুর রাজা বেন বহুদিন পর্য্যন্ত সরকারের চোখে ধূলি নিক্ষেপে সমর্থ হয়। পরে যখন চতুর্দ্দিকে বিপদরাশি ঘনীভূত হইয়া উঠে তখন একদিন রাজা বেন হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হয়।

ষ্টেট সরকার হাউস অব ডেভিডের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। হাউস অব ডেভিডের সংস্রবত্যাগী বহু নারী সরকারপক্ষের সাক্ষী-রূপে আদালতে হাউস অব ডেভিড সংক্রান্ত নানাবিধ দুর্নীতি ও অনাচার এবং রাজা বেনের অকথ্য ব্যভিচারের কাহিনী বর্ণনা করে। সাক্ষীদের বিবৃতির ফলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ পায়:—

(১) হাউস অব ডেভিডের সভ্যদিগের জন্য রাজা বেন সঙ্ঘ-বিবাহ (group marriage) প্রবর্ত্তিত করে। একদল পুরুষ সভ্যের সহিত সমসংখ্যক অপর একদল নারী-সভ্যের বিবাহ হইত। কোন পুরুষ নির্দ্দিষ্টরূপে কোন নারীর সহিত অথবা কোন নারী নির্দ্দিষ্টরূপে কোন পুরুষের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত না। প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীর স্বামী এবং প্রত্যেক নারী প্রত্যেক পুরুষের স্ত্রী ছিল।

(২) রাজা বেন হাউস অব ডেভিডের নারীদিগকে বুঝাইয়া

দিত, সে অমর, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহার অমরতার কারণ, তাহার পবিত্রতা। হাউস অব ডেভিডের সভ্যদিগের পক্ষে পবিত্রতা লাভ আবশ্যক। রাজা বেন শোধন-উৎসবের (Purification Ceremony) সাহায্যে প্রত্যেক নারীকে তাহার পবিত্রতার খানিকটা দান করিবে। আদালতে নারী-সাক্ষীদের বিবৃতিতে প্রকাশ পায়, রাজা বেনের শোধন-উৎসবের সংস্রবে তাহাদের অনেকের পক্ষে সতী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল!

(৩) রাজা বেন প্রচার করিত, যীশুখৃষ্ট তাহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাধামে দ্বিতীয় বার আবির্ভূত হইয়াছেন!

রাজা বেন সহসা অন্তর্হিত হইলে পর বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অবশেষে পুলিস বহু অনুসন্ধানের পর তাহাকে হাউস অব ডেভিডের ভূ-গর্ভস্থ এক প্রকোষ্ঠ হইতে উত্তোলিত করে। বহু দিন ভূগর্ভে বাস করার ফলে যক্ষ্মারোগে সে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছিল। আদালতের বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই হাউস অব ডেভিডের 'অমর' গুরু দেহত্যাগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভগবান ও যীশুখৃষ্টের নামে কিরূপ ভণ্ডামি চলিতেছে, হাউস অব ডেভিড ও রাজা বেনের ঘটনায় তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

১৯২৭ অব্দের শেষভাগে রাজা বেন লোকান্তরিত হয় সুতরাং ঘটনা বেশী দিনের নহে।

মিশিগান ষ্টেটে 'হাউস অব গড্' নামক অপর একটা কপট ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের গুরু ছিল, চার্লস ই, স্মিথ

নামক এক বক-ধার্ম্মিক। হাউস অব গডের দুর্নীতি ও অনাচার সংস্রবে স্মিথ ধৃত হইয়া দোষ স্বীকার করে কিন্তু পরে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। স্মিথকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, সে পূর্ব্বে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে কি না, তখন তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই।

এরূপ বহু ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান আজ যুক্তরাষ্ট্রের অল্পশিক্ষিত লোক-দিগকে আধুনিক প্রথায় ভগবদ্ভক্তি ও ভগবানের আরাধনা শিক্ষা দিতেছে, কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, ঐ দেশেরই কতকগুলি নর ও নারী স্বদেশের ধর্ম্মের অবস্থা ভুলিয়া পরদেশের ধর্ম্মের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে!

এই ত গেল যুক্তরাষ্ট্রের ধর্ম্মের অবস্থা। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মাঝে ধর্ম্মের শোচনীয় পরিণতি ঘটিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

পাশ্চাত্য সমাজের সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাই ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক এলডাস হাক্সলি কিছুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যদি কেহ মনে করেন যে সমাজ শীঘ্রই খৃষ্ট-শাসিত যুগের সমীপবর্ত্তী হইবে, তবে তিনি যেন য়ুরোপের বা আমেরিকার কোন বৃহৎ নগরে যাইয়া তথাকার অধিকাংশ নর ও নারী তাহাদের নবপ্রাপ্ত সমৃদ্ধি ও অবকাশ কিরূপে ব্যয় করিতেছে, তাহা দেখিয়া আসেন।*

* "Let me advise anyone who believes in the near approach of the social Millenium to go to any great European or American city and note what the majority of men and women do with their new-found prosperity and leisure."

উপসংহার

বস্তুতান্ত্রিক ও ব্যবসায়িক বা আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে সে সকল সমস্যার কয়েকটির পরিচয় প্রদান করিয়াছি। সমস্যাগুলি যে অত্যন্ত গুরু, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ভারতবাসীরা আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের দেশের ও সমাজের ইষ্টানিষ্টের কথা চিন্তা করিতেছি, সুতরাং আমাদের পক্ষে আজ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার সমস্যা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যাগুলি আধুনিক সভ্যতারই সমস্যা; বস্তুতঃ যে দেশে বস্তুতন্ত্রের বা আধুনিকতার যত বেশী বিকাশ দেখা যাইতেছে, সে দেশে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ সমস্যাবলীই সৃষ্ট হইতেছে। এই সকল সমস্যার সমাধান অত্যন্ত কঠিন, সুতরাং ঐ সমস্যাগুলি আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া অথবা প্রবলতর হইয়া যেন আমাদের সমাজকে চূর্ণ করিয়া না দেয়, তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আমাদের দেশের সমাজ-হিতৈষী ও সমাজ-সংস্কারকদিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এতই গ্লানি-পূর্ণ যে, উহা

আমাদের চক্ষে কুৎসিৎ ও ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আমরা পরাধীন ও পতিত হইলেও আমাদের সামাজিক গ্লানি যুক্তরাষ্ট্রের অথবা অন্য কোন সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক গ্লানি অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ নহে। প্রতীচীর কোন নর অথবা নারী ভদ্রতা ও শিষ্টতা রক্ষা করিয়া আমাদের সমাজের দোষ ধরিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের সমাজের গ্লানি সম্বন্ধে অন্ধ নহি।

আমাদের পক্ষে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভয়াবহ গ্লানি ও সমস্যার উদ্ভব সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে; ইহা মার্কিণ-সমাজের সজীবতার ও আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মার্কিণ সভ্যতার জমা-খরচের খাতায় খরচার দফাগুলি অনেক বৃদ্ধি পাইলেও এখনও জমার দিক্‌টাই বেশী ভারী রহিয়াছে। সমাজে ভয়াবহ গ্লানি থাকার ফলে যুক্তরাষ্ট্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে নাই, আত্মকার্য্য পরিচালনায় পরমুখাপেক্ষী হয় নাই। কোন দেশের সামাজিক গ্লানির জন্য সেই দেশকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অনুপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করা অথবা অসভ্য বলিয়া গালি দেওয়া চলে না। যদি যুক্তরাষ্ট্রের কোন নর অথবা নারী আসিয়া ভারতবাসীদিগকে তাঁহাদের সামাজিক গ্লানির জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের অনুপযুক্ত অথবা অসভ্য আখ্যায় বিশেষিত করেন, তবে ভারত-বাসীরাও তাঁহার দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রসনা সংযত রাখিতে বলিতে পারেন।

উপসংহার

উন্নতিকামী ভারতবাসীদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যুক্তরাষ্ট্র উন্নতিশীল হইলেও ঐ দেশের অথবা প্রতীচীর অন্য কোন দেশের সকল অবস্থাই উন্নতির পরিচায়ক নহে; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ ভারতবাসীদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে সমাজে নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব, নূতন আদর্শ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমাজের জ্ঞান ও ভাব-সম্পদ বৃদ্ধি না পাইলে মানুষ ও জাতি এক-ই অবস্থায় থাকিয়া যায়, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু সমাজে যে কোন নূতন ভাব বা আদর্শ প্রচারিত হইলেই যে সামাজিক বা জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই। কোন নূতন ভাব বা আদর্শ প্রচারের ফলে সামাজিক অবস্থার এমনই বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা যে, বহুদিন পর্য্যন্ত উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের কিছুকাল পরে য়ুরোপ ঘোরতর অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল, রোমীয় সভ্যতার উজ্জ্বল দীপ্তি সেই অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। সমাজের অবস্থা বিবেচনা না করিয়া অনেক সময় উন্নতিমূলক ও মঙ্গলকর আদর্শও প্রচার করা চলে না, সকলপ্রকার আদর্শ ত দূরের কথা। যাহা সত্য ও মঙ্গল সমাজে কেবল তাহাই বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। যে কোন ভাব ও আদর্শই যে সমাজের হিতসাধন করিবে, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা

আজ পৃথিবীতে যে সকল নূতন ভাব প্রচারিত হইতেছে, সেগুলির যাথার্থ্য, ন্যায্যতা ও উপকারিতা এখনও পরীক্ষিত হয় নাই, সেগুলি মানবসমাজের মঙ্গল সাধন করিবে কি না, আজ জোর করিয়া তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা চলে না। সোভিয়েট রুসিয়ার ভবিষ্যৎ কি হইবে, সন্দেহশূন্য হইয়া তৎসম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই মত প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। রাজনীতিক ও সামাজিক অনেক নূতন আদর্শের মূল্য এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে কি না সন্দেহ। আজ জগতে যে সব ভাব প্রচারিত হইতেছে, কাল তাহা হয় ত অসাড় বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক ও নৈতিক উপদেশের স্থায়িত্ব দেখা যাইতেছে না। জড়জগতের অনেক বিষয়ের সত্যাসত্য আমরা বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু সমাজ এমনই জটিল বিষয় যে, মানুষে-মানুষে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার সত্যাসত্য আবিষ্কারের কোন পরীক্ষাগার নাই বা থাকিতে পারে না। রাজার সহিত প্রজার, ধনিকের সহিত শ্রমিকের, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। এই মতভেদ রহিয়াছে বলিয়াই জগতের রাজনীতিক, আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে এত আন্দোলন, কোলাহল, বিরোধ ও সংগ্রাম চলিতেছে। এই বিরোধের কি অবসান হইবে? কে জানে। শ্রমিক-সাম্যবাদীরা আশা দিতেছেন, এক দিন সকলপ্রকার ভেদ ও বিরোধের অবসান হইবে, জগতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাহাদের প্রবর্তিত কার্য্যপদ্ধতিই

একদিন মানবসমাজকে চিরশান্তির দিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা যে নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি জগতে প্রচার করিতেছেন, তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে কি? ঐগুলি যে কাল্পনিক নয়, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে কি? হয় নাই, হইতে পারে না। সুতরাং শ্রমিক সাম্যবাদের যে সকল অভিনব আদর্শ আজ জগতে প্রচারিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বত্র সত্য ও মঙ্গল বলিয়া গণ্য হইতেছে না। একদিন পাশ্চাত্য জগতে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল, আজ আবার গণতন্ত্র বা 'ডিমোক্রেসি'কে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী জাতির আর্থিক মুক্তির স্বপক্ষে প্রায় সকলেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; আজ আবার অনেক চিন্তাশীল নর ও নারী ঐ আদর্শকে পারিবারিক ব্যভিচার, অশান্তি ও গৃহধ্বংসের কারণ বলিয়া গণ্য করিতেছেন। সুতরাং নবপ্রচারিত সকল ভাব ও আদর্শগুলিকে যে উন্নতির সোপানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, আজ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণ তাহা মনে করিতেছেন না।

কিন্তু মজার কথা এই, পাশ্চাত্য জগতের অনেক অপরীক্ষিত ভাব ও আদর্শ প্রাচ্য দেশে আসিয়া স্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া বসিতেছে। আজ ভারতের অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য নিরীশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছেন। শ্রমিক, সাম্যবাদের অনেক অপরীক্ষিত আদর্শ শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে স্থান পাইতেছে। ধনিকের নাম শ্রবণ মাত্রেই অনেকের গাত্রে জ্বালা

উপস্থিত হইতেছে। শ্রেণী-সংগ্রাম, লুণ্ঠন (class-struggle, exploitation) প্রভৃতি ধার-করা বিদেশীয় ভাবের উপর আমাদের অনেকেই ভাবদৈন্যের সৌধ রচনা করিতেছেন; আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে শ্রমিক-অসন্তোষের ক্ষুদ্র মহীরুহ তুলিয়া আনিয়া আমাদের দেশে রোপণ করিয়াছি। আজ আমরা পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি। কাল যে পরিবার-উচ্ছেদের এবং আসঙ্গ-বিবাহ ও পরীক্ষা-বিবাহের আদর্শ আমাদের দেশে প্রচারিত হইবে না, তাহা কে বলিবে?

এই জাতীয় আন্দোলনের যুগে আমাদের সামাজিক আদর্শ কি হইবে না হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা সহকারে আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে। বিবেচনায় ভুল হইলে পরিণামে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান লক্ষ্য—রাষ্ট্রীয় উন্নতি। এই লক্ষ্য সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য আমরা পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুসরণ করিতেছি, এ সম্বন্ধেও হয়ত কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতিসাধন করিতে হইলে সকলপ্রকার পাশ্চাত্য সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে আবশ্যক, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই মতভেদ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সামাজিক ও আর্থিক আদর্শগুলি সম্বন্ধে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একমত নহেন, এমতাবস্থায় নির্ব্বিবাদে যে কোন পাশ্চাত্য আদর্শ আমরা

গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব এখনও পরিপক্কতা লাভ করে নাই, উহার সিদ্ধান্তগুলি লইয়া এখনও মতভেদ চলিতেছে। সমাজ-সংস্কার ও সংগঠন সম্বন্ধে এক দলের লোকেরা যে নীতির পক্ষপাতী, অপর দলের লোকেরা সে নীতির বিরোধী। কোন আদর্শ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমাজ-সংস্কারকদিগের মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও সে আদর্শ আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ নহি। বিভিন্ন দেশের অবস্থার বিভিন্নতা হেতু সর্ব্বত্র একই আদর্শ গ্রহণীয় হইতে পারে না। আমাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা অন্যরূপ হওয়ায় স্ত্রী-স্বাধীনতার পাশ্চাত্য আদর্শ অপরিবর্ত্তিতভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তাই যাহারা মনে করেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য আর্থিক ও সামাজিক আদর্শগুলি সর্ব্বতোভাবে আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা আবশ্যক, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না।

স্ত্রী পুরুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে আজ প্রতীচ্যর চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যেই মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। পরলোকগত সুবিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ হাক্সলির পৌত্র প্রাণিবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র জুলিয়ান হাক্সলি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যস্থ পার্থক্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন :—

আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সাহসী হইতেছি যে, বিবর্ত্তনের ফলে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ত কমিবেই না,

বরং পুরুষেরা অতীতের মত ভবিষ্যতেও আচার-ব্যবহার দ্বারা ঐ পার্থক্য রক্ষা করিবে।*

যদি স্ত্রী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য চিরদিনই থাকিয়া যায়, তবে জোর করিয়া আইনের বলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু আজিকার ব্যবহারিক জগতে ঐরূপ সাম্যের মূল্য কি, তাহা যে কোন আধুনিক সভ্যজাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। আন্দোলনকারীরা যাহাই বলুন না কেন, কোন সভ্যদেশের গভর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিকে সকল গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। মিঃ হক্সলির মতে ভবিষ্যতেও পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের সমকক্ষ মনে করিবে না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সমকক্ষ কি না, তাহা স্ত্রীজাতিকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে। পুরুষেরা স্ত্রীজাতিকে আইন দ্বারা আপনাদের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে, শাসন-বিভাগে, সমরবিভাগে, ব্যবসায়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চস্থান প্রদান করিবে, যাঁহারা এরূপ মনে করিতেছেন, তাঁহাদের স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে, তাহা আমরা জানিনা। জগতে উন্নতির পথ কুসুমাচ্ছাদিত

*"I venture to prophesy, not only that the inherent differences between the sexes will not tend to diminish in the course of evolution, but that man will continue as in the past, to emphasize them by custom and convention." (Popular Science Monthly, January, 1928.)

নহে, চোখের জল ফেলিয়া অপরের নিকট দাবী করিলেই দাবী পূর্ণ হয় না। শেষবিচারে মানুষ জন্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জান্তব-জগতের বিশেষত্ব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ, সংগ্রাম। স্ত্রী-পুরুষে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, জাতিতে-জাতিতে, অনবরত সংগ্রাম চলিতেছে; এই সংগ্রামের শেষবিচারে সহানুভূতি, দয়া, প্রেম, প্রীতি কিছুই দেখা যায় না। প্রাধান্যের জন্য যদি স্ত্রী-পুরুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়, তবে পুরুষেরা কখনও স্ত্রী-জাতিকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লইবে না। প্রাধান্যের জন্য স্ত্রীজাতিকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। আর স্ত্রীজাতি যদি পুরুষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া উন্নতি চাহে, তবে তাহাদের পক্ষে পুরুষদিগের নিকট সাম্যের দাবী করা বৃথা। পুরুষ স্ত্রীজাতির মনস্তুষ্টির জন্য সাম্যের বিল আইনে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু নিছক সত্য এই যে, যত দিন স্ত্রীজাতি আপনাদের শক্তির পরিচয় না দিবে তত দিন পুরুষজাতি ব্যবহারে তাহাদিগকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিবে না।

কথা এই, আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক আধ্যাত্মিক আদর্শ বিসর্জ্জন করিয়া অপরীক্ষিত ও অপ্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য আদর্শের শরণাপন্ন হইব কেন? পাশ্চাত্য শূন্যগর্ভ ভাব ও আদর্শগুলি গ্রহণ দ্বারা যে আমাদের সমাজের মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি? সমাজবিপ্লবের ভাব ও আদর্শগুলি পাশ্চাত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে তবে আমরা ঐগুলি আমাদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব কেন?

পাশ্চাত্য সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শগুলির অনুসরণ দ্বারাই যে আমাদের উন্নতি হইবে, তাহার স্বপক্ষে যুক্তি কোথায়; তাই, প্রশ্ন এই—আমাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ, আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য অপ্রতিহত ও অব্যাহত রাখিয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন সম্ভবপর কি না? এ প্রশ্নের উত্তর,—খুবই সম্ভবপর। আজ মানব-সমাজ বিজ্ঞান এই উত্তরের সমর্থন করিতেছে।

ভারতের উন্নত ভাব ও আদর্শগুলি এখনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির দান পাশ্চাত্য জগতে অনাদৃত হয় নাই, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের তুলনায় এ দান অতি সামান্য। ভারতের আরও অনেক দান করিবার রহিয়াছে। আজ পাশ্চাত্য জগৎ উদ্বেগ ও অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতেছে। অনেকে মনে করিতেছেন, আধ্যাত্মিক শান্তিবারি ভিন্ন এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। অনেক তাপিত পাশ্চাত্য নর-নারী ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ছায়ায় শান্তি-লাভের জন্য ছুটিয়া আসিতেছেন। প্রতীচীর ভুঁইফোড় ভাব ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এখন ভারতবাসীর পক্ষে মানব-জাতির কল্যাণে কাজ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে ভারতের উন্নত ভাব ও আদর্শের প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আজ পাশ্চাত্য দেশের অনেক চিন্তাশীল ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি সমাজে শান্তিস্থাপন জন্য ভারতীয় ভাব ও আদর্শেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের সংযোগে একদিন পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব সঞ্জীবিত হইতে

পারে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতবাসী নিজের ঘরের কথা ভালরূপে বুঝিয়া, জগতের কল্যাণে জগদ্‌বাসীকে উহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে, এজন্য আজও ভারত জীবিত রহিয়াছে, মনে করিতে হইবে।

আমাদের এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা পাশ্চাত্য কোন নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করিব না; বরং আমরা আমাদের আলোচনার প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের বস্তুর আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে হইলে, জগতের আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে প্রতীচীর নিকট মস্তক অবনত করিয়া আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ না করিয়া জাতীয় উন্নতির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না। সুপরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য সামাজিক নীতি ও আদর্শগুলির প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সকলপ্রকার পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। যে পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজে এখনও সুপরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যে সকল কল্পনা, ভাব ও আদর্শের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সমাজে নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছে আমরা সেইগুলি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের অনেকেই কোন কোন পাশ্চাত্য আদর্শ বা প্রথার মাত্র একটি দিক্ দেখিয়া উহা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের জন্য দেশে

আন্দোলন চলিতেছে। আন্দোলনকারীরা হয় ত বিবাহ-বিচ্ছেদের গ্লানির দিক্‌টা দেখিবার বা বিবেচনা করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহারা হয় ত জানেন না, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের পরিণামে Companionate marriage বা ব্যভিচার-সমর্থক আইনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের পরিণামে মার্কিণ সমাজে লাম্পট্য, দুর্নীতি ও ব্যভিচার এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐগুলিকে সহজ বিবাহ-ভঙ্গ আইন এবং অসঙ্গ-বিবাহ আইন দ্বারা সমর্থন করিয়া লওয়া ভিন্ন কোন কোন মার্কিণ সমাজহিতৈষী আর কোন উপায় দেখিতেছেন না। আমাদের আন্দোলনকারীরা হয় ত জানেন না যে, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদ ও অসঙ্গ-বিবাহ আন্দোলনকে ধিক্কৃত এবং পবিত্র পারিবারিক ও দাম্পত্য বন্ধনের উপকারিতার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। স্ত্রীজাতির আর্থিক মুক্তির বিরুদ্ধেও যে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধুনা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আমাদের অনেকেই হয় ত অবগত নহেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শের ইষ্টানিষ্ট বিচারে অসমর্থ, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য সামাজিক আন্দোলনের হীন সংস্করণের প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই। আর্য্য সভ্যতার অনুমোদিত সুশিক্ষা ও সু-আদর্শ দ্বারা আমরা আমাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন পবিত্র ভিত্তির উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না কি?

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে যে সব গ্লানি দেখা

দিয়াছে, আমরা আমাদের আলোচনায় তাহার একটা রূপ দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা কি আমাদের সমাজে ঐ সব গ্লানি আমদানী করিতে চাই? আমরা কি আমাদের দেশের পথে ঘাটে চৌর্য্য, লুণ্ঠন, ডাকাতি, নরহত্যার অবিশ্রান্ত অভিনয় দেখিতে চাই? আমাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন উচ্ছন্ন যাইতেছে, ইহা কি আমরা দেখিতে চাই? আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবক-যুবতীরা মদ্যপানে বিভোর হইয়া অপরিচিত যুবতী ও যুবকদিগের সহিত সারারাত্রি নৃত্য করিবে এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করিবে; আমাদের দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা কথায় কথায় বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হইবে, এ চিত্র কি আমরা দেখিতে চাই? আমরা কি দেখিতে চাই, আমাদের পুরুষেরা কর্ম্মাবসানে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বাড়ী ফিরিয়া দেখিবে, তাহাদের সহধর্ম্মিনীরা তাহাদেরই আবাসে পরপুরুষদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপে বা অনাচারে মগ্ন রহিয়াছে এবং প্রতিবাদের উত্তরে স্বামী তাহার স্ত্রীর বন্দুকের গুলীতে আহত বা নিহত হইতেছে? আমরা কি চাই আমাদের দেশের বিধবারা গর্ব্বভরে বিজ্ঞানের নামে লোক ভাড়া করিয়া তাহাদের ভোগলালসার পরিতৃপ্তিসাধন করিবে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনান্তর ঘটিলে উহারা অসহায় শিশু-সন্তানগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া যে যার পথে চলিয়া যাইবে? আমরা কি চাই, আমাদের রমণীরা বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যাধিক্যকে গৌরবের বিষয় মনে করিয়া হাসিমুখে উভয় হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পরিত্যক্ত স্বামীদিগের সংখ্যা গণনা করিবে? আমরা কি চাই, আমাদের নারীরা পরিধানের

বস্ত্র হাঁটুর উপর উঠাইয়া, চুল বাবরী-ছাঁটা করিয়া, পাউডার ও রুজে মুখমণ্ডল চিত্রিত করিয়া, আধুনিক অঙ্গ-ভঙ্গ দেখাইয়া, সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে যুবক বন্ধুদের সহিত প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে চলা-ফেরা করিবে, আমাদের দেশের যুবতীরা রাস্তায় যাকে-তাকে ধরিয়া প্রীতি-চুম্বন দান করিবে? আমরা কি চাই, আমাদের দেশের যুবতীরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ হইয়া যুবক বন্ধুদের সহিত পথের পার্শ্বে টেনিস খেলা করিবে? স্বামী-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, মাতৃ-হত্যার ক্রমবর্দ্ধিত হার আমরা কি চাই? আমরা কি আমাদের সমাজে পিশাচ ও পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে চাই?

আমাদের গভর্ণমেণ্ট ধনিকদের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত হইবে; আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় ধনিকদের অনুকূলে এবং জনসাধারণের প্রতিকূলে আইন বিধিবদ্ধ হইবে, আমাদের গভর্ণরগণ তহবিল তছরূপ, প্রতারণা ও ঘুষের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন, বিচারকগণ একই অপরাধে ধনীদিগকে মুক্তিদান ও গরীবদিগের দণ্ডবিধান করিবেন, ইহা কি আমাদের অভিপ্রেত? আমাদের দেশে অপরাধীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে, ইহা কি আমাদের বাঞ্ছনীয়?

ঈশ্বরে অবিশ্বাস, ধর্ম্মের নামে পৈশাচিক ভণ্ডামি, ধর্ম্মাধ্যক্ষদের ব্যভিচার, পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা কি আমাদের ঈপ্সিত? জাতিভেদের প্রবল সংস্কার, বিজাতীয়ের প্রতি নিদারুণ ঘৃণার ভাব কি আমাদের সভ্যতার আদর্শের অঙ্গীভূত করিতে চাই? আমাদের সামাজিক গ্লানিগুলিকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া কি আমরা আর্য্য-সভ্যতার

গর্ব্ব করিব ? আমাদের ভারতীয় সভ্যতা কি একটা বিরাট ব্যাধির সৃষ্টি ও উহার চিকিৎসামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে ?

আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্লানি হইতে আমাদের দেশ ও সমাজকে মুক্ত রাখিতে চাই, তবে বিশেষ সতর্কতা সহকারে আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের আর্য্য-সভ্যতার ভাব ও আদর্শের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশেষভাবে ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে ভারতীয় ভাব ও আদর্শের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে। এ স্থলে আমরা দুই জন সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ সমাজহিতৈষীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

মঙ্গল দ্বারা যাহাতে অমঙ্গল পরাভূত হয়, এ জন্য হিতকর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের পুনঃ প্রবর্ত্তনই সভ্যতার প্রকৃত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্লানিকর প্রভাবগুলি যদি সমাজে আধিপত্য স্থাপন করে, তবে সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে। আর মঙ্গল যদি অমঙ্গলকে দমন করিতে সমর্থ হয়, তবেই স্থায়ী সভ্যতার ভিত্তি রচিত হইতে পারিবে। (বিশপ এণ্ডারসন)।*

মার্কিণ সভ্যতার দুর্নীতি ও গ্লানির বিষয় উল্লেখ করিয়া

*"The real problem of civilization is to re-enforce the moral and spiritual values that evil shall be over-come with good. If the evil forces dominate, disaster is inevitable. If the good can control the evil, then we shall have the basis of an enduring civilization."

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইয়োমিং প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব নারী-গভর্ণর মিসেস নেলি রস্ এই মত প্রকাশ করিতেছেন :—

যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা পার্থিব বিষয়ে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা যদি চরিত্রের উৎকর্ষসাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ না করে, তাহা হইলে তাহাদের পার্থিব উন্নতি "ধূলিভস্মের" মত উড়িয়া যাইবে।*

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আপনাকে ছোট মনে করে, সে সত্যসত্যই ছোট হইয়া যায়।" এই উক্তি অতীব মূল্যবান্। নিজকে ছোট বলিয়া মনে ভাবার মত ছোট হওয়ার এমন অমোঘ পন্থা আর নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর হইতে আমরা ঐ পন্থাই বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। পাশ্চাত্য জাতিকে গুরুর আসনে বসাইয়া আমরা সেবক, ভৃত্য ও দাসরূপে ঐ জাতির প্রশংসায় ও বন্দনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম। কেবলমাত্র প্রতীচীর প্রশংসা নহে, আমরা নিজ

*"This Government of ours, founded upon the ideal of democracy, has held out the greatest hope of material and spiritual progress to mankind Surely if any people ever gained it, we have gained the goal of material success but that success will be as "dust and ashes" if we do not also gain spiritual salvation —a goal that can be attained only by the development of character. Back to idealism must be our national cry if we are to save the soul of America."

উপসংহার

চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলাম। প্রতীচী আমাদিগকে শিখাইতেছিল, "আমরা প্রভু, তোমরা দাস, তোমরা গোলাম।" আমরাও বলিতেছিলাম, হাঁ জনাব, হাঁ, তোমরা অশেষ গুণালঙ্কৃত প্রভু, পরম উদার, আমরা অধম গোলাম। প্রতীচী বলিতেছিল, আমরা উচ্চশিক্ষিত, আমরা সুসভ্য, আর তোমরা অসভ্য বর্ব্বর, অকর্ম্মণ্য, ভীরু, দুর্ব্বল, কুরূপ, কদাকার, শঠ, প্রবঞ্চক, পৌত্তলিক, সঙ্কীর্ণচেতা এবং তোমরা পরলোকে মুক্তিলাভের অযোগ্য। আমরাও ঐ অপরূপ বাণীর প্রতিধ্বনি করিতেছিলাম। প্রতীচী আমাদিগকে বুঝাইতেছিল, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছে, তোমাদিগকে কুসংস্কারের পঙ্কিল সলিলে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, তোমাদিগকে অনুন্নতির সুদৃঢ় নাগপাশে বন্ধন করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আর আমরা তোমাদিগকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করার জন্য আসিয়াছি, তোমাদের কুসংস্কার দূর করিতেছি, তোমাদের বর্ব্বরতার নাগপাশ ছেদন করিতেছি, আমরা তোমাদের মুক্তিদাতা, তোমাদের মঙ্গলই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমাদের মঙ্গল-কামনায় আমরা কত কষ্ট সহ্য করিয়া, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাদিগকে স্কন্ধে তুলিয়া লইবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। আমরা তোমাদের পরম হিতৈষী বাহক, আর তোমরা আমাদের ঘাড়ের বোঝা (White man's burden)! আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে, গলদশ্রুনয়নে ও ভক্তিগদগদ চিত্তে সবই বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লইতেছিলাম। প্রতীচী আমাদিগকে ধমকাইয়া বলিতেছিল, সাবধান, তোমরা

সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত, পরম ভক্ত সেবকের মত আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবে, আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইবে, শিহরিয়া উঠিবে, সিকি মাইল ব্যবধানে চলিবে, সেলাম দিবে, এবং প্লীহা ফাটিলেও উচ্চবাচ্য করিবে না; কেননা,—আমরা প্রভু আর তোমরা দাস! আমরা শঙ্কাবিজড়িত অনুচ্চ কণ্ঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিতেছিলাম,—হাঁ জনাব হাঁ, আমরা দাস, আমরা অধম দাস, তোমরা প্রভু। গুরুর আসন হইতে প্রতীচী আমাদিগকে পাঠ দিতেছিল,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্যের পাঠ, রাজনীতির পাঠ, বিপ্লব-বিদ্রোহের পাঠ, সমাজ-সংস্কারের পাঠ, ইত্যাদি,—আর আমরা বিনা-বিচারে সবটা গলাধঃকরণ করিয়া এবং বদহজমের ভোটকাগন্ধ উদ্গীরণ করিয়া ভাবিতেছিলাম, আমরা এইবার আলোয় আসিতেছি—ক্রমে সভ্য হইতেছি। প্রতীচী পরোক্ষে আমাদিগকে উপদেশ দিতেছিল, তোমরা দারুণ অসভ্য—তোমরা নারীর মর্য্যাদা ও মাধুর্য্য বুঝিতে পার না, তোমাদের নারীরা পর পুরুষের সহিত বাহির হয় না, প্রেম করে না, জোড়া-জোড়ায় নৃত্য করে না, প্রীতি-চুম্বন দান করে না, দেহ-সৌন্দর্য্য বিলায় না, স্বামী ত্যাগ করে না,—তোমরা নারীদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া পর্দ্দার অন্তরালে রাখিয়াছ; আর আমরা ভাবিতেছিলাম, সত্যই ত আমরা যে ঘোর অসভ্য! প্রতীচী আমাদিগকে শিখাইতেছিল, ভগবানের অনুগ্রহে তোমরা পরাধীন হইয়াছ, এ পরাধীনতা তোমাদের ইহ-পরলোকের মঙ্গলের জন্য, আমরাও তাহাই মানিয়া লইতেছিলাম, প্রচার করিতেছিলাম, পুঁথি লিখিয়া

ও বক্তৃতা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বুঝাইতেছিলাম।

আমরা আমাদের ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আদর্শ ও সভ্যতার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছিলাম; আমরা ভাবিতেছিলাম, আমাদের সমগ্র সাধনা একটা বিরাট অসভ্যতা,—আমাদের আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলই অসভ্যতার পঙ্কিল আবহাওয়ায় মলিন ও দূষিত; আর প্রতীচীর ধর্ম্ম, রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহার; প্রতীচীর কাঁটা, চামচ, সুপ, সালাড, সাণ্ডুইচ, ষ্টেক, পুডিং, পাই; প্রতীচীর লম্পট, লম্পটী, চোর, ডাকাত, শঠ, প্রবঞ্চক; প্রতীচীর আকাশ, বায়ু, কুয়াসা, শীত, জল, স্থল, গরু, ছাগল, ভেড়া, কৃমি, কীট—সকলই সুন্দর, সকলই সভ্যতার দীপ্ত আলোকে উজ্জ্বল!

এইভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইতেছিলাম। নিকৃষ্টতার ভাবে (inferiority complex) হতবুদ্ধি হইয়া, সর্ব্বপ্রকারে আপনাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া আমরা আমাদের নিজ মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছিলাম। আমাদের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি লোপ পাইতে বসিয়াছিল। হীন, ঘৃণ্য এবং অধঃপতিত হইয়াও আমাদের দুঃখ ও লজ্জা ছিল না, আমরা হাসিতেছিলাম এবং ভাবিতেছিলাম—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অসভ্য ছিল, আমরা সভ্য হইতেছি! মানুষের যুক্তি অথবা বিচার-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার মত এমন অধঃপতন আর কিছুই হইতে পারে না। Adam Smith তাঁহার The Theory of Moral Sentiment গ্রন্থে বলেন, যাঁহার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে, তিনি

মনে করেন, মানুষের বিচারবুদ্ধিলোপের মত এমন ভীষণ দুরবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি গভীরতর করুণার সহিত মানুষের ঐরূপ চরম অধঃপতন নিরীক্ষণ করেন। কিন্তু যে হতভাগ্যের ঐরূপ অধঃপতন উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ সে হাসিয়া ও গাহিয়া বেড়ায়, সে আপন শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন হইয়া পড়ে।*

আমাদের চরম অধঃপতন উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সর্ব্ব-প্রকারে নিকৃষ্ট—এই ভাব দ্বারা ঐ অধঃপতন সূচিত হইতেছিল। আমাদের জাতীয় আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া আমরা আচারে, ব্যবহারে, বিহারে, ভাবে, আদর্শে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতেছিলাম। মানুষের চিত্ত যখন নিকৃষ্টতার ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? ক্রীতদাসের চিত্তের স্বাধীনতা থাকিলে তাহার মুক্তি সুদূরপরাহত নহে। কিন্তু যে ব্যক্তির বা জাতির চিত্ত নিকৃষ্টতার ভাবে বিমূঢ় হইয়া পড়ে, সেই ব্যক্তির বা জাতির অধোগতি নিবারিত হইতে পারে না। স্বাধীন-প্রাণ বর্ব্বর জাতির

*"Of all the calamities to which the condition of morality exposes mankind, the loss of reason appears to those, who have the least spark of humanity, by far the most dreadful; and they behold that last stage of human wretchedness with deeper commiseration than any other. But the poor wretch who is in it laughs and sings perhaps and is altogether insensible to his own misery."

বরং উন্নতির আশা আছে, কিন্তু দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন জাতির কোন আশা নাই। এই দাসমনোবৃত্তি, এই অপকৃষ্টতার ভাব পূর্ব্বে ভারতে ছিল না। একদিন ভারতে শ্রেষ্ঠতার ভাব উদাত্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল, একদিন ভারত পৃথিবীর অপরাপর জাতিদিগকে অজ্ঞান, ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছিল। একদিন মুক্তপ্রাণ ভারত 'সোঽহং' বাণী দ্বারা স্বাধীন মানব-আত্মার মহামন্ত্র ঝঙ্কৃত করিয়া স্বয়ং ভগবানের সমকক্ষতা দাবী করিয়াছিল। কোথায় আমাদের সেই মুক্তপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ, আর কোথায় পরানুকরণপ্রিয়, পরভাবপুষ্ট, বিভ্রান্তমতি আমরা! আমাদের এই শোচনীয় অধঃপতন সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম!

আশার কথা এই যে, বর্ত্তমান যুগের ভারতবাসী স্বীয় শোচনীয় অধঃপতনের কথা ভাবিয়া লজ্জিত হইতেছে। ভারতবাসী আজ প্রতীচীকে গুরুর আসনে বসাইয়া প্রতীচীর সর্ব্বপ্রকার উপদেশ বেদবাক্যের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। শাণিত কৃপাণ-হস্ত প্রতীচীর ধর্ম্মের কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, বন্ধুত্বের কথা শুনিয়া সে আজ প্রত্যক্ষে প্রতীচীকে বলিতেছে,—তোমার ওসব বুজরুকি আর এখন চলিবে না। প্রতীচীর সরলতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ন্যায়-বিচার প্রভৃতির উপদেশে ভারতবাসী আজ অনাস্থা প্রকাশ করিতেছে। ভারতবাসীর প্রাণে প্রতীচীর সভ্যতার মঙ্গল সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। ভারতবাসী আজ সোজা কথায় প্রতীচীকে বলিতেছে,—বিচারবুদ্ধিবর্জ্জিত মেষের মত আমরা তোমার উপদেশাবলী মানিয়া লইতে প্রস্তুত

নহি, যদি তোমার উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, তবে আমরা তাহা বিচার করিয়া গ্রহণ করিব। ভারতবাসী সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রতীচ্য সভ্যতার যথার্থ রূপ দেখিতে চাহিতেছে।

আত্মবিধ্বংসী মোহে আমরা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলাম। আজও রোগের উপশম হয় নাই, কিন্তু রোগ ধরা পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় মহাপণ্ডিত হইয়া শির অবনত রাখা অপেক্ষা আমাদের জাতীয়তার সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য লইয়া, আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতির সহিত উন্নতমস্তকে বিশ্ব-মানব-সমাজে বাস করা অধিকতর সমীচীন মনে করিতেছি। জাতীয়তার গৌরবে গর্ব্বিত জাতি ধরা-পৃষ্ঠে বিলীন হইয়া যায় না। আশার কথা, ভারতবাসীর প্রাণে জাগরণ আসিয়াছে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে এবং বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার তুলনায় সে স্বীয় সভ্যতার মর্ম্মকথা বুঝিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

(৩)

বস্তুলাভ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য না হইলেও, বস্তুলাভের সহিত মানবের মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। যে মানবের বা জাতির সকল চেষ্টা একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ কার্য্যে ব্যয়িত হয়, সেই মানবের বা জাতির পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক মঙ্গল সুদূর-পরাহত। বস্তুর সহিত মানব-মঙ্গলের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকায় পৃথিবীর কোন কোন মানবজাতি বস্তুলাভের প্রতি অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল জাতির ব্যবহারে বোধ

হয়, যেন তাহারা বস্তুলাভকেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের পরম আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে, তাঁহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা পার্থিব বা আর্থিক উন্নতির পথে অধিকদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

আর্থিক উন্নতি ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের অন্যতম আদর্শ হওয়া বিধেয়, কেন না বাস্তব অভাব নিবারিত না হইলে ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের প্রকৃত বিকাশ সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু আর্থিক উন্নতিকে ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের অন্যতম আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আর্থিক উন্নতির আদর্শ স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। আর্থিক বা বস্তুলাভ বিষয়ক কার্য্যকারিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া উহাকে কতদূর অগ্রসর হইতে দেওয়া বিধেয় অথবা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে বিচার আবশ্যক। এই বিচার কঠিন, তবে আজিকার সজীব ও গতিশীল (dynamic) জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

আজিকার পাশ্চাত্য সমাজের আর্থিক উন্নতির আদর্শ শতাব্দী পূর্ব্বের আদর্শ অপেক্ষা অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সমাজে আর্থিক উন্নতির যে আদর্শ বিদ্যমান ছিল তাহা তৎকালীন ধনবিজ্ঞানে কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছিল। রিকার্ডো, মিল প্রমুখ ধনবিজ্ঞানবিশারদগণ ঐ সময়ের প্রচলিত আদর্শ গ্রহণ করিয়া তদুপরি ধনবিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করিতে চেষ্টা পান ; ঐ আদর্শ ছিল,—আর্থিক মানুষ (Economic Man)।

"আর্থিক মানুষ" পরিকল্পনা সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ পরিকল্পনার উপাদান তৎকালীন সমাজের প্রচলিত নীতি হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছিল।

আর্থিক মানুষের পরিকল্পনাকে মূর্ত্ত করিয়া তোলা হইলে দেখা যায়, উহা মানুষরূপী একটি অদ্ভুত জীব। সে নিয়ত অর্থ-চিন্তায় ও অর্থলাভে নিরত। তাহার না আছে স্নেহ, মমতা, ভক্তি ও ভালবাসা; না আছে দয়া, সহানুভূতি ও পরোপকারিতা। অর্থ তাহার একমাত্র উপাস্য, সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া অর্থের সন্ধানে ছুটিয়াছে। সংসার রসাতলে যায় যাউক, মজুরেরা নামমাত্র বেতনে দৈনিক ১৬ ঘণ্টা বা ২০ ঘণ্টা খাটিয়া দেহ পাত করুক, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহার অর্থ চাই-ই চাই। হয়ত মানব-ইতিহাসের কোন যুগেই কাল্পনিক আর্থিক মানুষের মত এতদূর স্বার্থপর মানুষ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু আর্থিক মানুষের পরিকল্পনা একেবারে মিথ্যাও নহে। শতাব্দী পূর্ব্বেও ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে Laissez Faire নীতি অনুসৃত হইতেছিল। ঐ নীতির অর্থ ছিল, লোকের আর্থিক কার্য্যকারিতায় যেন বাধা-প্রদান করা না হয়, শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে উহা কর্ত্তব্য নহে; ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হইলেই সমাজের স্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, উভয় প্রকার স্বার্থের মধ্যে বিরোধ নাই। উক্ত নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের মজুরেরা অধঃপাতের প্রায় চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। মজুরদের অধোগতি দ্বারা এ বিষয়টা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল যে, ধনিকদিগের আর্থিক কার্য্যকারিতায় বাধা প্রদান

করা না হইলে উহার ফলে সমাজের স্বার্থহানি হইয়া থাকে, ধনিক মিঃ পাউণ্ডের জন্য মজুর টম-ডিকেন্স-হ্যারির দেহপাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মজুরদের শোচনীয় অধোগতি নিবারণের জন্য মহানুভব ধনিক রবার্ট আউয়েন (Robert Owen) ইংলণ্ডে প্রবল আন্দোলন চালাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার বিরাট ব্যবসায় শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া সমাজতন্ত্রের পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েন। 'সোস্যালিজম' শব্দটা রবার্ট আউয়েন কর্তৃকই সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। ক্রমশঃ ধনবিজ্ঞানে 'আর্থিক মানুষের' পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া 'স্বাভাবিক মানুষের' পরিকল্পনা গৃহীত অর্থাৎ দয়া, স্নেহ, মমতা, ধর্ম্ম, নীতি, বিধি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সহিত আর্থিক কার্য্যকারিতার সম্বন্ধ রক্ষা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ Laissez Faire নীতির পরিবর্ত্তন এবং গ্লানিকর আর্থিক কার্য্যকারিতায় বাধা প্রদান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। ধনবিজ্ঞানের পরিকল্পনার এবং শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের নীতির পরিবর্ত্তন দুই এক দিনে হয় নাই। একদিকে সমাজ-তন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী, সমাজহিতৈষী ও সমাজতন্ত্রের ছাত্রদিগের, অপর দিকে জার্ম্মাণীর "ঐতিহাসিক মণ্ডলীর" ক্রমাগত তীব্র সমালোচনায় একটু একটু করিয়া ধন-বিজ্ঞানের ছাত্রদের এবং শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হয়। সমালোচনা যে বিরাম পাইয়াছে এ কথা আজও বলা যায় না। তবে এক শতাব্দী পূর্ব্বের অবস্থার সহিত আজিকার অবস্থার তুলনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানে এবং পাশ্চাত্য আর্থিক উন্নতির আদর্শে

অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন রিকার্ডীয় ধন-বিজ্ঞানে "আর্থিক বা অর্থনীতিক মানুষের" পরিকল্পনা গৃহীত এবং শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সমাজ-মঙ্গলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ সমর্থিত হওয়ায়, ব্যবসায়ীদের অর্থলাভের চেষ্টাকে উদ্দামভাবে ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সহজ কথায়, ঐ যুগে আর্থিক উন্নতির আদর্শ ছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া যথেচ্ছভাবে ধনোপার্জ্জন করা; উহাতেই সমাজের মঙ্গল। অপর দিকে 'আর্থিক মানুষের' পরিবর্ত্তে 'স্বাভাবিক মানুষের' ভিত্তির উপর আধুনিক ধন-বিজ্ঞান স্থাপিত হওয়ায় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থ স্থান পাওয়ায়, ব্যবসায়ীদের অর্থলাভের যথেচ্ছগতি নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হইয়াছে। অর্থাৎ আর্থিক উন্নতির আদর্শ সম্বন্ধে আজ পাশ্চাত্য সমাজ বলিতেছে, যথেচ্ছভাবে ধনার্জ্জন চলিবে না, সমাজ-মঙ্গল অগ্রে, ব্যক্তিগত স্বার্থ পশ্চাতে। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা আর্থিক উন্নতির জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি; ব্যক্তিগত আদর্শ সম্বন্ধে নহে। ব্যক্তিগত-ভাবে ব্যবসায়ীরা আর্থিক উন্নতির আদর্শ সম্বন্ধে কি মনে করে, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। হয় ত ব্যবসায়ীরা জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় করিয়া তুলিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু ঐ চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতি আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছে ও করিতেছে। ঐ সকল আইন দ্বারা পরোক্ষে ব্যবসায়ীদিগকে বলা হইতেছে, দেশের ও জাতির স্বার্থ দ্বারা তোমাদের স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত হউক। তোমরা জাতীয় স্বার্থ অগ্রাহ্য

করিয়া যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পাইবে না।

অপরদিকে প্রতীচীর প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতি শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য যত্নবান রহিয়াছেন। ধনবৃদ্ধি কতদূর হওয়া সঙ্গত তৎসম্বন্ধে কোন জাতীয় নির্দ্দেশ বা আদর্শ নাই। তবে এবিষয়ে ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানবিশারদদিগের উপদেশাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা তাঁহাদের দেশের জন্য সর্ব্বোচ্চ ধনোৎপাদন (maximum of Production) বা ধনবৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতেছেন।

সুতরাং সর্ব্বশেষে বলিতে পারা যায়, সকল প্রকার বিধিসঙ্গত উপায়ে, সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে ধনোৎপাদনই পাশ্চাত্য সমাজে আর্থিক উন্নতির আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে দেশের কতিপয় আইন ভিন্ন আর্থিক কার্য্যকারিতার ও ধনোৎপাদনের আর কোন প্রতিবন্ধক নাই। ঐ আইনগুলি ব্যবসায়ীদের গর্হিত আচরণ নিবারণ জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং ঐগুলিকে ন্যায্য আর্থিক কার্য্যকারিতা ও ধনোৎপাদনের অন্তরায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

Laissez Faire নীতির আমলে ব্যবসায়ীদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ অবৈধ ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আর্থিক উন্নতির আদর্শ কলুষিত ছিল। ঐ সময়ে ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে জনসাধারণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ধনোৎপাদন করিতে পারিত, দেশের আইন তাহাদেরই অনুকূলে ছিল। বর্ত্তমানে Laissez Faire নীতি

সম্পূর্ণরূপে সমথিত না হওয়ায় ব্যবসায়ের অনেক গ্লানি দূরিত করার চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং এই দিকে আর্থিক উন্নতির আদর্শ পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা উন্নত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। উন্নত আদর্শ প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে পরিণত হইতেছে কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

উল্লিখিত কারণে প্রতীচীর আর্থিক কার্য্যকারিতা একদিকে কতকটা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও অপরদিকে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ হেতু ধনোৎপাদনের অনেক নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় উহা বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্য সমাজ শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং ধনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় পাশ্চাত্য সভ্যতার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। এই নবরূপী পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই আমরা বস্তুতান্ত্রিক বা ব্যবসায়িক সভ্যতা বলিয়া থাকি। এই সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য, বস্তু অথবা ধন। এই সভ্যতার প্রধান বিশেষত্ব, সমাজের আর্থিক কার্য্যকারিতার উপর অতি মাত্রায় আস্থা স্থাপন।

আর্থিক উন্নতি যখন জাতীয় বা সামাজিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়, তখন আকাঙ্ক্ষিত অর্থ লাভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু সামাজিক বা জাতীয় জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উপেক্ষিত হইতে থাকে। ফলে অর্থলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানাপ্রকার গ্লানি উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ অর্থলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, কেবলমাত্র অর্থলাভদ্বারা মানবজীবন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, বা সকল দিকে সুন্দররূপে ভরপূর হইয়া গড়িয়া উঠিতে

পারে না। সমাজবাসী কোন লোকের জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম ও সাধনা বিষয়ক বিভিন্ন কার্য্যের সমবায়ে গঠিত এবং এই সমবায়ের ফলেই ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি একমাত্র অর্থোপার্জ্জনে ও অর্থচিন্তায় কালাতিপাত করে, সে স্বভাবতঃই অন্যান্য দিকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া পারে না। ফলে তাহার জীবনে নানাপ্রকার গ্লানি ও অশান্তি উপস্থিত হয়। এরূপ লোকের জীবন আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত সভ্য জগতে কোন অর্থগৃধ্নুর জীবন আদর্শস্থানীয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্যের ও স্বার্থকতার পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য রক্ষা একান্ত আবশ্যক। অতিরিক্ত আর্থিক কার্য্যকারিতার জন্য যদি পারিবারিক কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, কিম্বা পারিবারিক আদর্শ শিথিল করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্যকারিতা আমাদের মতে (পাশ্চাত্য আদর্শ যাহাই হউক না কেন) সমর্থনযোগ্য নহে।

ব্যক্তিগত জীবনের মত জাতীয় জীবনও আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম ও সাধনা বিষয়ক বিভিন্ন কার্য্যকারিতার সমবায়ে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে। জাতীয় জীবন পরিপূর্ণ, সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যকারিতার মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য বিধান কর্ত্তব্য। এক শ্রেণীর কার্য্যকারিতার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইলে অন্যান্য শ্রেণীর কার্য্যকারিতায় গ্লানি উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে

জাতীয় জীবন প্রকৃতপক্ষে সুখ ও শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না। বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সমাজে তাহাই ঘটিয়াছে। চরম বস্তুতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অংশে যে কত গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে আমরা তাহার কতক পরিচয় পাইয়াছি।

ভারতের ধর্ম্ম, নীতি ও আদর্শ প্রতীচীর ধর্ম্ম, নীতি ও আদর্শ হইতে বিভিন্ন। ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনা প্রতীচীর ধর্ম্ম ও সাধনা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।* আমরা একদিকে আমাদের ধর্ম্ম, নীতি ও আদর্শ রক্ষা করিতে চাই, অপরদিকে আর্থিক উন্নতিও চাই। আর্থিক উন্নতির পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ দ্বারা আমাদের বিশেষত্ব রক্ষিত হইবে কি না, আমাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে কি না, তাহা বিবেচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

*শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের সভাপতিরূপে ঘোষণা করেন :—

"We may assimilate the best that is in non-Indian cultures and faiths, but the essence of our individual and collective personality must necessarily be Indian. Others may think that we are mistaken in holding that Indian culture and spirituality are not inferior to any other that exists; but we stick to our opinion."

সমাপ্ত

মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা সম্বন্ধে অভিমত :—

Sj. Nagendra Nath Chaudhury's Bengali study in American social conditions and problems is to be appreciated as the work of a scholar who knows the U. S. A. intimately by long residence and has tried to get to the facts and institutions in an objective manner. The chapters dealing, as they do, mainly with the new situations in family life, perversities in politics, as well as recent tendencies and forms in crime as prevalent in America, might perhaps be written in regard to almost every other country of the world to-day in the East and the West including our own, although undoubtedly with regional modifications depending on the degree of "modernism" attained in each locality. Conclusions ought therefore to be drawn with caution ; for the criticisms of the morals and manners shall apply to modernism as such and not to any particular zone or race. The author is not unmindful of this consideration and has succeeded in producing a work which will not fail to stimulate realistic researches in societal reconstruction with special reference to sex democracy and criminology.

(Sd.) Benoy Kumar Sarkar.
Calcutta University

মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা সম্বন্ধে অভিমত :—

"Markin Samaj O Samasya" (American Society and its problems) is a study of considerable sociological bearing. The author Mr. Nagendra Nath Chaudhury lived with the American people for several years and the question that he asks through his book is a fundamental one : whether wealth and material progress alone can ensure happiness and social harmony. His answer is in the nagative and he emphasises, by implication the great and dominating need of self-restraint and altruism—principles promulgated by the master spirits of all nations especially of India. Premature prosperity and a sad confusion of Licence with Liberty, may lead any nation to tragic social consequences—a fact admitted on *a priori* grounds, has been demonstrated with rich documentation and rare courage by Mr. Chaudhury, with reference to the U.S.A., mostly of the post war environment. Social pathology is a science and in its prognosis and diagnosis a perfectly scientific attitude has to be maintained ; for, a disease affecting any single member affects Humanity as a whole body. If this spirit is roused by the book the author's labour would find ample justification. America is a great and living nation and its temporary aberrations should be studied in the organic context of her vitality and sanity. The book will stimulate we hope interest and research in the Indian field.

(Sd.) Kalidas Nag.
Calcutta University